উত্তরাধিকারী

(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাভূষণ
প্রণীত।

প্রকাশক
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র
লক্ষ্মীবিলাস পাবলিসিং হাউস,
১২নং নারিকেল বাগান লেন
কলিকাতা,
১৩২৫।

Printed by
K. C. BOSE, AT THE
STANDARD DRUG PRESS,
45, Amherst Street, Calcutta.

উপহার

উৎসর্গ

অশেষগুণালঙ্কৃত

দীনপালক

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, বার-এ্যাট-ল

মহোদয়ের করকমলে

শ্রদ্ধাপূর্ণ উপহার।

কৃতজ্ঞ

গ্রন্থকার।

উত্তরাধিকারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মধুরাবাটীর জমিদার তারিণী চৌধুরী রথ দেখিতে যাইতেছিলেন। সঙ্গে দেওয়ান রাজীব দত্ত ছিল, কারকুন রামধন বাপুলী ছিল, দুই চারিজন পারিষদ ছিল, একজন দরোয়ান ছিল। জমিদারের উপযোগী যাহা, তাহা সকলই ছিল, শুধু রাস্তাটাই ভাল ছিল না। একে পল্লীগ্রামের কাঁচা রাস্তা, তাহাতে বর্ষাকাল, মধ্যাহ্নে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রাস্তার মাঝে মাঝে জল জমিয়া ছিল। যেখানে জল জমে নাই, সে স্থানও কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছল। সুতরাং সকলকেই নগ্নপদে ধীরে ধীরে যাইতে হইতেছিল। রাস্তার লোকেরা জমিদারকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া এক পাশে দাঁড়াইতেছিল।

রাস্তার এক জায়গায় অনেকটা জল জমিয়াছিল; পাশে একটু সরু জায়গা অপরাহ্নের রৌদ্রে কতকটা শুকনা হইয়াছিল; পথিকেরা

সেই সঙ্কীর্ণ পথটুকু দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। জমিদার মহাশয় দলবল সহ সেই অপ্রশস্ত পথ দিয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু তাঁহার গমনে বাধা পড়িল। বিপরীত দিক হইতে একটী তের চৌদ্দ বছরের মেয়ে, এক বুড়ার হাত ধরিয়া পথের অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইল এবং জমিদারের দলবলকে সেই সঙ্কীর্ণ পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মুখ তুলিয়া গম্ভীর সতেজ কণ্ঠে অনুজ্ঞার স্বরে বলিল, "তোমরা একটু সরে দাও; আমার দাদামশায় বুড়ো মানুষ, পড়ে যাবে।"

প্রবলপ্রতাপ জমিদারের সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র বালিকার এইরূপ ধৃষ্টতা দর্শনে জমিদারের পারিষদবর্গ মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। অপর কেহ এইরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলে তাহার কাঁধে মাথা থাকিত কি না সন্দেহ, কিন্তু সেই তের চৌদ্দ বছরের মেয়েটীর সুন্দর মুখখানায় এবং তাহার সেই গর্ব্বোদ্ধত কণ্ঠস্বরে এমন একটা মাদকতা ছিল, যাহাতে দুর্দ্দান্ত জমিদার তারিণীবাবুও অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং ক্রোধের পরিবর্ত্তে মৃদু হাসিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। অগত্যা দলের আর সকলকে, মেয়েটাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও সরিয়া দাঁড়াইতে হইল। মেয়েটী বুড়ার হাত ধরিয়া সদর্প পদক্ষেপে তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। তারিণীবাবু তাহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখ এবং সদম্ভ পদবিক্ষেপের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মেয়েটী চলিয়া গেলে তারিণীবাবু জনৈক পারিষদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটী কে হে অবিনাশ ?"

অবিনাশের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শ্রীপতি গাঙ্গুলী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "ও উত্তর পাড়ার দেবু ঘোষালের মেয়ে, ভুবন ঘোষালের নাতনী। বড় ভয়ানক মেয়ে বাবু, ওর দৌরাত্ম্যে পাড়াশুদ্ধ অস্থির।"

মুখ মুচকাইয়া হাসিয়া তারিণীবাবু অগ্রসর হইলেন, সকলে তাঁহার অনুসরণ করিল। চলিতে চলিতে তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটীর বোধ হয় বিয়ে হয়নি ?"

গাঙ্গুলী বলিলেন, "হয়নি, বোধ হয় হবেও না। হবে কিসে ? থাকবার মধ্যে আছে ভাঙ্গা বাড়ীখানা, আর ঐ বুড় দাদামশায় ভুবন ঘোষাল, তার উপর ঐ দস্যি মেয়ে, ওকে আবার বিয়ে করবে কে ?"

তারিণীবাবু আর কিছু না বলিয়া গম্ভীর ভাবে অগ্রসর হইলেন। অবিনাশ ঘোষ দেওয়ান রাজীব দত্তের গা টিপিয়া একটু হাসিল।

সেই দিন সন্ধ্যার পর তারিণীবাবু বৈঠকখানার পাশের ঘরে আলবোলার নলটী হাতে করিয়া একা বসিয়াছিলেন। বাহিরে মৃদুগম্ভীরে মেঘ ডাকিতেছিল, ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি পড়িতেছিল, অন্ধকারটা খুব জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। তারিণীবাবু খোলা জানালায় বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন।

এমন সময় দীর্ঘশব্দে "জয়োস্তু" বলিয়া শিরোমণি মহাশয় গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তারিণীবাবু আলবোলার নলটা রাখিয়া হাত তুলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। শিরোমণি মহাশয় জয়-কামনাপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন. এবং তারিণীবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "আপনাকে যেন কিছু চিন্তান্বিত দেখছি।"

ম্লান হাসি হাসিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "না, এমন কিছু নয়।"

সহাস্যে শিরোমণি বলিলেন, "একটু কিছু আছে বৈ কি। আর ধর গে তা থাকাই সম্ভব। কবি বলেছেন—"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ, কণ্ঠাশ্লেষে প্রণয়িনী জনে কিংপুন দূর সংস্থে।" অর্থাৎ মেঘোদয় দর্শনে কি না মেঘ দেখিলে, সুখিনঃ অপি কি না সুখী যে লোক তাহারও, প্রণয়িনী জনে অর্থাৎ প্রণয়িনী কি না প্রণয়পাত্রী, অনুরক্তা, নায়িকা ইতি যাবৎ, বুঝলেন কি না?"

কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "কিন্তু শিরোমণি মশায়, আমাদের এখন আর গলায় প্রণয়িনী ঝোলাবার বয়স আছে কি? এখন যে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলিয়ে বনে যাবার বয়স হ'য়েছে।"

ব্যগ্রভাবে শিরোমণি বলিয়া উঠিলেন, "আপনার শত্রু যে সে বনে যাক্। ধরুন আপনার মত ধনী জ্ঞানী দানী লোক

যদি বনে যায়, তবে সংসারে থাকবে কি? সংসারই যে ধরুন ঘোর অরণ্য হয়ে উঠবে।"

তারিণী। কিন্তু শাস্ত্র তো তাই বলছে।

শিরো। সে ধরুন গে বলছে যারা হতভাগা, যাদের আজ আনতে কাল নাই, তাদের। আপনার মত লোকদের ধরুন বনে যেতে বলে না।

তারি। তবে আমাদের কি বলে?

শিরো। আপনাদের ধরুন পুনরায় দারপরিগ্রহ করে, সংসারী হ'তে বলে।

মৃদু হাসিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "এই বয়সে আবার দারপরিগ্রহ? সে যে গলগ্রহ!"

মস্তক সঞ্চালনে দীর্ঘশিখা কম্পিত করিয়া শিরোমণি বলিলেন, "কতই বা বয়স আপনার? ধরুন জোর চল্লিশের কাছাকাছি।"

সহাস্যে তারিণীবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে চল্লিশের নয়, পঞ্চাশের কাছাকাছি।"

জোরে মাথা নাড়িয়া শিরোমণি বলিলেন, "তাই বা এমন কি বেশী? শীতল চাটুজ্যে ধরুন সত্তর বৎসর বয়সে বিবাহ ক'রে তিন পুত্র রেখে স্বর্গে গেলেন। মহেশ রায় বাষট্টি বৎসর বয়সে, ধরুন চতুর্থ পক্ষের পাণিগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের চেয়ে ধরুন গে আপনার বয়স কি বেশী?"

তারিণী বাবু ঈষৎ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কিন্তু লোকে বলবে কি? ঘরে বিধবা মেয়ে।"

শিরোমণি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "মেয়ে আছে তা হ'য়েছে কি? মেয়ে বিধবা হয়েছে, ধরুন শাস্ত্রের বিধানমতে সে ব্রহ্মচর্য্য পালন করবে। তাই ব'লে ধরুন আপনাকেও যে ব্রহ্মচর্য্য করতে হবে এমন কোন কথা নাই। আর ধরুন মেয়েই বলুন ছেলেই বলুন কে কার? অসময়ে কেউ ফিরেও চেয়ে দেখবে না। এই যে ধরুন আমার কন্যা আছে, পুত্র আছে, পুত্রবধু আছে। তথাপি আমি ধরুন পুনরায় বিবাহ করলাম কেন? ঐ ধরুন অসময়ে এক গণ্ডূষ জলের প্রত্যাশায়! আপনি বুঝছেন না, ঐ যে ধরুন একটা পরের মেয়ে, সে যতটা করবে, নিজের ছেলে মেয়ে ধরুন তার শতাংশের একাংশও করতে পারবে না। আপনি বিবাহ করুন বিবাহ করুন।"

তারিণীবাবু আলবোলার নলটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে টান দিতে লাগিলেন। শিরোমণি মহাশয় নস্যের কৌটা বাহির করিয়া এক টিপ নস্য নাকে দিয়া বলিতে লাগিলেন, "অন্য কারণে না হোক, অন্ততঃ ধরুন পুত্রের জন্যও আপনার বিবাহ করা উচিত। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্।" আরও আছে, "অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং। আপনার ধরুন পিণ্ডাধিকারীর অভাব, এই বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর অভাব। সুতরাং ধরুন আপনার দার-

পরিগ্রহ করা যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ এ বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই।"

তারিণীবাবু গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরবে আলবোলায় ঘন ঘন টান দিতে লাগিলেন, শিরোমণি মহাশয় উত্তরের প্রত্যাশায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তারিণী চরণ চৌধুরী মহাশয় প্রৌঢ় বয়সে বিপত্নীক হইয়া পত্নীর বিয়োগবেদনায় যতটা কাতর না হইয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক কাতর হইয়াছিলেন আপনার বিপুল সম্পত্তির উপযুক্ত উত্তরাধিকারী অভাবে। দায়ভাগের ব্যবস্থামতে তাঁহার দুই জন উত্তরাধিকারী ছিল; এক কন্যা অপর্ণা, দ্বিতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যচরণ। কিন্তু তারিণী বাবুর বিবেচনায় এই দুই জনের এক জনও ঠিক উত্তরাধিকারের যোগ্য ছিল না। কন্যা অপর্ণা পিতার স্নেহের পাত্রী ছিল, কিন্তু অদৃষ্টদোষে সে বিধবা, নিঃসন্তানা। সুতরাং তাহার উত্তরাধিকারিত্বে কোন ফল নাই।

ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যচরণ শাস্ত্রমতে পিণ্ডাধিকারী হইলেও জ্যেষ্ঠ-তাতের বিষয়বুদ্ধির মতে এত বড় জমিদারীর উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। না হইবার কারণও ছিল। সত্য-চরণের পিতা কালীচরণ অনেক আগেই জ্যেষ্ঠের সহিত পৃথক হইয়া বিষয় সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সম্পত্তি রাখিতে পারিল না। কতক অপরিমিত দান ধ্যানে, ক্রিয়াকর্ম্মে খরচ করিল, কতক বিলাসে, মদে, বাবুগিরিতে উড়াইয়া দিল। তারপর সামান্য সম্পত্তি এবং প্রচুর ঋণ রাখিয়া, এবং নাবালক পুত্র সত্য-

চরণ ও পত্নী কল্যাণীকে অকূলে ভাসাইয়া ইহলোকের পরপারে চলিয়া গেল।

মহাজন আসিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি দখল করিবার উদ্যোগ করিল। বংশমর্য্যাদাভিমানী তারিণীবাবু এতটা সহিতে পারিলেন না; তিনি মহাজনদের পাওনা মিটাইয়া দিয়া সম্পত্তিটুকু নিজের হাতেই রাখিলেন, এবং ভ্রাতৃবধূ কল্যাণী ও ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যচরণকে আপনার গৃহেই আশ্রয় দিলেন।

জ্যেষ্ঠতাতের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া সত্যচরণ গ্রামের স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। অতঃপর সে কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু তারিণীবাবু তাহাতে মত দিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস, ইংরাজী শিক্ষাতেই দেশটা উচ্ছন্নে যাইতে বসিয়াছে, ছেলেগুলা আচার ব্যবহারের শৃঙ্খল কাটিয়া অনাচারী হইয়া পড়িতেছে। কালীচরণ বি এ পাশ করিয়া কি অনাচারটাই না করিল! তবে ইংরেজের রাজত্ব, বিষয়কর্ম্মের জন্য এক আধটু ইংরাজী জানা দরকার। সত্যচরণের সে দরকারও মিটিয়া গিয়াছে, আর তাহার বেশী ইংরাজি পড়িয়া হিন্দুত্বের সীমার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই।

সুতরাং তারিণী বাবু সত্যচরণের উচ্চশিক্ষার সম্বন্ধে অনুমোদন করিলেন না। বলিলেন, "আর ও ম্লেচ্ছ ভাষা বেশী পড়বার দরকার নাই। তার চেয়ে আমলাদের কাছে বসে কাজকর্ম্ম শিক্ষা

করুক, একটা মহালে নায়েবী করলে যে পয়সা রোজগার করবে, সাতটা বি এ পাশে তা চোখেও দেখে নাই।"

সত্যচরণের কিন্তু নায়েবী পদ গ্রহণে একটুও আগ্রহ ছিল না, সুতরাং ইংরাজীশিক্ষায় হতাশ হইয়া সে সংস্কৃত শিক্ষায় মনোযোগী হইল এবং সীতানাথ বাচস্পতির টোলে গিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আরম্ভ করিল। তারিণীবাবু ভ্রাতুস্পুত্রের অবাধ্যতায় একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ করিলেন না। বরং মৌখিক হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা। ওর যখন ঝোঁক হয়েছে, তখন তাই শিখুক, বাপের মত নাস্তিক হবে না।"

অপর্ণা পিতাকে অনুরোধ করিয়া বলিল, "বাবা, সতুর যখন কলেজে পড়বার ইচ্ছা, তখন পড়ালে হয় না?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "প'ড়ে হবে কি? ঘরের পয়সা খরচ ক'রে মদ মুরগী খেতে শিখবে এই তো?"

অপর্ণা বলিল, "সকলেই কি তাই খায়?"

উত্তেজিত ভাবে তারিণীবাবু বলিলেন, "সকলে না খায়, ও খাবে, ওর বাবা খেয়েছে। তার চেয়ে সংস্কৃত শিখে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করবে, এটা মন্দ হ'ল কি?"

নিম্নস্বরে অপর্ণা বলিল, "মন্দ নয়, তবে খুড়ীমা দুঃখ কচ্ছিলেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উগ্রকণ্ঠে তারিণীবাবু বলিলেন, "তাঁর দুঃখটা কিসের ?"

অপর্ণা বলিল, "তিনি বলছিলেন, আজ যদি কাকা বেঁচে থাকতেন।"

সক্রোধে তারিণীবাবু বলিলেন, "তা হ'লে এতদিন পর্যান্ত বেঁচে মদ খেতেন।"

পিতার ক্রোধ দেখিয়া অপর্ণা আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, সে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

নীচে কল্যাণী তখন রাত্রিকালীন রন্ধনের জন্য তরকারী কুটিতে-ছিলেন। অপর্ণা গিয়া তাঁহার পাশে বসিল। খুড়ীমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাঁহার চোখ দু'টা জলে ভরা। পিতার কথাগুলা যে তাঁহার কাণে আসিয়াছে, ইহা বুঝিতে অপর্ণার বিলম্ব হইল না। সে একটা আলু তুলিয়া লইয়া নখ দিয়া খুঁটিতে খুঁটিতে ধীরে ধীরে বলিল, "সব শুনেছ খুড়ী মা ?"

কল্যাণী মৃদু হাসিয়া ধরা গলায় বলিলেন, "শুনেছি। ঠাকুর ঠিকই বলেছেন অপু, ও সব ইংরিজী মিংরিজী পড়ার চেয়ে আমাদের শাস্তর পড়াই ভাল।"

অপ। কিন্তু তাতে হবে কি ?

কল্যা। মানুষ হবে।

অপর্ণা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আর তুমি চিরকাল আমাদের ভাত রেঁধে দেবে ?"

অপর্ণার মুখের উপর স্নিগ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কল্যাণী স্নেহসজল কণ্ঠে বলিলেন, "তোদের রেঁধে দেব অপু, এটা কি আমার কষ্ট ব'লে মনে করিস্ ?"

অপর্ণা আর কিছু বলিতে পারিল না। সে নতমুখে কতকগুলা আলু কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া ছাড়াইতে বসিল।

তা ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যচরণ থাকিতেও তারিণীবাবু যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অকারণে নহে। সত্যচরণ শান্তশিষ্ট সুবোধ হইলেও তাহার প্রকৃতিতে জমিদারের কোন গুণই বর্তমান ছিল না। সে ইতর ভদ্র সকলের সঙ্গেই মিশিত, ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘর হইতে বাগ্দী চাঁড়ালের কুটীরে পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে ইতস্ততঃ করিত না। কেবল তাহাই নহে, লোকের বেগার খাটিত। কাহারও ঘরে চাল নাই, কে রোগে ঔষধ পথ্য পায় না, লোকাভাবে কাহারও ডাক্তার ডাকা হইতেছে না, এই সব সন্ধান লইয়া বেড়াইত, আর পয়সা দিয়া, নিজে খাটিয়া লোকের সাহায্য করিতে ছুটিত; জমিদারের ঘরের ছেলে বলিয়া একটুও দ্বিধা বোধ করিত না। একটা ভিখারী আসিয়া হাত পাতিলে কাছে দুই চার পয়সা যাহা থাকিত, সব তাহার হাতে তুলিয়া দিত। দানের জন্য তারিণীবাবুরও নাম ছিল, কিন্তু ছেলেমানুষের এতটা দানশীলতা তিনি পছন্দ করিতেন না। এই বয়সেই যাহার হাত এত দরাজ, সে যে বড় হইয়া সম্পত্তি হাতে

পাইলে তাহা ধূলিমুষ্টির ন্যায় তিন দিনেই উড়াইয়া দিবে, সে বিষয়ে তারিণীবাবুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

এই সকল কারণেই তারিণীবাবু সত্যচরণকে পিণ্ডাধিকারী বলিয়া মানিয়া লইলেও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি দ্বিতীয় উত্তরাধিকারীর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কিন্তু মানুষ যাহা চায় সব সময়ে তাহা পায় না। গৃহিণী দুই বৎসর আগে একমাত্র কন্যা অপর্ণাকে রাখিয়া স্বর্গবাসে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর অনেকেই তারিণীবাবুকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া তারিণীবাবু তাহাদের অনুরোধ রক্ষায় অসম্মত হইলেন। তারপর বিধাতার নিষ্ঠুর বিধানে উনিশ বৎসর বয়সে অপর্ণা বিধবা হইল। তারিণীবাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দৌহিত্রের মুখদর্শনের আশায় বিধাতা তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করিলেন।

এদিকে বয়সও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এত বয়সে আবার বর সাজিয়া বিবাহ করা যায় না। লোকে কি বলিবে? বিধবা কন্যা কি ভাবিবে? সুতরাং পোষ্যপুত্র লওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। কিন্তু পোষ্যপুত্রের দলের উপর তারিণীবাবুর আন্তরিক বিরক্তি ছিল। তাহাদের স্বভাব চরিত্র প্রায় ভাল হয় না, ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলেরা রাজপদ পাইয়া প্রায়ই আপনাকে ঠিক রাখিতে পারে না। "কালো

বামুন কটা শূদ্র”—ইত্যাদি যে প্রবাদ আছে, তারিণীবাবু তাহার সত্যতার অনেকগুলা প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণের ইচ্ছাটা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এদিকে দায়ভাগের মতে উত্তরাধিকার-স্বত্বে স্বত্ববান সত্যচরণের নিকটেও কোন আশা নাই। কোন উপায় না দেখিয়া তারিণীবাবু বিষম চিন্তায় উৎপীড়িত হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এখন একমাত্র উপায় পুনরায় বিবাহ। কিন্তু ছিঃ, এই বাহান্ন বৎসর বয়সে একটা দশ-বারো বছরের মেয়ের পাণিগ্রহণ! কথাটা মনে উঠিলেই তারিণীবাবুর হাসি আসিত।

কিন্তু যেদিন তারিণীবাবু রথ দেখিতে গিয়া সেই তের চৌদ্দ বছরের মেয়েটীকে দেখিলেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার হাসির বেগটা যেন অনেক কমিয়া আসিল; তৎপরিবর্তে সেই অস্ফুটযৌবনা বালিকার গর্ব্বোজ্জ্বল মুখখানা তাঁহার মনের ভিতর উঁকি ঝুঁকি মারিয়া বড়ই উৎপাত বাধাইতে লাগিল। মেয়েটীকে দেখিয়া সুলক্ষণা বলিয়াও বোধ হয়। এমন সুন্দরী সুলক্ষণা, বিশেষতঃ আত্মগরিমাসম্পন্না মেয়ে জমিদারের ঘরেই শোভা পায়। কিন্তু ছিঃ, এই বয়সে!

তারিণীবাবু বিষম ভাবনায় পড়িলেন। ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে সেই মেয়েটার দিকে তাঁহার চিত্তটা বড় বেশী ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল। তারিণীবাবু অস্থির হইয়া পড়িলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সহসা তাঁহার মনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন, "এই সুরূপা সুলক্ষণা মেয়েটীকে ঘরে আনিতেই হইবে, কিন্তু আপনার বধূরূপে নয়, পুত্রবধূ রূপে।"

চিত্তে অসম্ভব দৃঢ়তা আনিয়া তারিণীবাবু চিন্তামণি ঘটককে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"তরু! ওগো শ্রীমতী তরঙ্গিণী!"

"কেন গা শ্রীযুক্ত দাদামহাশয়?"

"একটু তামাক দিতে পার?"

ঘাড় নাড়িয়া তরঙ্গিণী বলিল, "খুব পারি দাদামশায়, এক ছিলিম কেন, দশ ছিলিম দিতে পারি।"

দন্তহীন মুখে হাসির লহর তুলিয়া দাদা মহাশয় বলিলেন, "লঙ্কার বিচি পর্য্যন্ত দিয়ে সাজতে পার।"

একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "সে একদিন তামাসা ক'রে দিয়েছিলাম, তা ব'লে রোজই কি তামাসা করবো?"

দাদা মহাশয় বলিলেন, "তা আমাকে রোজ কেন, দিনে সাত বার তামাসা ক'রে দিতে পার, কিন্তু দিদি, এরপর যাকে সেজে দিতে হবে, তার সঙ্গে যেন তামাসা ক'রো না।"

তরঙ্গিণী হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটা খুলিয়া লইয়া ছুটিয়া পলাইল।

বাড়ীখানা বড়, কিন্তু ভাঙ্গা। বাড়ীর অধিকাংশ ঘরই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, কেবল দুই তিনখানা ঘর বাসের কতকটা উপযোগী ছিল। তাহাদেরও বালিচূণ খসিয়াছিল, দেওয়ালে ফাট ধরিয়াছিল,

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছাদের আলিসায় বটগাছ জন্মিয়াছিল। সে গাছ তুলিয়া ফেলিয়া কেহ বাড়ী মেরামত করায় নাই। যাহারা এই ভাঙ্গা বাড়ীতে বাস করিতেছিল, তাহারাও ইহার মেরামত করান আবশ্যক বোধ করে নাই। তাহাদের মধ্যে একজন এই বাড়ীখানারই মত ভগ্ন হৃদয় আর জীর্ণ দেহ লইয়া পরপারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল। আর একজন—সে তো দুইদিন পরে পরের ঘরে চলিয়া যাইবে। তখন এই বাড়ীখানা অরণ্যে পরিণত হইলেও, এখানে শৃগাল কুকুর বাস করিলেও তাহাতে কাহারও কিছুই ক্ষতি হইবে না।

আগে এই বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব, ক্রিয়াকাণ্ড, বারমাসে তের পার্ব্বণ হইত। ঐ যে ভাঙ্গা দালানটা—যাহার শুধু একদিকের দেওয়ালটা দাঁড়াইয়া আছে, ঐ দালানে দুইশত ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে বসিয়া খাইত। ঐ যে পাঁচিলের পাশে ইটের ঢিবি, ঐখানে পূজার সময় ভিয়ান বসিত। ঐ যে বড় সদর দরজা—যাহার কপাট নাই, শুধু মোটা মোটা শালের বাজু দুইটা দুই পাশে দাঁড়াইয়া আছে, ঐ দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পূর্ণ মনোরথ ভিখারীরা বৎসরে দুই তিনবার মুক্তকণ্ঠে দাতার জয় কামনা করিত। যাহার জয় কামনা করিত, সেই ভুবন গাঙ্গুলী এখনও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু এখন একটা ভিখারী সেই ভাঙ্গা দরজার পাশে 'রাধেকৃষ্ণ' বলিয়া দাঁড়াইলে সে ঘরের ভিতর গিয়া লুকাইয়া থাকে।

উত্তরাধিকারী

ভুবন গাঙ্গুলী আছে, কিন্তু তাহার আর সে অর্থ সামর্থ্য কিছুই নাই, অর্থসঞ্চয়ের শক্তি নাই, উৎসাহ অধ্যবসায়ও নাই। যেমন ঝড়ে ডালগুলা ভাঙ্গিয়া পড়িলে গাছের গুঁড়িটা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, শুকাইয়া গেলেও যতদিন কাঠুরিয়া আসিয়া কুঠারের আঘাতে তাহাকে ধরাশায়ী না করে, ততদিন পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হয়, ভুবন গাঙ্গুলীও তেমনই কালের ঝড়ে স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র সব হারাইয়া, অর্থ, শক্তি-সামর্থ্য সকল হইতে বঞ্চিত হইয়া শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডেরই মত দাঁড়াইয়াছিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কালের প্রচণ্ড কুঠারাঘাতের প্রতীক্ষা করিতেছিল। শুধু একটা ছোট ফেঁকাড়ি ডাল সেই শুকনা গুঁড়ির গাত্রে উদ্গত হইয়া, শ্যামদলরাজির শোভা বিকীর্ণ করিয়া, বসন্তের বাতাসে মৃদু হেলিত দুলিত। তাহাতে বৃদ্ধের অনন্ত পথপ্রান্তে নিবদ্ধ দৃষ্টিটা এক একবার সংসারের দিকে না ফিরিয়া থাকিতে পারিত না। সে ক্ষুদ্র সরস শাখাটী - পৌত্রী তরঙ্গিণী।

তরঙ্গিণী মেয়েটী দেখিতে শুনিতে বেশ, কিন্তু পাড়ায় সে অসম্ভব রকমের দুরন্ত মেয়ে বলিয়া প্রসিদ্ধ। তরঙ্গিণীর প্রকৃতিটা স্বভাবতই একটু চঞ্চল ছিল, ইহার উপর পিতামহের অজস্র স্নেহ ও আদরের আতিশয্যে তাহার চঞ্চল প্রকৃতিটা অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দৌরাত্ম্যে পাড়ার লোকেরা অনেক সময় অস্থির হইয়া পড়িত। মেয়ে ছেলেদের তো কথাই নাই, বয়সে বড়

বেটাছেলেরাও তাহার নিকট প্রহৃত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী যাইত। সে যখন পুরুষের মত মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিয়া, জামগাছের সর্ব্বোচ্চ ডালে উঠিয়া জাম পাড়িত, তখন অনেক সাহসী বেটাছেলেও তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইতে পারিত না। স্নান করিতে গিয়া সে যখন সন্তরণ-কৌশলে বড় বড় পুকুরের এপার হইতে ওপারে চলিয়া যাইত, তখন ঘাটের মেয়েরা গালে হাত দিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত।

কেবল ইহাই তাহার দুষ্টামীর চূড়ান্ত নহে, সে ঘাটে স্নানপূজায় নিরত মেয়েদের মাটীর কলসী ভাঙ্গিয়া দিত, পিতলের কলসী গভীর জলে ভাসাইয়া দিয়া তামাসা দেখিত। কাহারও গাছে ফল দেখিলে সে লোভ সম্বরণ করিতে পারিত না, সুযোগমতে তাহা পাড়িয়া খাইত। এজন্য কেহ তিরস্কার বা গালাগালি দিলে তাহার গাছের গোড়া কাটিয়া দিয়া আসিত। তাহার ভয়ে প্রতিবাসীরা শশব্যস্ত হইয়া থাকিত। কেহ তাহাকে গালাগালি দিত, কেহ বা ভুবন গাঙ্গুলীর মুখ চাহিয়া মা-বাপ-মরা মেয়েটাকে বেশী কিছু বলিত না। কেহ কিছু বলুক বা না বলুক, তরঙ্গিণী কিন্তু কাহাকেও ভয় করিত না। সে 'দস্যি মেয়ে' আখ্যা লইয়া অবাধে পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত।

অপর কাহাকেও ভয় না করিলেও তরঙ্গিণী শুধু একজনকে ভয় করিয়া চলিত। ভয় ততটা না করুক, তাহার কথা না মানিয়া চলিতে পারিত না। সে সত্যচরণ।

উত্তরাধিকারী

একদিন একটা মেয়ে তাহাদের নিজের গাছে পেয়ারা পাড়িয়া তাহা খাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় তরঙ্গিণী তথায় উপস্থিত হইল। এমন সুপক্ক পেয়ারাটী এই ছোট মেয়েটা যে উদরস্থ করিবে, ইহা তরঙ্গিণী সঙ্গত বিবেচনা করিল না; সে তাহা আপনার ভোগে লাগাইবার জন্য কাড়িয়া লইতে গেল। মেয়েটী ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি পেয়ারায় একটা কামড় দিয়া তাহার আধখানা মুখে পূরিল। তরঙ্গিণীর আর সহ্য হইল না; নিকটেই একটা শুক্না পেয়ারা ডাল পড়িয়াছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া সজোরে মেয়েটার পিঠে বসাইয়া দিল। মেয়েটা ভাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তরঙ্গিণী বাঁ হাতে তাহার ঘাড়টা চাপিয়া ধরিল, এবং ডানহাতের আঙ্গুল দিয়া তাহার ব্যাদিত মুখগহ্বর হইতে পেয়ারাটা বাহির করিয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিল। তারপর আবার শুক্না ডালটা তুলিয়া লইয়া মেয়েটার এই দুর্ব্ব্যবহারের সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহার আর শাস্তি দেওয়া হইল না। ঠিক সেই সময় সত্যচরণ এই পথে স্কুল হইতে ফিরিতেছিল। সে ছুটিয়া আসিয়া তরঙ্গিণীর উদ্যত হাতখানা চাপিয়া ধরিল এবং বিরক্তি ও তাচ্ছিল্যের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "কেন উহাকে মাচ্ছ?"

অসম্ভাবিতরূপে বাধা পাইয়া তরঙ্গিণী রোষ-কষায়িত দৃষ্টিতে সত্যচরণের দিকে ফিরিয়া চাহিল। মৃদু হাসিয়া সত্যচরণ বলিল "ছিঃ, এই ছোট মেয়েটাকে মারতে আছে?"

গর্জ্জন করিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "হাঁ, আছে।"

সত্যচরণ বলিল, "বেশ, আমি যদি এখন তোমাকে মারি ?"

তরঙ্গিণী হাতটা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারিল যে, পাড়ার অযোগ্য ছেলেদের চেয়ে এ ছেলেটার হাতের জোর অনেক বেশী। সত্যচরণ তখন নিজেই তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "ঘরে যাও।"

তরঙ্গিণী কিন্তু গেল না, মুখ নীচু করিয়া রাগে ফুলিতে লাগিল। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাদের মেয়ে ?"

তরঙ্গিণী কোন উত্তর দিল না। প্রহৃতা মেয়েটী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ও ওই বামুনদের মেয়ে। বড় দুষ্টু গো বড় দুষ্টু। আমাকে পেয়ারাটা খেতে দিলে না, ফেলে দিলে।"

পেয়ারার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিতে করিতে এবং তরঙ্গিণীকে দুই একটা গালি দিতে দিতে মেয়েটী দ্রুতপদে চলিয়া গেল। সত্যচরণ তরঙ্গিণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ছিঃ, এমন দুষ্টামী করে ? ঘরে যাও।"

তরঙ্গিণী তাহার মুখের উপর একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করিয়া ধীর মন্থর পদে চলিয়া গেল।

ক্রুদ্ধ হইলেও তরঙ্গিণী কিন্তু এই বালকটীকে আপনার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিয়া লইল। ইহার পর আরও কয়েকবার সত্যচরণের সহিত তরঙ্গিণীর পথেই দেখা হইল। দেখা সাক্ষাতে আলাপ

হইল। ক্রমে উভয়ের মধ্যে একটু সখ্যভাব জন্মিল। অল্পদিনের মধ্যেই সত্যচরণ তাহার একজন সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল।

তারপর সত্যচরণ যখন স্কুল ছাড়িয়া গাঙ্গুলীদের বাড়ীর কাছেই বাচস্পতির টোলে পড়িতে আরম্ভ করিল, তখন সে প্রায় প্রত্যহই একবার করিয়া তরঙ্গিণীর সহিত দেখা করিত, এবং শুদ্ধ মধ্যাহ্নে উভয়ে মিলিয়া ঘোষেদের বাগানে আম, জাম, লিচু, পেয়ারা পাড়িয়া খাইত। তবে তরঙ্গিণী এখন আর গাছে উঠিত না; উঠিবার ইচ্ছা থাকিলেও সত্যচরণের ভয়ে উঠিতে পারিত না। সত্যচরণ গাছে উঠিয়া ফল সংগ্রহ করিত, তারপর দুইজনে ভাগ করিয়া খাইত।

এদিকে তরঙ্গিণী অনেকদিন আগেই কন্যাকাল অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু বিবাহ হইল না। গাঙ্গুলী মহাশয়ের তেমন চেষ্টাও দেখা গেল না। লোকে কিছু বলিলে বলিতেন, "সময় হ'লেই হবে; বিধাতার নির্ব্বন্ধ!"

আসল কথা, তরঙ্গিণীর জন্মের পর বৃদ্ধ নরহরি আচার্য্য কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া বলিয়াছিল, "মেয়েটীর জন্মকালীন রাশিতে রবি ও চন্দ্র অবস্থিত, এবং বৃহস্পতি দশমস্থ; সুতরাং মেয়েটী রাজরাণী হইবে।" রাজরাণী হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও অন্ততঃ জমিদার-গৃহিণী হওয়াও সম্ভব। গাঙ্গুলীমহাশয় এই সম্ভাব্য ফলের আশায় অনেকটা নির্ভর করিয়াছিলেন। সুতরাং যে দুই চারিটা সম্বন্ধ

আসিতেছিল, তাহাতে ততটা মনোযোগ দিলেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নরহরি আচার্য্যের প্রস্তুত কোষ্ঠীর ফল মিথ্যা হইবার নহে, থাক্ না দিন কতক!

এইরূপে দিনকতক যাইতে যাইতে তরঙ্গিণী যখন চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম করিল, তখন গাঙ্গুলীমহাশয় যেন একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, "হায়, কলি বলিয়া জ্যোতিষের ফলও কি ফলিবে না!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তরঙ্গিণী তামাক সাজিয়া আনিয়া দাদামশায়ের হাতে হুঁকা দিলে দাদামহাশয় নীরবে গম্ভীরভাবে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। তরঙ্গিণী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাদামশায়, আজ লঙ্কাবিচি দিই নাই ব'লে তামাকের সঙ্গে যে ভাবটা জমিয়ে তুললে।"

মৃদু হাসিয়া গাঙ্গুলিমহাশয় বলিলেন, "ভাব জমে নাই দিদি, শুধুই ভাবছি।"

তরঙ্গিণী দাদামহাশয়ের পাশে বসিয়া পড়িল, এবং তাঁহার উরু-দেশের উপর হাত দুইটী রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবচো দাদামশায়?"

গা। ভাবছি, এত আদরের তামাকটাকে ছাড়ব কেমন করে?

তর। ছাড়বে কেন? কি দুঃখে?

গা। দুঃখ অনেক; সেজে দেবে কে?

তর। এখন কে দিচ্চে?

গা। এখন দিচ্চে শ্রীমতী তরঙ্গিণী ওরফে তরুদিদি। কিন্তু তখন?

তর। কখন্ ?

গা। যখন শ্রীমতী তরুদিদি এই বুড়োকে ফেলে আর এক যুবোর ঘর আলো করতে যাবে।

ঈষৎ হাসিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "বালাই! তোমাকে ফেলে যাব কেন দাদামশায় ?"

মুখ হইতে হুঁকা সরাইয়া গাঙ্গুলীমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ফেলে যাবি না তো কি তু'জনেরই ঘর করবি ?"

তর। তুমি যদি বল, তবে তাই করবো।

গা। আমি তো তাই বলি। কিন্তু সে রাজি হবে কেন ?

তর। আবার কে ?

গা। আর একজন যে আমার সতীন—না, সতীন নয়, সতা হবে ?

তর। তুমি সতা জোটাচ্চ কেন ?

গা। না জোটালে চলে কই ? তুই কি চিরকাল এই বুড়োর ঘরই করবি ?

তর। এত দিন তো তাই করে আসছি।

গা। অগত্যা।

তরঙ্গিণী হাসিয়া বলিল, "আর এখন কি গত্যা ?"

গা। ঠিক তাই। রুক্মিণীকে রথে তুলবার জন্য কৃষ্ণ এসে যে উঁকিঝুঁকি মারছে ; এখন কি আর বুড়ো শিশুপালকে মনে ধরবে ?

তর। খুব ধরবে। আমার কেষ্টঠাকুরে দরকার নাই, বুড়ো শিশুপালই ভাল।

গাঙ্গুলীমহাশয় একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষাদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এ প্রার্থনায় আর কাজ নাই দিদি, এখন আশীর্ব্বাদ করি, কৃষ্ণের মত স্বামী লাভ ক'রে রুক্মিণীর মতই সৌভাগ্যবতী হও।"

তরঙ্গিণী বলিল, "কিন্তু তোমার কি হবে দাদামশায় ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া গাঙ্গুলিমহাশয় বলিলেন, "আমার আর কি দিদি, হিসাব নিকাশ চুকে গেছে, চিত্রগুপ্ত খাতা খুলে ব'সে আছে, একদিন ডাক আসে আর কি। সে দিন দু'জনে এসে মুখে এক গণ্ডূষ জল দিয়ে যাস্, সেই আমার যথেষ্ট সুখ।"

গাঙ্গুলীমহাশয়ের গলাটা ভারী হইয়া আসিল। তরঙ্গিণী ছল ছল চোখে দাদামশায়ের বিষাদগম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

গাঙ্গুলীমহাশয়ের বিষণ্ণতার একটু কারণ ছিল। সংসারে তরঙ্গিণী ছাড়া তাঁহার আর অবলম্বন ছিল না। একমাত্র তরঙ্গিণীকেই কেন্দ্র করিয়া তাঁহার জীর্ণ হৃদয়ের সকল স্নেহ, সকল ভালবাসা মরুপ্রায় সংসারভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু এই স্নেহমমতার কেন্দ্রটুকু যে একদিন তাঁহার আকুল প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইবে, নিশ্চিত হইলেও এ চিন্তাটাকে তিনি

মনোমধ্যে স্থান দিতে পারিতেন না। কথাটা মনে আসিলেই তাঁহার হৃদয়টা যেন আরও ভাঙ্গিয়া পড়িত।

কিন্তু হৃদয়টা শতখণ্ডে চূর্ণ হইলেও তরঙ্গিণীকে পর করিতেই হইবে, এবং শীঘ্রই যে তাহা করা আবশ্যক ইহা যেদিন বুঝিতে পারিলেন, সেই দিন হইতে বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তবে এই নূতন বিচ্ছেদটা নিশ্চিত হইলেও আশু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া সুস্থচিত্তে দিন কাটাইতে থাকিলেন।

তারপর যেদিন তারিণীবাবুর প্রেরিত ঘটক আসিয়া বাবুর ভ্রাতুস্পুত্র সত্যচরণের সহিত তরঙ্গিণীর বিবাহের প্রস্তাব করিল, সে দিন বৃদ্ধ যেমন একদিকে আনন্দের আতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন, অন্যদিকে তেমনই আশু বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তবে তরঙ্গিণীর কোষ্ঠীর ফল মিলিল, সে সুখী হইবে এই আশ্বাসেই তিনি গভীর বেদনার মধ্যেও যথেষ্ট সুখের আস্বাদ অনুভব করিলেন।

এই প্রার্থনীয় বিবাহে গাঙ্গুলীমহাশয় প্রফুল্লচিত্তে সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তারিণীবাবুর মেয়ে দেখাই ছিল। সুতরাং ঘটক মারফতে কথা ঠিক হইয়া গেল। আষাঢ় মাস অকাল, শ্রাবণের প্রথমেই বিবাহ হইবে।

এ বিবাহের কথা সত্যচরণ শুনিল, তরঙ্গিণীও শুনিল। তরঙ্গিণীর মনে কি হইল বলা যায় না, তবে সত্যচরণ বেশ প্রফুল্ল হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে তারিণীবাবু যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন অপর্ণা ধীরে ধীরে গিয়া তাঁহার পাশে বসিল এবং পাখাটা তুলিয়া লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল। তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর খাওয়া হ'য়েছে, অপি?"

অপর্ণা বলিল, "আজ যে একাদশী, বাবা।"

তারিণীবাবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অপর্ণা নীরবে বসিয়া পিতাকে বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "সতুর বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেল বাবা?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "হাঁ, শ্রাবণের সাতুই বিয়ে।"

অপর্ণা পাখাটা খাটের গায়ে ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, "কিন্তু বাবা—"

গম্ভীরভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "কিন্তু কি অপি?"

অপর্ণা মুখ নীচু করিয়া বলিল, "কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন বাবা?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "বিয়ের বয়স হয়েছে, ভাল মেয়ে পাওয়া গেছে, বিয়ে হবে, এর আর তাড়াতাড়ি কি?"

অপর্ণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন অপি, এতে কি কারো অমত আছে? ছোট বৌমা—"

অপর্ণা তাড়াতাড়ি বলিল, "না বাবা, খুড়িমা এমন কিছু বলেন নি।"

তা। তবে?

অপ। তবে সত্য বলছিল—

তারিণীবাবু বালিশ হইতে মাথাটা তুলিয়া একটু চড়াগলায় বলিলেন, "সত্য? সত্য কি বলছিল?"

অপর্ণা মৃদুস্বরে বলিল, "এমন কিছু বলে নি, তবে এখন পড়াশোনা কচ্চে—"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "ভারী তো পড়া! ঐ গজং গজৌ গজা প'ড়ে, অনুস্বার বিসর্গের শ্রাদ্ধ ক'রে হবে কি? একটা কাজকর্ম্ম করতে পারবে, না দু'পয়সা আনতে পারবে? একালে ও গজা খাজায়, টিকী নামাবলীতে কিছুই হবে না অপি, কিছুই হবে না।"

বিরক্তির সহিত অপর্ণা বলিল, "কিছুই যদি হবে না তো প'ড়ে ফল কি?"

তারি। ফল আর কি, খেয়াল হ'য়েছে পড়ছে। যদি ভাল শিখতে পারে, ধর্ম্মশাস্ত্রে একটু জ্ঞান জন্মাবে।

অপর্ণা রাগিয়া বলিল, "ছাই জন্মাবে। আমি ও পড়া ছাড়িয়ে দেব।"

সহাস্যে তারিণীবাবু বলিলেন, "ছাড়িয়ে দিয়েই হবে কি? ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, মদ ভাঙ্গ গাঁজা ধরবে। তার চেয়ে পড়ছে পড়ুক।"

পড়ার সপক্ষে ও বিপক্ষে উভয়দিকেই পিতার পোষকতা দেখিয়া অপর্ণা কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিল। তারিণীবাবু বলিলেন, "তা পড়ার সঙ্গে বিয়ের এমন কোন অহি-নকুল সম্বন্ধ নাই যে, বিয়ে করলেই পড়া ছাড়তে হবে!"

অপর্ণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারিণীবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখ, অপি, আমি পোষ্যপুত্র নেব না, বিয়ের বয়সও আর নাই। এখন ভরসার মধ্যে ঐ ছোঁড়াটা। তা ও যে বিষয় আশয় রেখে চলতে পারবে এমন তো বোধ হয় না। না পারে—যাক্, সে তারার যা ইচ্ছা তাই হবে। এখন দেখে শুনে যদি ওর বিয়েটাও না দিয়ে যাই—"

অপর্ণা বলিল, "তা বাবা, তুমি যদি ভাল বোঝ—"

রুক্ষকণ্ঠে তারিণীবাবু বলিলেন, "আমি ভাল বুঝলে হবে কি? জোর ক'রে বিয়ে দেব? তারপর একটা কিছু হ'লে উনি ঘরের কোণে ব'সে চোখের জল ঢালুন, আর সে পাড়ায় পাড়ায় আমার নিন্দা ক'রে বেড়াক। তা হবে না অপি, তুই ভাল ক'রে ওদের মা-বেটার মত জিজ্ঞাসা করবি।"

অপর্ণা বলিল, "আচ্ছা।"

উত্তেজিত কণ্ঠে তারিণীবাবু বলিলেন, "শুধু আচ্ছা নয়, বেশ খোলাখুলি মত দিবি। যদি নেহাৎ অমত করে, তা হ'লে —তা হ'লে হয় বিষয়ের একটা পয়সা পাবে না, নয় আমি জোর ক'রে বিয়ে দেব। কেন, আমি কি কেউ নই? আমার কি সাধ আহ্লাদ কিছুই নাই? সে চলে গেছে ব'লে—"

তারিণী বাবুর গলার স্বরটা ভারী হইয়া আসিল; তিনি গাঢ় অথচ উচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "সে চলে গেছে ব'লে আমারও সাধ আহ্লাদ সব ফুরিয়ে গেছে নাকি? দু' বছর পরে যদি আমি মরেই যাই, তখন আমার মনের সাধ কে মেটাবে? ওঁরা মায়ে বেটায় আমাকে স্বর্গে দেবেন আর কি! ঝাঁটা মারি অমন স্বর্গের মুখে।"

তারিণী বাবু ব্যস্তভাবে উঠিয়া, খড়মটা পায়ে দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। অপর্ণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রিতে তারিণী বাবু বাড়ীর ভিতর আসিয়া অপর্ণাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলি অপি?"

অপর্ণা মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "হাঁ।"

তারি। কি মত হ'লো?

অপর্ণা নীরব। তারিণীবাবু ক্রোধগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "বুঝেছি, সত্য বিয়ে করবে না।"

অপর্ণা ধীরে ধীরে বলিল, "সত্য ছেলেমানুষ বাবা।"

বিকৃত কণ্ঠে তারিণী বাবু বলিলেন, "হাঁ, সত্য ছেলে মানুষ, তুই ছেলে মানুষ। শুধু আমিই বুড়ো।"

তারিণী বাবু দ্রুতপদে আপনার ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"সুশীল বালক পিতা মাতাকে অতিশয় ভালবাসে। তাঁহারা যে উপদেশ দেন, সে তাহা মনে করিয়া রাখে, কখনও ভুলিয়া যায় না।"

বাচস্পতি মহাশয়ের টোল ঘরের এক পাশে বসিয়া একটা বছর দশেকের মেয়ে হেলিয়া দুলিয়া, মাথার কোঁকড়ান খাটো খাটো চুলগুলি দোলাইয়া বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের সুশীল বালকের সুশীলতার উপাখ্যান পড়িতেছিল, আর মাঝে মাঝে অদূরে দুর্বোধ সংস্কৃত পাঠে নিরত সত্যচরণের দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চাহিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। সত্যচরণ তখন ভট্টি কাব্যের দুরূহ শ্লোকের ধাতুরূপ সাধনে ব্যস্ত, সুতরাং বালিকার এই মনোযোগশূন্য পড়ার দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। যখন লক্ষ্য হইল, তখন বালিকার দিকে চাহিয়া রুক্ষকণ্ঠে ডাকিল, "গৌরি!"

গৌরী বহির্নিক্ষিপ্ত দৃষ্টিটাকে তাড়াতাড়ি পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া দ্রুত উচ্চারণে পড়িতে লাগিল, "সে তা—তা উপদেশ দেন, ভুলিয়া—ভুলিয়া যায় না।"

ক্রুদ্ধস্বরে সত্যচরণ বলিল, "তোমার মাথা খায় না। বই নিয়ে আয়।"

গৌরী বইখানি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে সত্যচরণের কাছে আসিল। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "পড়া হয়েছে ?"

গৌরী মাথা নাড়িয়া সায় দিল। সত্যচরণ বলিল, "পড়্।"

গৌরী অক্ষরগুলার উপর আঙ্গুল দিয়া পড়িতে লাগিল, "সুশীল বালক—বালক মাতা পিতাকে—"

ধমক দিয়া সত্যচরণ বলিল, "কি ?"

গৌরী একটু থতমত খাইয়া পড়িতে লাগিল, "পয়ে হ্রস্ব ই পি, তয়ে আকার তা, পিতা—পিতা মাতাকে—অ তয়ে হ্রস্ব ই তি, অতিশয়—পিতা মাতাকে, অতিশয়—অতিশয় ভালবাসে সে।"

দাঁত খিঁচাইয়া সত্যচরণ বলিল, "তোমার মাথা মুণ্ডু করে। এই বুঝি তোমার পড়া হয়েছে ?"

তারপর বইখানা টানিয়া লইয়া বলিল, "আচ্ছা, বানান কর্ —সুশীল।"

সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভীতিজড়িত কণ্ঠে গৌরী বলিল, "সুশীল—সুশীল—দন্ত্য স, লয়ে—লয়ে দীর্ঘ ই—সুশীল—"

সত্যচরণ ঠাস্ করিয়া তাহার গালে চড় বসাইয়া দিল; তর্জন করিয়া বলিল, "দন্ত্য স—দন্ত্য স। সুশীল—সু—শী—ল।"

ক্রন্দনজড়িত স্বরে গৌরী বলিল, "সুশীল—সু—সয়ে হ্রস্ব উ সু—"

তাহার মাথার চুলে টান দিতে দিতে সত্যচরণ বলিল, "সয়ে হ্রস্ব ই, কোন্ স?"

গৌরী দুই হাতে চোখ ঢাকিল। তখন সত্যচরণ তাহাকে আরও দুই চারিটা ধমক দিয়া পড়া বলিয়া দিল, এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "এই ব'লে দিয়ে গেলাম। ও বেলা যদি পড়া না হয়, তা হ'লে তোমার মুণ্ডু ভেঙ্গে দেব। বুঝলে গো গৌরীমণি?"

সত্যচরণ চলিয়া গেল। গৌরী চোখ মুছিতে মুছিতে পড়িতে লাগিল, "সুশীল বালক—সুশীল বালক পিতা মাতাকে অতিশয়—"

মুখুজ্জেদের সুরেন এক পাশে বসিয়া অনডুহ শব্দের সাত বিভক্তির রূপ ঠিক করিতেছিল। সত্যচরণ চলিয়া গেলে সে গৌরীর দিকে চাহিয়া বলিল, "সতেটা নেহাৎ গোঁয়ার। শুধু শুধু মেরে গেল। তুই আমার কাছে আয় গৌরি, পড়া বলে দিচ্ছি।"

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল। সুরেন বলিল, "ওর কাছে মার খাবি, সে ভাল?"

জোরে মাথা নাড়িয়া গৌরী উত্তর দিল, "হুঁা।"

"তবে মর" বলিয়া সুরেন পুনরায় শব্দরূপে মনোনিবেশ করিল। গৌরী বানান করিয়া পড়িতে লাগিল।

সত্যচরণ দুইটা পেয়ারা হাতে ফিরিয়া আসিল, এবং পেয়ারা দুইটা গৌরীর কোলের কাছে ছুড়িয়া দিয়া বলিল, "এই নে।"

গৌরী ব্যগ্রহস্তে পেয়ারা দুইটা তুলিয়া লইল, এবং লোলুপ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "বেশ পাকা; কোথায় পেলে সতুদা!"

সত্যচরণ বলিল, "যেখানেই পাই না, তুই পেয়েছিস্ খা। পরাণ জানা পাড়ছিল, চারটে আমাকে দিলে। দু'টো দুখে বাগ্দীর ছেলেকে দিয়ে এলাম, দু'টো তোর জন্যে এনেছি।"

দুই হাতে দুইটী পেয়ারা লইয়া গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল। সত্যচরণ বলিল, "উঠলি যে?"

গৌরী একটু বিনয়ের সহিত বলিল, "ও বেলা পড়া ক'রে দেব সতুদা, তোমার পায়ে পড়ি।"

কথাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গৌরী ডান হাতের পেয়ারায় একটা কামড় দিল। সত্যচরণ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "বটে!"

গৌরী তাহার মুখের উপর হাস্যপ্রফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পেয়ারায় কামড় দিতে দিতে ছুটিয়া পলাইল। বাতাসে তাহার কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে ঢেউ খেলিতে লাগিল।

সুরেন জিজ্ঞাসা করিল, "আবার ফিরে এলে যে হে সত্যচরণ?"

সত্য বলিল, "গৌরীকে পেয়ারা দু'টো দিতে এলাম। ও পেয়ারা বড্ড ভালবাসে।"

"হুঁ" বলিয়া সুরেন মৃদু হাসিল। সত্যচরণ চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন সকালে তারিণীবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া গম্ভীরভাবে আলবোলায় টান দিতেছিলেন। পারিষদ দুই চারিজন জুটিয়াছিল, কিন্তু আজ বাবুর অসাধারণ গাম্ভীর্য্য দেখিয়া তাহারা সকাল সকাল সরিয়া পড়িয়াছিল। তারিণীবাবু একা বসিয়াছিলেন।

নায়েব স্বরূপগঞ্জের প্রজা হলধর ঘোষকে লইয়া বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং বাবুকে অভিবাদন করিয়া সবিনয়ে জানাইল যে, হলধর ঘোষ একজন সাতোয়ান প্রজা, কিন্তু উপর্য্যুপরি দুই বৎসর অজন্মানিবন্ধন সে ভয়ানক দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। তাহার কাছে একশত তিন টাকা সাত আনা আড়াই পাই খাজানা বাকী পড়িয়াছে। তাহার এই বাকী শোধ করিবার কোনই উপায় নাই। এখন হুজুর যদি দয়া করিয়া তাহাকে অব্যাহতি দেন, তাহা হইলেই গরীব রক্ষা পায়।"

তারিণীবাবু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে হলধরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যে টাকাটা নায়েবকে দিয়েছ, সেটা সরকারে জমা দিলে কতক ওয়াশীল যেত।"

হলধর হাতযোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দোহাই হুজুর, খেতে পাই না, কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে উপোস দিয়ে দিন কাটাচ্চি।"

তারিণীবাবু নায়েবের দিকে চাহিয়া গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ দিলেন, "টাকা দিতে না পারে, ঘর দোর, ঘটী বাটী, গরুবাছুর বেচে টাকা আদায় কর।"

নায়েব ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হলধরকে লইয়া পলাইয়া গেল। তারিণীবাবু চাকরকে কলিকা পাল্টাইয়া দিতে বলিলেন।

একটু পরে দেওয়ান রাজীবদত্ত লোচনপুরের বৃদ্ধ গোমস্তা রামকুমার সরকারকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তারিণীবাবু তীব্রদৃষ্টিতে দেওয়ানের মুখের দিকে চাহিলেন। দেওয়ান অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিল, "ইনি লোচনপুরের গোমস্তা। আখিরী হিসাব দিতে এসেছেন, কিন্তু দেড়শত টাকা তহবিল মেলাতে পাচ্চেন না।"

তারিণীবাবু গোমস্তার মুখের উপর ভ্রূকুটীভীষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বৃদ্ধ গোমস্তা কৃতাঞ্জলিপুটে ভীতিকম্পিত স্বরে বলিল, "মিথ্যা বলব না হুজুর, আজ পনর বৎসর হুজুর সরকারে চাকরী করছি, কখনো এক পয়সার তঞ্চক হয় নি। এবারে গেল বোশেখে শুধু কন্যাদায়ে প'ড়ে—"

গর্জ্জন করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "টাকা এনেছ ?"

গোমস্তা সকাতরে বলিল, "মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেনদার হ'য়ে পড়েছি হুজুর—"

দেওয়ানের দিকে ফিরিয়া তারিণীবাবু বজ্রগম্ভীরনাদে আদেশ

দিলেন, "যতক্ষণ টাকা আদায় না হয়, বুড়াকে রোদে বসিয়ে রাখ।"

নূতন ধরণের আদেশ শুনিয়া দেওয়ান ভীত স্তম্ভিত হইল। গোমস্তা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দোহাই হুজুর—"

তারিণীবাবু দেওয়ানের দিকে চাহিয়া ভীষণ ভ্রূকুটী করিলেন। দেওয়ান ভয়ে ভয়ে বৃদ্ধের হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। তারিণীবাবু আলবোলার নলে জোরে জোরে দুইটা টান দিয়া নলটা ফেলিয়া দিলেন, এবং খড়মের খটাখট শব্দে বাড়ী কাঁপাইতে কাঁপাইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

পূজার ঘরে ঢুকিয়া তারিণীবাবু চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "অপি! অপি!"

অপর্ণা ছুটিয়া আসিল, এবং দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "কেন? এ সব হ'য়েছে কি?"

অপর্ণা দেখিল, পূজার উদ্যোগ যেমন প্রত্যহ হয় তেমনই হইয়াছে, তাহাতে কোন ত্রুটী নাই; কেবল পুষ্পপাত্র হইতে একটু জল গড়াইয়া আসনে আসিয়া ঠেকিয়াছে। তারিণীবাবু চড়া গলায় বলিলেন, "এ সব ক'রেছে কে।"

মৃদুস্বরে অপর্ণা বলিল, "খুড়ী মা।"

চীৎকার করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "তাতো করবেনই,

আমি ম'লেই সব আপদ্ চুকে যায় ; ওঁরা মায়ে পোয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বিষয় ভোগ করেন। তা আমি এখন মরছি না অপি, আর ম'লেও বিষয়ের রীতিমত ব্যবস্থা না ক'রে মরব না।"

তারিণীবাবু রাগে ফুলচন্দন ছড়াইয়া ফেলিলেন, আসনটা টানিয়া বাহিরে ছুঁড়িয়া দিলেন। তারপর একখানা কুশাসন পাতিয়া, শুধু গঙ্গাজল আর কয়েক পাত তুলসী লইয়া পূজায় বসিলেন। অপর্ণা দরজার পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পূজা করিতে করিতে তারিণীবাবু সিংহাসনাসীন ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "রাধাবল্লভ ! আর কেন প্রভু !"

সেই একটু সম্বোধনেই তাঁহার হৃদয়নিহিত দুঃখরাশি যেন পুঞ্জীকৃতভাবে বাহির হইয়া ঠাকুরের চরণে আছাড় খাইয়া পড়িল। তাঁহার দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অপর্ণা চোখ মুছিতে মুছিতে নীচে নামিয়া গেল।

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর কেন অমন কচ্ছিলেন, অপু?"

অপর্ণা বলিল, "ওঁর কথা ছেড়ে দাও খুড়ী মা, একটুতে আগুন, আবার একটুতে গঙ্গার জল। সত্যর উপর রাগটা বোধ হয় এখনো যায় নি।"

কল্যাণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সত্য— এমন কুসন্তানও পেটে ধ'রেছিলাম ?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অপর্ণা বলিল, "ও কি কথা খুড়ী মা!"

গদগদ কণ্ঠে কল্যাণী বলিলেন, "ঈশ্বর জানেন, সত্য আমার অবাধ্য সন্তান। কিন্তু ঠাকুর তো তা বুঝেন না!"

কল্যাণীর গলার স্বরটা জড়াইয়া আসিল। অপর্ণা বলিল, "ছিঃ খুড়ী মা, তুমিও পাগল হ'লে?"

মধ্যাহ্নে টোল হইতে ফিরিবার সময় সত্যচরণ দেখিল, কাছারী বাড়ীর উঠানে এক বৃদ্ধ প্রখর রৌদ্রে বসিয়া রহিয়াছে; বৈশাখের প্রচণ্ড সূর্য্য তাহার মাথার উপর অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। সে উত্তাপে বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার দেহনিঃসৃত ঘর্ম্মধারায় মৃত্তিকা সিক্ত হইতেছে। সত্যচরণ বিস্মিত ভাবে বৃদ্ধের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি?"

বৃদ্ধ গোমস্তার তখন কথা কহিবার শক্তি ছিল না, সে শুধু সকাতর দৃষ্টিতে সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল। কাছারীতে তখন আর কেহ ছিল না, শুধু একজন সরকার বৃদ্ধের প্রহরিরূপে বসিয়াছিল। সত্যচরণ তাহাকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন; সে কর্ত্তার হুকুম জানাইল। শুনিয়া সত্যচরণ ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর গোমস্তার হাত ধরিয়া বলিল, "এস।"

গোমস্তা কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সত্যচরণ তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কাছারীতে বসাইল। বৃদ্ধ হাঁপাইতে

লাগিল, সত্যচরণ একখানা পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। সরকার তড়াতাড়ি আসিয়া তাহার হাত হইতে পাখা লইতে গেলে সত্যচরণ তাহার দিকে এমনই তীব্র দৃষ্টিপাত করিল যে, সরকার ভয়ে পিছাইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে গোমস্তা একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া শুষ্ককণ্ঠে জল প্রার্থনা করিল। গম্ভীরকণ্ঠে সত্যচরণ বলিল, "এখানে নয়।"

তারপর সরকারের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এঁকে বাচস্পতি মশায়ের বাড়ীতে নিয়ে যাও।"

সরকার মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "কর্ত্তার হুকুম—"

সত্যচরণ ক্রুদ্ধ কটাক্ষে সরকারের মুখের দিকে চাহিল। সরকার মাথা নীচু করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "এখানেই খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করে দিলে হয় না ?"

সত্যচরণ বজ্রকঠোর স্বরে আদেশ দিল, "না এ বাড়ীতে নয়।"

সরকার আর প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না, সে গোমস্তাকে সঙ্গে লইয়া বাচস্পতি মহাশয়ের বাড়ীতে চলিল। সত্যচরণ বাড়ীতে না ঢুকিয়া দেওয়ানের বাসায় গেল।

নিকটেই দেওয়ানের বাসা। সত্যচরণের ডাক শুনিয়া দেওয়ান বাহিরে আসিলেন। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোচনপুরের গোমস্তা কত টাকা ভেঙ্গেছে ?"

দেওয়ান উত্তর করিল, "দেড়শো।"

সত্য। এই সামান্য টাকার জন্য বুড়া মানুষের এত শাস্তি? আর কখনো এমন কাজ ক'রেছে?

দেও। না। লোকটা পুরাতন, বিশ্বাসী। শুধু কন্যাদায়ে প'ড়েই টাকাটা ভেঙ্গেছে।

সত্য। কর্ত্তা তো কত লোকের কন্যাদায়ে পাঁচ সাতশো টাকা দান করেন!

দেও। তা জানি ব'লেই বুড়াকে কর্ত্তার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, কন্যাদায় শুনলেই ছেড়ে দেবেন। কিন্তু আজ যে ওঁর মেজাজটা কেন এমন হ'লো, তা তো বুঝতে পারলাম না, বাবাজি।"

সত্যচরণের মুখখানা গম্ভীর হইয়া আসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, বুঝেছি খুড়োমশায়, আমার অপরাধের শাস্তিটা এই বুড়া বেচারীর উপর দিয়ে হ'য়ে গেল।"

দেওয়ান সবিস্ময়ে সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিল।

সত্যচরণ বলিল, "আমি তাকে তুলে সরকারকে সঙ্গে দিয়ে বাচস্পতি মশায়ের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি।"

দেওয়ান ঈষৎ শঙ্কিত স্বরে বলিলেন, "তোমার উপযুক্ত কাজ ক'রেছ। কিন্তু কর্ত্তার হুকুমটা নিলেই ভাল হ'তো।"

রুষ্টস্বরে সত্যচরণ বলিল, "আপনারা কর্ত্তার হুকুম না পেলে

মরণাপন্ন লোকের মুখে এক গণ্ডূষ জল দিতেও পারবেন না, কিন্তু আমি তা পারি, আমি চাকর নই।"

দেওয়ানের ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল; তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "কিন্তু এতে ঐ বেচারীর উপর আরও বেশী উৎপীড়ন হবে কি না তাই ভাবছি।"

সত্যচরণ বলিল, "তার সম্ভাবনা যদি দেখেন, তা হ'লে আমার নামে দেড়শো টাকা খরচ লিখে বুড়োকে মুক্ত ক'রে দেবেন।"

সত্যচরণ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। দেওয়ান আপন মনে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "সাধে কি কর্ত্তা বলেন, এ ছোকরার দ্বারা বিষয় রক্ষা হবে না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে তারিণীবাবু অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় শয্যার উপর বসিয়াছিলেন। সম্মুখের দেয়ালে একখানা তৈলচিত্র ঝুলিতেছিল। চিত্রখানা পরলোকগতা গৃহিণীর; তাঁহার পরলোক গমনের অল্পদিন পূর্ব্বে অঙ্কিত হইয়াছিল। ছবির নীচে গৃহিণী স্বহস্তে মোটা মোটা অক্ষরে লিখিয়াছিলেন, "দাসী" তারিণীবাবু স্থির দৃষ্টিতে চিত্রখানার দিকে চাহিয়াছিলেন, আর অতীত স্মৃতির এক একটা উচ্ছ্বাস আসিয়া তাঁহার শূন্য হৃদয় আলোড়িত করিতেছিল।

সে কয়দিনের কথা! এই তো সে দিন—সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন এখনো যেন চোখের উপর ভাসছে; সানায়ের সে মিলনের মধুর তান, এখনো যেন কাণের ভিতর বাজছে; হৃদয়ের সেই নূতন আশাভরা আনন্দমাখা স্পন্দন এখনো যেন শোনা যাচ্ছে। তখন জীবনের প্রথম উন্মেষ, সংসারের প্রথম স্নিগ্ধ মধুর আহ্বান। সেই প্রথম জীবনে, নূতন সংসারপথে একদিন স্বপ্নের মত এসে দাঁড়িয়েছিলে, আর আজ জীবনের ম্লান অপরাহ্ণে—যখন আশার আলোক ধীরে ধীরে নিবে আসছে, পুরাতন জীবনটা ক্রমেই তিক্ত বিস্বাদ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন একদিন আবার ঠিক স্বপ্নের মতই চলে গেলে। রেখে গেলে শুধু কৈশোরের, যৌবনের, প্রৌঢ়ের

অনন্ত স্মৃতি। সে মধুময়ী স্মৃতি যে এখন কি নিদারুণ, তা তো তুমি বুঝতে পারবে না। আমিও তখন বুঝি নাই যে সংসারটা এত কঠোর, সাধের নন্দনকাননের মধ্যে এত প্রচণ্ড উত্তাপ। স্নেহ মমতার কোমল আবরণে তুমি তার সব কঠোরতা ঢেকে রেখে-ছিলে, প্রীতির সুশীতল ধারায় এত বড় মরুভূমিকে স্নিগ্ধতা, সরসতা দান করেছিলে। আর আজ সে ভীষণ মরুভূমির মাঝে আমায় ফেলে রেখে তুমি বেশ হাসতে হাসতে চ'লে গেলে, কিন্তু আমার কেঁদে কেঁদেও যাবার দিন এখনো আসে নি?

তারিণীবাবুর দীর্ণ বক্ষঃপঞ্জর ভেদ করিয়া একটা তপ্ত নিশ্বাস বাহির হইল।

সত্যচরণ ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "জ্যেঠা মশায়!"

তারিণীবাবু সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন। সত্যচরণ নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে ডেকেছেন?"

"হাঁ" বলিয়া তারিণীবাবু উঠিয়া বসিলেন। সত্যচরণ আদেশের প্রতীক্ষায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারিণীবাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "শুনিলাম, আমার হুকুমের অপেক্ষা না ক'রেই তুমি লোচনপুরের গোমস্তাকে ছেড়ে দিয়েছ।"

সত্যচরণ নতমুখে মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "বুড়ামানুষ—"

বাধা দিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "বুড়া কি যুবা তা জানতে

আমার বাকী নাই। কিন্তু সে তবিল ভেঙ্গেছে এ কথাটা কি শুনেছ?”

সত্য। শুনেছি। বেচারী কন্যাদায়ে প’ড়ে এমন কাজ করেছে।

তারি। পুরাণো চাকর, এসে কন্যাদায় জানালে এই টাকাটা আমার কাছ থেকে পেতো না ব’লে কি তোমার বিশ্বাস হয়?

সত্য। না।

তারি। অথচ আমি যে একটা ঘোর পাষণ্ড, এটা তোমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সত্যচরণ নিরুত্তর। তারিণীবাবু বলিলেন, “তুমি এখন সাবালক হ’য়ে উঠেছ, আমি তোমার বিষয় আশয় তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চাই।”

সত্যচরণ হাতে হাত ঘষিতে ঘষিতে বলিল, “আমি বিষয় কর্ম্মের কিছুই জানি না।”

তীব্রস্বরে তারিণীবাবু বলিলেন, “কিন্তু গুরুজনকে অপমান করতে বেশ জান।”

সত্যচরণের মুখে কথা নাই। তারিণীবাবু একটু থামিয়া, সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, “যাক্, আর একটা কথা। আমি তোমার বিবাহসম্বন্ধ স্থির ক’রেছি, বোধ হয় শুনেছ?”

সত্যচরণ ঘাড় নাড়িয়া স্বীকৃত জ্ঞাপন করিল। তারিণীবাবু

বলিলেন, "এ সম্বন্ধে তোমার মতামত জিজ্ঞাসা করতে যাওয়াই আমার অনুচিত। তবে শুনতে পাই, তোমার নাকি এ বিবাহে মত নাই। কথাটা সত্য, না মিথ্যা ?"

সত্যচরণ মস্তকে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে একটা ঢোক গিলিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "সত্য।"

তারিণীবাবুর ললাটের মাংস কুঞ্চিত হইল। তিনি অপেক্ষাকৃত চড়া গলায় বলিলেন, "তা হ'লে তুমি রাজি নও ?"

সত্য। না।

তারি। আমি কিন্তু কথা দিয়েছি।

জড়িতকণ্ঠে সত্যচরণ বলিল, "আমায় মাপ করুন।"

রাগে চীৎকার করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "দেখ, ফি হাত তোমাদের ঐ মাপ করুন কথাটা শুনে শুনে আমার কাণ ঝালাপালা হ'য়ে গিয়েছে।"

সত্যচরণ অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। তারিণীবাবু ক্রোধরক্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন, "যাও।"

সত্যচরণ ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল। তারিণীবাবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অপর্ণা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "বাবা, খুড়ীমা এসেছেন।"

বিরক্তির স্বরে তারিণীবাবু বলিলেন, "কেন, কি দরকার ?"

অপর্ণা বলিল, "খুড়ীমা বলছেন, সত্য ছেলেমানুষ।"

মুখ বিকৃত করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "ভাগ্যে উনি ব'লে দিলেন। আমি মনে ক'রেছিলাম, সে আমার পিতামহের বয়সী।"

অপ। সে বিষয় হাতে পেলে রাখতে পারবে না।

তারি। না পারে, যাবে।

অপ। খুড়ীমা বলছেন, তুমি রাগ করলে বাবা—

চীৎকার করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "রাগ? আমি রাগ করলেই কি জগতের যত ক্ষতি? আমার কি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবারও যো নাই? কেন অপি, আমি তোদের ক'রেছি কি?"

অভিমানের আবেগে তারিণীবাবুর কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। অপর্ণা শঙ্কিত দৃষ্টি তুলিয়া পিতার মুখের দিকে চাহিতে সাহস করিল না।

বাহির হইতে দরজার শিকল নড়িয়া উঠিল। অপর্ণা ধীরে ধীরে দরজার কাছে গেলে কল্যাণী মৃদুস্বরে বলিলেন, "জিজ্ঞাসা কর অপু, সত্য যায় যাক্, থাকে থাক্, কিন্তু আমি—ঠাকুরের সেবা ছেড়ে আমি কোথায় যাব?"

মৃদুস্বরে বলিলেও কথাগুলা তারিণীবাবুর কাণে গেল, অপর্ণাকে তাহার আর পুনরুক্তি করিতে হইল না। তারিণীবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "না ছোট বৌমা, আমার কাছে আর কেউ স্নেহ যত্নের প্রত্যাশা ক'রো না,

আমিও কারো কাছে আর বিন্দুমাত্র স্নেহ যত্নের দাবী রাখবো না। আমার বয়স হ'য়েছে, মাথার ঠিক নাই। আমি এখন দেনা পাওনা শোধ ক'রে তোমাদের কাছে ছুটী নিতে চাই।"

কল্যাণী বলিলেন, "জিজ্ঞাসা কর অপু, আমি ঠাকুরের কাছে এমন কি অপরাধ ক'রেছি।"

ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে তারিণীবাবু বলিলেন, "অপরাধ তোমাদের নাই ছোট বৌমা, সব অপরাধ আমার। আমি গলায় কাপড় দিয়ে মিনতি ক'রে বলছি, তোমরা আমাকে রেহাই দাও। স্নেহ ভালবাসার ভিতর দিয়ে আর আমার বুকে অপমানের ছুরী মেরো না।"

তারিণীবাবু অবসন্নভাবে শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন। কল্যাণী চুপ করিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটু পরে তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বৌমা চলে গেলেন, অপি?"

অপর্ণা উত্তর দিল, "দাঁড়িয়ে আছেন।"

তারিণীবাবু বলিলেন, "ওঁকে বল, সত্য বিয়ে করবে না, সে আমার মুখের উপর জবাব দিয়ে গেল।"

কল্যাণী অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "সে অবাধ্য সন্তান।"

তারি। কিন্তু তারিণী চৌধুরী এই প্রথম কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলে না।

কল্যাণী নিরুত্তর। অপর্ণা বলিল, "খুড়ীমার কোন দোষ নাই বাবা, উনি তাকে অনেক বুঝিয়েছেন।"

তারিণীবাবু উঠিয়া বসিলেন, এবং খাট হইতে পা ঝুলাইয়া খড়ম পায়ে দিতে দিতে বলিলেন, "দোষ কারো নাই অপি, যত দোষ ঘাট সব আমার। কিন্তু আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন যে উপায়েই হোক, আমাকে কথা রাখতেই হবে। সত্য রাজি না হয়, শেষে আমাকেই এ বয়সে আবার নূতন সংসার পাততে হবে। সেটা কিন্তু কারো পক্ষে ভাল হবে না।"

স্থিরস্বরে কল্যাণী বলিলেন, "যে ছেলে গুরুজনের অবাধ্য, তার কোন কালেই মঙ্গল নাই।"

তারিণীবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন; অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আমি কাউকে শাপ সম্পাত দিতে চাই না, কিন্তু এর পর যেন কেউ রাগ বা দুঃখ না করেন।"

তারিণীবাবু ক্ষিপ্রপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার বাহির হইবার পূর্ব্বেই কল্যাণী দরজার কাছ হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন। শুধু অপর্ণা একা দরজা ধরিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া তারিণীবাবু একেবারে কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। গল্প কৌতুকে নিরত কর্ম্মচারীরা সন্ত্রস্তভাবে স্ব স্ব কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। তারিণীবাবু স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেওয়ানকে ডাকিলেন। দেওয়ান আসিয়া অভিবাদন করিল। তখন তারিণীবাবু পুরোহিত শিরোমণি মহাশয়কে ডাকিবার আদেশ দিয়া লোচনপুরের গোমস্তা কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলেন। দেওয়ান বলিল, "সে বাইরে নজরবন্দী হয়ে আছে।"

তারিণীবাবু ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "নজরবন্দী—কেন? সে এমন কি খুন খারাপী ক'রেছে যে তাকে নজরবন্দী ক'রে রাখা হ'য়েছে?"

দেওয়ান কোন উত্তর দিতে পারিল না। তারিণীবাবু বলিলেন, "দেখ দত্তজা, দেখছি এসব লোকজন নিয়ে আমার আর কাজ চলবে না, এদের বুদ্ধি বিবেচনা একটুও নাই। আগে নিজে সব দেখা শুনা করতাম, এক রকমে চলে যেত। কিন্তু এখন আমার বয়েস হ'য়েছে, সকল দিক দেখবার শক্তি আর নাই।"

দেওয়ান সবিস্ময়ে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। তারিণীবাবু তাহার দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সরোষে বলিলেন, "একটা বুড়ো মানুষকে এই বোশেখের রোদে বসিয়ে রেখে সকলে

কোন্ আক্কেলে চলে গেল? বুড়ো যদি ম'রে যেত, তখন হাতে দড়ি পড়তো কার? ভাগ্যে সত্যচরণের চোখে পড়েছিল! ছি ছি, কাজের লোক একটাও নাই।"

তারিণীবাবু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণার সহিত মুখ ফিরাইয়া লইলেন। দেওয়ান অবনত মস্তকে সঙ্কুচিত স্বরে বলিল, "হুজুরের হুকুম ছিল—"

সক্রোধে তারিণীবাবু বলিলেন, "আমি হুকুম দিলাম, দীনু ঘোষের বুকে ছুরী বসিয়ে দাও, শিরোমণি মশায়ের ঘরে আগুন লাগাও। তোমরা কি তাই করবে? তোমাদেরও তো বুদ্ধি বিবেচনা আছে। আমি না হয় রাগের মাথায় একটা হুকুম দিয়েছিলাম; কিন্তু তোমাদের তো একটু ভেবে চিন্তে কাজ করা উচিত ছিল।"

দেওয়ান বুঝিতে পারিল, এটা বাবুর কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা। সে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। তারিণীবাবু বলিলেন, "যাক্, অনেক দিনের পুরাণো চাকর; দায়ে পড়ে এক কাজ ক'রে ফেলেছে, তার আর কি করা যায়। কন্যাদায় বিষম দায়। দাতব্য খাতে খরচ লিখে নিয়ে বুড়াকে ছেড়ে দাও।"

দেওয়ান প্রভুর আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল। চাকর তামাক দিয়া গেল। তারিণীবাবু গম্ভীরভাবে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শিরোমণি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারিণী-

বাবু তাঁহাকে বিবাহের দিন দেখিতে বলিলেন। শিরোমণি মহাশয় কর্ম্মচারীদের নিকট পাঁজী চাহিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য-চরণের ধর গে বিয়েতে মত হ'য়েছে?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "তার মতামতে কিছু আসে যায় না। তবে এটা তার বিয়ের দিন নয়।"

শিরোমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর গে তা হ'লে বিয়েটা কার?"

তারিণীবাবু উত্তর দিলেন, "আমার।"

শিরোমণি মহাশয় সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কর্ম্মচারীরাও ঘাড় তুলিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। শিরোমণি সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর গে কথাটা কি সত্য?"

তারিণীবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি আপনার সঙ্গে পরিহাস করছি না।"

শিরোমণি পাঁজীর পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। তারিণীবাবু বলিলেন, "কি জানেন শিরোমণি মশায়, মেয়েটীর বয়স প্রায় পনরো, আর সত্যর বয়স মাত্র আঠার। আঠার বছরের ছেলের সঙ্গে পনরো বছরের মেয়ের বিয়ে, এটা বেশ যুক্তিসঙ্গত হয় কি?"

শিরোমণি মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "রাধাকৃষ্ণ, ধর গে, তাও কি সম্ভব হয়?"

তারি। এদিকে ওদেরও অন্য উপায় নাই। অগত্যা নিজেকেই—বুঝলেন কি না।

শিরো। বেশ করেছেন, ধর গে উত্তম ক'রেছেন। আমি তো কতদিন ব'লেছি, ধর গে আপনি তাতে কাণ দেন না। কি জানেন, গৃহিণী গৃহমুর্চ্যতে। গৃহিণী বিনা গৃহ অন্ধকার, তা ধর গে আত্মীয় স্বজন যতই থাক্। এই যে আমার কন্যা পুত্র পুত্রবধূ সব বর্ত্তমান; তথাপি ধর গে—

শিরোমণির বক্তৃতায় বাধা দিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "এখন দিনটা ঠিক ক'রে ফেলুন।"

শিরোমণি অনেক দেখিয়া শুনিয়া বাইশে তারিখে দিন ঠিক করিলেন। তারিণীবাবু দেওয়ানকে ডাকিয়া বিবাহের আয়োজনের আদেশ দিলেন। তবে ইহাও বলিয়া দিলেন, আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, কোনরূপে কাজটা সারিয়া দিতে হইবে।

গাঙ্গুলী মহাশয় যখন শুনিলেন যে, সত্যচরণ বিবাহে রাজী নয়, তৎপরিবর্ত্তে তারিণীবাবু নিজেই তরঙ্গিণীর পাণিপ্রার্থী হইয়াছেন, তখন তিনি ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এত আদরের পৌত্রীকে বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করিবেন? গাঙ্গুলী মহাশয় সহজে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারিলেন না।

কিন্তু এ প্রস্তাবে মত না দিয়াও উপায় নাই। তারিণীবাবু জমিদার, সহায়শক্তিসম্পন্ন; তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারে, গ্রামে এমন সাহসী কে আছে? একজন ছিল, সে গাঙ্গুলী মহাশয় নিজে। একদিন তিনি এই জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া

দশবৎসর মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন, তাঁহার লাঠীয়ালের ভয়ে তারিণীবাবুকে ঘোষপুকুরের দাবী ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল এখন স্বপ্নমাত্র। এখন তিনি শক্তিহীন বৃদ্ধ, সহায় সম্পত্তি-শূন্য দীন ভিক্ষুক। এখন শুধু ভগবানকে ডাকা ছাড়া তাঁহার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। গাঙ্গুলী মহাশয় ভগবানকে ডাকিয়া এবং তরঙ্গিণীর অদৃষ্টের দোষ দিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তরঙ্গিণী তাঁহার চোখে জল দেখিয়া বলিল, "কাঁদ কেন দাদামশায়?"

দাদামহাশয় বলিলেন, "তোর কপাল দেখে কাঁদি তরু। এমন কপাল নিয়েও জন্মেছিলি?"

তরঙ্গিণী হাসিয়া বলিল, "জমিদার বর জুটেছে, কপালটা মন্দই বা কি?"

দাদামশায় মাথায় হাত চাপড়াইয়া বলিলেন, "জমিদার হ'লে কি হয়, বুড়ো যে!"

তরঙ্গিণী বলিল, "যার পয়সা আছে, সে আবার বুড়ো কি? আমিই বা কোন্ কচি খুকিটী?"

গাঙ্গুলী মহাশয় বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তরঙ্গিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তরঙ্গিণী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "দেখছো কি দাদামশায়?"

"তুই কি রকম মেয়ে তরু?"

"খুব দুরন্ত মেয়ে দাদামশায়।"

হাসিতে হাসিতে তরঙ্গিণী দাদামশায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। গাঙ্গুলী মহাশয় তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "তোর মত আছে ?"

স্বরে জোর দিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "খু—ব।"

গা। বুড়োকে এত পছন্দ হ'ল কিসে ?

তর। বুড়োর কাছে থেকে থেকে।

গাঙ্গুলী মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন ; হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসল কথাটা কি বল্ দেখি তরু ?"

ঈষৎ লজ্জিতভাবে তরঙ্গিণী বলিল, "আসল কথা, জমিদারের গিন্নী হ'তে সাধ যায়।"

তরঙ্গিণীর সাধ অপূর্ণ রহিল না। গাঙ্গুলী মহাশয় পরদিন ঘটককে ডাকাইয়া বিবাহে সম্মতি দিলেন। বিবাহের উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

জমিদার-গৃহিণী হইবার জন্য যে তরঙ্গিণী উদ্‌গ্রীব ছিল এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু যেদিন সে শুনিল, সত্যচরণ তাহাকে উপেক্ষা করিয়া বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে, সেইদিন সে যেন অন্তরে একটা নিদারুণ আঘাত পাইল, তাহার চারিদিকে যেন লজ্জা ও অপমানের একটা বিকট হাসির রোল উঠিতে লাগিল। ক্রোধে অভিমানে তরঙ্গিণী আত্মহারা হইয়া পড়িল। ছি ছি, সে

কি এত হেয়, এত ঘৃণার পাত্র যে, সত্যচরণের মত একটা ছোঁড়া তাহাকে উপেক্ষা করিল ! সত্যচরণ মূর্খ, সত্যচরণ নির্ব্বোধ। কিন্তু এই নির্ব্বোধ যুবককে কি শিক্ষা দেওয়া যায় না ? এই অপমানের, এই উপেক্ষার প্রতিশোধ দিয়া তাহাকে কি বুঝান যায় না, সে সত্যচরণ অপেক্ষা অনেক বড়, তাহার সহিত সত্যচরণের তুলনাই হয় না।

ইহার পর তারিণীবাবুর নিকট হইতে যখন দ্বিতীয় প্রস্তাব আসিল, তখন তরঙ্গিণী দেখিল, সত্যচরণকে শিক্ষা দিবার এই উত্তম সুযোগ। তরঙ্গিণী এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিল না। ক্রোধে অন্ধ—অভিমানে জর্জ্জরিত হইয়া সে আপনার কথা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইল না।

তারপর আলোকসমুজ্জ্বল বিবাহ-সভায় সে যে কেমন করিয়া তারিণীবাবুর গলায় মালা তুলিয়া দিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। সত্যচরণ তখন অদূরে দাঁড়াইয়া টিপি টিপি হাসিতে-ছিল, দেখিয়া তরঙ্গিণী চক্ষু মুদ্রিত করিল।

বিবাহান্তে তারিণীবাবু নববধূ লইয়া বাড়ীতে আসিলেন। অপর্ণা ঘরের বাহির হইল না ; কল্যাণী নববধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের পর তরঙ্গিণী সেই যে স্বামিগৃহে আসিল, আর তাহার বাপের বাড়ী যাওয়া হইল না। সেখানে আছেই বা কে? আছে শুধু বুড়া দাদামশায়, আর ভাঙ্গা বাড়ীখানা। তেমন বাড়ীতে কখন জমিদারগৃহিণীর থাকা হইতে পারে না। তরুর কিন্তু সেই ভাঙ্গা বাড়ীখানা, আর বুড়া দাদামশায়ের জন্য বড় মন কেমন করিত। এখানে এমন চকমিলান বাড়ী, দাসদাসী, লোকজন সকলেই নূতন বোয়ের আদেশপালন জন্য সর্ব্বদা উৎসুক। তরু হাত নাড়িলে পাঁচ সাতজন দাসী ছুটিয়া আসে, হাঁ করিলে তাহার কথা শুনিবার জন্য আগ্রহে মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, চলিতে গেলে তাহারা হাত পাতিয়া দিতে চায়। তারিণীবাবুও নূতন বৌকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছেন। তাহাকে গা-ভরা গহনা পরাইয়াছেন, অঁাচলে বাক্সের চাবি বাঁধিয়া দিয়াছেন, সেবার জন্য তিন চারজন দাসী নিযুক্ত করিয়াছেন। সুখের এত উপকরণ সত্ত্বেও তরু কিন্তু একটুও সুখ পাইল না। এই অনভ্যস্ত সেবা-শুশ্রূষা, লোকজনের মুখে তাহার অজস্র সুখ্যাতি, সকলই যেন তাহার মনে একটা অস্বস্তি আনিয়া দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে এই সব অতিরিক্ত আদর যত্নের জাল কাটিয়া ছুটিয়া পলায়; সেই ভাঙ্গাবাড়ীতে গিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে; ঘোষেদের

পুকুরে সাঁতার দিয়া, সিংহীদের বাগানে ছুটাছুটী করিয়া বন্ত বিহঙ্গিনীর অবাধ আকাশে বিচরণ করিবার সুখ উপভোগ করে। কিন্তু সে সুখ আর ফিরিবার নয়, সে ইচ্ছা করিয়াই এই সোণার পিঞ্জরে ঢুকিয়াছে।

সব চেয়ে তরুর কষ্ট হইল, কথা কহিবার লোকের অভাবে। দাসদাসীরা শুধু কর্ত্রীর আদেশপালনে প্রস্তুত থাকিত, তাঁহার কি চাই না চাই তাহাই জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। তাহাদের সহিত আর কি কথা কহিবে? কথা কহিবার লোক আছে অপর্ণা। কিন্তু সে যেন তরঙ্গিণীর সহিত আদৌ মিশিতে চায় না, মুখামুখী হইলেও একটা কথা কয় না, সাধিয়া কথা কহিতে গেলে কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় মাত্র। আর তরঙ্গিণী সাধিয়া আলাপ করিবার মেয়েই নয়। কেন সে সাধিতে যাইবে? সেই তো এখন এ বাড়ীর গৃহিণী, সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তাহার ইচ্ছার উপর এখন এ বাড়ীর অনেকের সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে। সে অপরকে সাধিতে যাইবে? বোবা হইয়া থাকিতে হয় সেও ভাল, তথাপি সে সাধিয়া কাহারও সহিত আলাপ করিতে যাইবে না। তরঙ্গিণী আপনার গর্ব্বে আপনি গর্ব্বোন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পদিনের মধ্যেই তরঙ্গিণী বুঝিতে পারিল, তাহার আগমনে এ বাড়ীর কেহই সন্তুষ্ট নহে, সকলেই তাহাকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে

নিরীক্ষণ করিতেছে, সকলেই যেন তাহার নীরব শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তরঙ্গিণীও সকলকে হিংসার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। হৃদয়ে ঈর্ষার আগুন জ্বালাইয়া সে নিদারুণ অস্বস্তি অনুভব করিত, তথাপি আপনার গর্ব্ব ত্যাগ করিল না। সে প্রতিজ্ঞা করিল, দেখি, এ সংগ্রামে কে জয়লাভ করিতে পারে।

জয়লাভের অস্ত্র তাহার হাতেই ছিল। বৃদ্ধ স্বামীকে বশ করিতে যুবতী স্ত্রীর অধিক প্রয়াসের আবশ্যক হয় না। তবে তারিণীবাবু একটু স্বতন্ত্র ধরণের বুড়া। তাঁহার যে কিসে সন্তোষ কিসে অসন্তোষ তাহা বুঝা দায়। এক এক সময়ে মনে হয়, নবীনা স্ত্রীকেই তিনি সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেন। আবার এক সময়ে বোধ হয়, এ সকলই মৌখিক, তরঙ্গিণী তাঁহার হৃদয়ের উপর কিছুমাত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। তরঙ্গিণী স্থির করিল, আগে এই হৃদয়টাকে হাত করিতে হইবে, তাহা যদি না পারি, তবে আমার এত রূপ, এত বুদ্ধিমত্তা, এই নবোদ্গত যৌবন সকলই বৃথা।

একদিন তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কোন কষ্ট হচ্চে নতুন বৌ?"

তরঙ্গিণী উত্তর করিল, "কষ্ট কিসের?"

তারি। কষ্ট অনেক রকমেই হ'তে পারে।

তর। আমি গরীবের মেয়ে, রাজসংসারে এসে পড়েছি। এর চেয়ে আমার আর কি সুখ থাকতে পারে?

ঈষৎ হাসিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "বেশ, তুমি সুখী হয়েছ শুনে সুখী হলাম। ভাল কথা, বাড়ীর সকলে তোমাকে যত্ন-আত্তি করে ?"

নতমুখে তরঙ্গিণী বলিল, "তা একরকম ক'রে বৈকি।"

তরঙ্গিণীর মুখের দিকে চাহিয়া তারিণীবাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এক রকম ? তা হ'লে ভাল শ্রদ্ধাযত্ন করে না ?"

ঠোঁটে একটু হাসি আনিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "নাই বা করলে ? তাদের আদর যত্নে আমার কি আসে যায় ? আমার শুধু—"

ব্যগ্রভাবে তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শুধু কি ?"

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে তরঙ্গিণী বলিল, "আমার শুধু এক জনের কাছে আদর যত্ন পেলেই যথেষ্ট।"

"বটে" বলিয়া তারিণীবাবু হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা সে একজনের কাছে কি আদর যত্ন পাও না ?"

তরঙ্গিণীও একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "যথেষ্ট পাই।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তারিণীবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কিন্তু নতুন বৌ, শুধু একজনের ভালবাসা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। সংসারে থাকতে হলে সকলকে মানিয়ে নিয়ে চলা উচিত।"

স্বামীর অভিপ্রায় বুঝিয়া তরঙ্গিণী মুখখানাকে একটু ভারী করিয়া উত্তর দিল, "চলবো।"

তারিণীবাবু বলিলেন, "হাঁ, বেশ বুঝে চলবে। দেখ, মিষ্টি কথায় বনের পশুও বশ হয়।"

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে তরঙ্গিণী বলিল, "তুমি যদি সকলের পায়ে ধরতে বল, আমি তাও ধরতে পারি।"

মৃদু হাসিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "রাগ ক'রো না নতুন বৌ, তারিণী চৌধুরী তার স্ত্রীকে কারও পায়ে ধরতে হুকুম দেয় না। তবে এইটুকু মনে রেখো, তুমি এখন আমার স্ত্রী, জমিদারের গৃহিণী। আমার গৌরব বজায় রেখে তোমায় চলতে হবে।"

ঈষৎ রুক্ষস্বরে তরঙ্গিণী বলিল, "তা যদি না পারি?"

হাসিতে হাসিতে তারিণী বাবু বলিলেন, "না পার, তোমারই তাতে ক্ষতি।"

তর। তোমার?

তারি। আমার আবার কি? আমি তোমাকে পেয়েই হাতে স্বর্গ পেয়েছি।

তর। সত্যি?

তারি। সত্য মিথ্যা তুমি কি বুঝবে নতুন বৌ। তবে এইটুকু বুঝে রাখ, তোমার উপরেই আমার সকল সুখ দুঃখ নির্ভর করছে।

তরঙ্গিণী বুঝিল, চতুর বুড়া ধরা দিয়াও ধরা দিতে চায় না। ভাবিল, দেখি ধরিতে পারি কি না।

তারিণীবাবু বাহিরে চলিয়া গেলে তরঙ্গিণী ঘরের বাহির হইল; উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "যশি!"

যশি ওরফে যশোদা ছুটিয়া আসিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকছো মা?"

তরঙ্গিণী বলিল, "হাঁ ডাকছি। চুলগুলা কি আজ বাঁধতে হবে না?"

যশোদা তাড়াতাড়ি মাথা বাঁধিবার উপকরণ বাহির করিতে ছুটিল। তরঙ্গিণী তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মালী যে রোজ এক রাশ ক'রে ফুল নিয়ে আসে, তা কি হয়?"

যশোদা বলিল, "সে সব ফুলে ঠাকুরপূজো হয় মা।"

ক্রুদ্ধস্বরে তরঙ্গিণী বলিল, "পূজো করতে ঠাকুরকে ফুলে চাপা দিতে হয় না কি? দুটো ভাল ফুল বেছে আনতে পারিস না?"

যশোদা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "পারব না কেন মা, তবে দিদিমণি যদি—"

রাগে চীৎকার করিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "দূরহ পোড়ারমুখী, তোর দিদিমণির কাছে যা, আমার কাজ তোকে করতে হবে না।"

যশোদা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঠাকুর ঘর সেখান হইতে বেশী দূরে নয়। অপর্ণা ঠাকুর ঘর হইতে ডাকিয়া বলিল, "ওলো যশী, এই ফুলগুলো মাটীতে প'ড়ে গেছে, নিয়ে যা।"

দশম পরিচ্ছেদ

যশোদা যেন অকূল সাগরে কূল পাইল। সে ছুটিয়া গিয়া গোটাকতক চাঁপা আর গোলাপ লইয়া আসিল। তরঙ্গিণী তাহার হাত হইতে ফুলগুলা কাড়িয়া লইয়া উঠানে ফেলিয়া দিল, এবং পায়ের গুম্‌গুম্ শব্দে যশোদাকে সন্ত্রস্ত করিয়া ঘরে ঢুকিল। যশোদা গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"আপ।"

"কেন বাবা ?"

"টাকাটা বড়, না বাবাটা বড় ?"

অপর্ণা বিস্মিত ভাবে পিতার মুখের দিকে চাহিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "শান্ত শিষ্ট মেয়েটীর মত মুখের দিকে চেয়ে রইলি যে ? বল্ না কোনটা বড় ?"

অপর্ণা বলিল, "তোমার কাছে কিছুই বড় নয় বাবা।"

ভ্রূকুটী করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "বটে, সেটা শুধু কথায় না কাজে ?"

অপর্ণা চুপ করিয়া রহিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "বাবাটাই যদি সব চেয়ে বড় হ'লো, তা হ'লে আজ ক'দিন যে বাবার খাওয়া হল না, তার কোন খোঁজ রেখেছিলে ?"

অপর্ণা লজ্জিত হইল। এতক্ষণে সে পিতার অনুযোগের কারণ বুঝিতে পারিল। সে জানিত, বাড়ীতে পাচক পাচিকা থাকিলেও তাহাদের রন্ধন পিতার তৃপ্তিকর হইত না। যতদিন মা ছিলেন, ততদিন তিনি স্বহস্তে স্বতন্ত্রভাবে রাঁধিয়া স্বামীকে খাওয়াইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর খুড়ী মা এই কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে অপর্ণাকেও দেখিতে হইত। কিন্তু আজ কয়দিন

খুড়ীমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। অপর্ণারও মনটা ভাল ছিল না। অগত্যা তারিণী বাবুকে পাচিকার প্রস্তুত অন্নই খাইতে হইতেছিল। যদিও কল্যাণী নিজে বসিয়া দেখাইয়া শুনাইয়া দিতেন, পাচিকাও যথাসম্ভব সাবধানে কাজ করিত, তথাপি সে অন্নব্যঞ্জন যে পিতার তৃপ্তিকর হয় নাই, অপর্ণা তাহা বুঝিতে পারিল; বুঝিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিল। তারিণীবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ধ্যেৎ, বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে নাই যে বলে, তার কাণ ম'লে দিতে ইচ্ছা হয়।"

লজ্জাজড়িত স্বরে অপর্ণা বলিল, "ভুল হ'য়েছে বাবা, মাপ কর।"

ঈষৎ রুক্ষস্বরে তারিণীবাবু বলিলেন, "কথার শ্রী দেখ। আমি কি ঢাল খাঁড়া হাতে ক'রে এসেছি যে, তাড়াতাড়ি মাপ চাইতে এসেছ? ভাল, তোমারই না হয় ভুল হ'য়েছে, কিন্তু ঐ যে একটী ভদ্রলোকের মেয়ে আছেন, শুনতে পাই তিনি নাকি ব'লে বেড়ান, ভাসুর দেবতাতুল্য। তা সে অভাগা দেবতা ঘুঁটের পাঁশ নৈবেদ্য পেলে কি না এটা দেখতে তাঁরও কি ভুল হ'য়ে গেল?"

সঙ্কুচিতস্বরে অপর্ণা বলিল, "খুড়ীমার বড় অসুখ।"

তারিণীবাবু বলিলেন, "ব্যস্, তোমার ভুল হ'য়েছে, তাঁর হ'য়েছে অসুখ, কাজেই তুই বুড়ো বেটা বনে যা।"

অপর্ণা পিতার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে

বলিল, "আমার ঘাট হ'য়েছে বাবা, কাল আমি নিজের হাতে রেঁধে দেব।"

অপর্ণার চোখের কোণে জল দেখা দিল। তারিণীবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া ত্রস্তভাবে বলিলেন, "রক্ষা কর্ অপি, এইজন্যই তোদের কিছু বলতে যাই না। ভগবান্ মেয়েমানুষের চোখে এত জল দিয়ে আবার যে কেন মেঘের সৃষ্টি করেছেন তা তো বলা যায় না। বাপ্!"

চোখের জল মুছিতে মুছিতে অপর্ণা হাসিয়া ফেলিল। তারিণীবাবু সহাস্যে বলিলেন, "সাধে কি বলি, এই বয়সে উপোস দিলে ক'দিন বাঁচবো বল্।"

বাপের পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে অপর্ণা বলিল, "না বাবা, কাল হ'তে আর তোমায় উপোস দিতে হবে না।"

তারিণীবাবু বলিলেন, "উপোস যে দিতে হবে না তা বেশ বুঝেছি। এখন পেটের ব্যারাম না হ'লে হয়। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার হাতে আড়ি।"

তারিণীবাবু হাসিয়া উঠিলেন, অপর্ণাও হাসিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে অপি, ওটাকে কেমন দেখছিস্?"

অপ। কোন্‌টাকে বাবা?

তারি। কোন্‌টা আবার? ক'টা নূতন লোক বাড়ীতে এসেছে?

অপর্ণা একটু হাসিয়া বলিল, "কে, নতুন মা?"

তারিণীবাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ হাঁ; ও আবার তোর মা হ'লো কবে? ছিল ঘুঁটেকুড়ুনী, হ'লো তারিণী চৌধুরীর মেয়ের মা। কালে কালে আরও কত কি হবে।"

অপর্ণা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা কেমন দেখছিস্?"

ঘাড় নীচু করিয়া অপর্ণা বলিল, "মন্দ কি বাবা?"

তারি। মন্দ তো নয়, বলি ভাল কিছু দেখতে পাচ্ছিস্?

অপ। ক্রমে ভাল হবে বাবা, এই নূতন এসেছে, তার উপর ছেলেমানুষ। একটু জ্ঞানবুদ্ধি হ'লেই ভাল হবে।

ঈষৎ রুক্ষস্বরে তারিণীবাবু বলিলেন, "ছাই হবে। তা হ'লে তোদের ভক্তিশ্রদ্ধা যত্ন-আত্তি করে না!"

লজ্জিতভাবে অপর্ণা বলিল, "তা করবে না কেন? আর আমরাই বা কোন্—"

বাধা দিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "তোমরা গিয়ে ওর পায়ে গড়িয়ে পড়বে নাকি? তুই হ'লি কি অপি.?"

অপর্ণা মুখ নীচু করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তারিণীবাবু বলিতে লাগিলেন, "ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার। আমারও কর্ম্মভোগ

এই বয়সে আবার বিয়ে করতে গেলাম। ছি ছি, যত গোল বাধালে ঐ ছোঁড়াটা।"

অপর্ণা মৃদু শান্তস্বরে বলিল, "গোল কি বাবা, যা হ'য়েছে ভালই হ'য়েছে।"

তারিণীবাবু ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "ছাই হয়েছে! ভাল একটুও হয় নি অপি, এর চেয়ে একটা পুষ্যিপুত্তুর লওয়াও ভাল ছিল? যাক্, যা হ'য়ে গিয়েছে তা তো আর ফিরবে না। এখন যে ক'টা দিন বাঁচি, এই কর্ম্মভোগের ফল ভুগতে হবে।"

অপর্ণা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কিছুই ভুগতে হবে না বাবা, আমি বলছি, কিছুই ভুগতে হবে না। 'নতুন মা মেয়ে তো মন্দ নয়।"

তারিণীবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অপর্ণা বলিল, "দু'টো মাস যেতে দাও বাবা, তারপর দেখে নিও, আমার কথা ঠিক কি না।"

তারিণীবাবু মৃদু হাস্য করিলেন।

অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, "বাবা!"

তারিণীবাবু উত্তর দিলেন, "কেন অপি?"

অপ। একটা কথা বলবো?

তারি। এত ভয় কেন অপি? আমি বাঘ ভাল্লুক নয়—বাবা।

অপ। তা নয় বাবা, তবে পাছে তুমি রাগ কর।

ব্যথিতকণ্ঠে তারিণীবাবু বলিলেন, "রাগ? কেন অপি, রাগ ছাড়া আমার আর কিছু নাই কি? আমি কি মানুষ নই?"

লজ্জিতভাবে অপর্ণা বলিল, "না বাবা, বলছিলাম কি, বাচস্পতি মশায়ের একটা মেয়ে আছে না?"

তারি। তা থাকতে পারে।

অপ। মেয়েটা নাকি খুব সুন্দরী।

ঈষৎ হাসিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "কেন বল্ দেখি, আবার কি তোর বাবার—"

হাসিতে হাসিতে অপর্ণা বলিল, "না বাবা, আমি বলছিলাম যে, সত্যর তো একটা বিয়ে দিতেই হবে।"

তারিণীবাবু শুইয়াছিলেন, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন; ক্রোধগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কেন, সত্যর বিয়ে না দিলে কি আমার দিন চলবে না?"

অপর্ণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারিণীবাবু বলিলেন, "তার বুঝি মেয়েটা দেখে পছন্দ হ'য়েছে? এই বুঝি তার পড়তে যাওয়া?"

অপর্ণা ধীরে ধীরে বলিল, "সে কিছুই বলে নাই, বাবা।"

তারিণীবাবু বলিলেন, "না বললেও কথাটা ঠিক তাই দাঁড়িয়েছে না অপি? কিন্তু তা হবে না, একবার তার জন্য যা নয় তাই ক'রেছি; আর আমি কিছু করতে পারব না।"

অপর্ণা বলিল, "তুমি না পারলে আর কে পারবে বাবা? তার আর কে আছে?"

পরুষকণ্ঠে তারিণীবাবু বলিলেন, "কে আছে না আছে তা আমি কি জানি? কেন আমি কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি? না না, আমি ওসব কথায় আর নাই।"

অপর্ণা আর কিছু বলিল না। কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। তারিণীবাবু আবার শুইয়া পড়িলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তারিণীবাবু বৈঠকখানায় গিয়াই বাচস্পতি মহাশয়কে ডাকাইবার জন্য দেওয়ানকে আদেশ দিলেন। দেওয়ান তাঁহার বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া দিয়া কতকগুলা হিসাবপত্র লইয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সব কিসের কাগজ?"

দেওয়ান উত্তর দিলেন, "খোকাবাবুর বিষয়ের।"

ক্রুদ্ধভাবে তারিণীবাবু বলিলেন, "খোকাবাবুর বিষয় আবার কোথা হ'তে এল?"

দেওয়ান কি বলিবে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। তারিণীবাবু নিজেই কয়েকদিন পূর্ব্বে আদেশ দিয়াছিলেন, "সত্যচরণের বিষয় যা আছে, তার হিসাব তৈরি ক'রে দাও। তার বিষয় তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।" আজ আবার তাহার বিপরীত কথা শুনিয়া দেওয়ান হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তারিণীবাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখ দত্তজা, তোমার বয়স হ'য়েছে, তোমার অবসর লওয়া উচিত।"

দত্তজা কেশশূন্য ব্রহ্মরন্ধ্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে সবিনয়ে বলিলেন, "আজ্ঞে তা হলে খোকাবাবুর বিষয়টা—"

তর্জ্জন করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "দেখছি তোমার একেবারে ভীমরথী হ'য়েছে। খোকাবাবুর আবার কোন্ বিষয়? যা ছিল সে তো তার হতভাগা বাপ উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। আমি

টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি। ঘরের টাকা দিয়ে বিষয় কিনে তা ফেরত দিতে যাব কেন বল দেখি? আমি এতই দায়ে প'ড়ে গিয়েছি নাকি! টাকাটা কি তোমরা এতই সস্তা দেখেছ?"

দেওয়ান আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। তিনি ধীরে ধীরে কাগজপত্র লইয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তারিণী-বাবু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শোন, যদিই ফেরত দিতে হয়, যে টাকা দিয়ে কিনেছি, তা কেটে নিতে হবে। শুধু খরিদা টাকা নয়, টাকা পিছু এক পয়সা সুদ নেব। টাকা তো আর খোলামকুচী নয়। বুঝলে?

মস্তকসঞ্চালনে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া দেওয়ান চলিয়া গেলেন। তারিণীবাবু আলবোলার নলটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে টান দিতে লাগিলেন।

বাচস্পতি মহাশয় আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। তারিণী-বাবু প্রতিনমস্কার করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। বাচস্পতি মহাশয় বসিলে তারিণীবাবু আপনমনে আলবোলায় টান দিতে লাগিলেন।"

বাচস্পতি মহাশয় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমায় আহ্বান ক'রেছেন?"

আলবোলার নলটা হইতে মুখ না সরাইয়া তারিণীবাবু উত্তর করিলেন, "হাঁ, ছোঁড়াটা পড়াশোনা কেমন করছে?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বাচস্পতি বলিলেন, "কে? সত্যচরণ?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "তা নয় তো কি আমি দুঃখে বাগ্দীর কথা জিজ্ঞাসা করছি?"

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বাচস্পতি বলিলেন, "সত্যচরণ পড়াশোনা ভালই করছে। এরি মধ্যে 'কুমার' সম্ভব—"

ভ্রূকুটী করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "চুলোয় যাক কুমারসম্ভব। বলি, কিছু হবে বলতে পারেন?"

বাচস্পতি সবিনয়ে উত্তর করিলেন, "দেখুন, এটা অর্থকরী বিদ্যা নয়, জ্ঞানকরী বিদ্যা। এতে অর্থোপার্জ্জনের সম্ভাবনা নাই, তবে জ্ঞানের বিকাশ হ'তে পারবে।"

তারিণীবাবু একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "জ্ঞান যা হবে তা উঠন্তি বৃক্ষের পত্রেই চেনা যাচ্ছে। ওর চেয়ে আমার সাত টাকা মাইনের চাকর ভোলার অনেক বেশী জ্ঞান আছে।"

বাচস্পতি নতমস্তকে নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারিণীবাবু আলবোলায় গোটাকতক টান দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার না একটী বয়স্থা কন্যা আছে?"

বাচস্পতি বলিলেন, "কন্যা নয়, ভ্রাতুষ্পুত্রী।"

তারি। শ্যামের মেয়ে বুঝি?

বাচ। আজ্ঞা হাঁ।

তারি। শ্যাম তো মারা গেছে?

বাচ। তার স্ত্রীও নাই।

তারি। বটে, তা হ'লে মা-বাপ-মরা মেয়ে। বয়স হ'য়েছে কত ?

বাচ। এগারো বারো হবে।

তারি। মেয়েটা নাকি টোলের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করে ?

বাচ। সে বালিকা।

তারি। এগারো বছরের মেয়ে বালিকা নয়।

বাচ। যুবতীও নয়।

তারিণীবাবু ভ্রূকুটী করিলেন। বাচস্পতি নীরবে বসিয়া রহিলেন।

একটু পরে তারিণীবাবু বলিলেন, "এত বড় মেয়ে এখনো বিবাহ দেন নি কেন ? আপনারাই না বলেন, 'দশমে কন্যকা প্রোক্তা তত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ?' এটা কি শুধু পরের বেলায় ?"

বাচ। শাস্ত্রের বিধানে আপন পর প্রভেদ নাই।

তারি। তবে এত বড় মেয়ে ক'রে রেখেছেন ?

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাচস্পতি বলিলেন, "বিধির নির্ব্বন্ধ।"

তারিণীবাবু বলিলেন, "কেবল বিধাতার ঘাড়ে ভার চাপিয়ে থাকলে চলে না, আপনাদেরও একটু চেষ্টা দেখতে হয়।"

বাচস্পতি নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন। তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটী দেখতে শুনতে নাকি ভাল ?"

বাচস্পতি উত্তর দিলেন, "পরমা সুন্দরী।"

ঈষৎ হাসিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "তাই বুঝি মেয়ে বড় ক'রে রেখেছেন ? যদি কোন জমিদারের ছেলের নজরে পড়ে ?"

ভ্রূকুটী করিয়া বাচস্পতি বলিলেন, "এরূপ অনুচিত আশা আমার হৃদয়ে স্থান পায় না।"

তারিণীবাবু বলিলেন, "যা আশা করেন না, তা যদি ঘটে যায় ?"

বাচস্পতি বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তারিণীবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। তারিণীবাবু আলবোলার নলে একটা জোর টান দিয়া বলিলেন, "সত্যচরণকে কি আপনি অপাত্র মনে করেন ?"

বাচস্পতি উৎফুল্লকণ্ঠে বলিলেন, "তার মত সুপাত্র বিরল।"

তারি। কেন, জমিদারের ভাই পো ব'লে ?

বাচ। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমি লোকের বিষয় লক্ষ্য করি না, চরিত্রই দেখি।

তারিণীবাবু হাতের নলটা ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিলেন ; গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "উত্তম, সত্যচরণও আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। আপনি দু'জনের কোষ্ঠী দু'টা মিলিয়ে, দিন স্থির ক'রে আমায় সংবাদ দেবেন। কিন্তু এটা মনে রাখবেন, জমিদারের ভাইপো হ'লেও জমিদারীতে তার কোন অধিকার নাই।"

তারিণীবাবু ব্যস্তভাবে উঠিয়া খড়মটা পায়ে দিলেন। বাচস্পতি যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু তারিণীবাবু বুঝিলেন, সেটা তাঁহার এই উদারতার জন্য কতকগুলা প্রশংসাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই তিনি সত্বর পদে বৈঠকখানা ত্যাগ করিলেন। বাচস্পতি কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। তারপর উঠিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

তারিণীবাবু বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "অপি, অপি!"

অপর্ণা ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "বাচস্পতির ভাইঝির সঙ্গে সত্যের বিয়ের ঠিক ক'রে এলাম। বুঝলি?"

হাসিতে হাসিতে অপর্ণা বলিল, "বেশ ক'রেছ বাবা।"

রুক্ষস্বরে তারিণীবাবু বলিলেন, "বেশ ক'রেছি? একটুও বেশ করি নাই অপি। আমি জানতাম না যে, তারিণী চৌধুরী নিজে উপযাচক হ'য়ে কারো কাছে কিছু চাইবে। আমি দিনে দিনে কি হ'লাম অপি?"

সহাস্যে অপর্ণা বলিল, "কিছুই হওনি বাবা, তুমি আমার যে বাবা সেই বাবাই আছ।"

"ছাই আছি!" বলিয়া তারিণীবাবু সশব্দে চৌকীখানার উপর বসিয়া পড়িলেন।

সত্যচরণের মনোভাব বুঝিয়াই অপর্ণা এই বিবাহের জন্ত পিতাকে ধরিয়া বসিয়াছিল। স্থতরাং এ শুভ সংবাদটা সত্যচরণকে জানাইবার জন্ত তাহার একটু আগ্রহ হইল এবং সে বারবার খোঁজ লইতে লাগিল, সত্য ফিরিয়াছে কি না। কিন্তু সত্যচরণ সে রাত্রিতে বাড়ী ফিরিল না। অপর্ণা উৎকণ্ঠিত চিত্তে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সমস্ত রাত্রি বাহিরে কাটাইয়া সত্যচরণ বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় বাড়ীতে ফিরিল। তাহার শ্রান্ত ক্লান্ত মূর্ত্তি, শুষ্ক মলিন মুখ দেখিয়া অপর্ণা বিস্মিত হইল।

সত্যচরণের রাত্রিটা বাহিরে কাটাইবার কারণ ছিল। সে দিন বৈকালে টোলে যাইতে যাইতে ফকির বাগের মায়ের মুখে সংবাদ পাইল, বুড়া রামজীবন চক্রবর্ত্তীর আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে বা তাহার বিধবা মেয়েকে দেখিবার কেহই নাই। সত্যচরণের আর টোলে যাওয়া হইল না, সে বই বগলে করিয়াই রামজীবন চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

সেখানে গিয়া দেখিল, বৃদ্ধের মৃত্যুকাল আসন্ন, মুখে জল দিবার কেহই নাই, শুধু একমাত্র বিধবা মেয়ে বিমলা মুমূর্ষু পিতার পায়ের কাছে মুহ্যমান ভাবে বসিয়া আছে। সংসারে বৃদ্ধের আর যাহারা ছিল, সকলেই চলিয়া গিয়াছে, আছে শুধু এই মেয়েটি। কিন্তু অদৃষ্ট দোষে সেও বিধবা।—শুধু বিধবা নয়, কলঙ্কিতা, সমাজচ্যুতা।

এই ফুলের মত সুন্দর মেয়েটি নয় বৎসরে না পড়িতেই রামজীবন তাহাকে পাত্রস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে এগারো বৎসর বয়সে, স্বামীর সহিত পরিচয়ের পূর্ব্বেই বিধবা হইল। এই খানেই তাহার সকল দুঃখের নিবৃত্তি হইল না। বিধবা বলিয়া প্রাকৃতিক

শক্তি তাহার উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়িল না, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার দেহের রূপরাশি যৌবনের শোভায় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সে নবযৌবনোচ্ছ্বাসিত সৌন্দর্য্যালোকিত ব্রহ্ম-চারিণী-মূর্ত্তি যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইল; বৃদ্ধ পিতা মনে মনে শঙ্কিত হইলেন। লম্পটের লোলুপ দৃষ্টি বিমলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতে লাগিল।

বিমলার বয়স তখন পনরো বৎসর। সেদিন সে সন্ধ্যার সময় ঘোষপুকুরে গা ধুইয়া যখন নির্জ্জন পথে বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন সহসা উমেশ ঘোষের ছেলে রমেশ ঘোষ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু দুর্ব্বৃত্তের অসদভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না; বিমলার চীৎকারে কৃষকপল্লী হইতে চাষার দল ছুটিয়া আসিল, এবং রমেশকে উত্তম মধ্যম দিয়া বিমলাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিল। জমিদার তারিণীবাবুর কাণে কথাটা উঠিলে তিনি রমেশকে ধরিয়া আনিলেন। রমেশ অর্থদণ্ড দিয়া অব্যাহতি লাভ করিল।

পাপী অব্যাহতি পাইল, কিন্তু বিমলা অব্যাহতি পাইল না। সে সমাজের নিকট গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইল। পরপুরুষস্পৃষ্টা বলিয়া সমাজ তাহাকে ত্যাগ করিল। সমাজ ত্যাগ করিলেও বাপ মেয়েকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সুতরাং পিতা পুত্রীতেই সমাজচ্যুত হইয়া রহিল।

সে এক বৎসর পূর্ব্বের কথা। এই এক বৎসর সমাজের

নিকট অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত বৃদ্ধ যখন মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিল, ধর্ম্মপ্রাণ সমাজ তখনও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিল না। সুতরাং বৃদ্ধ মৃত্যুর জন্য না হউক, অনাথা কন্যার চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। মৃত্যুশয্যা তাঁহার নিকট কণ্টক-শয্যা হইল। তাঁহার মৃত্যু-কবলিত আত্মা মৃত্যুর হাত ছাড়াইবার জন্য যেন ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে লাগিল।

আর বিমলা—সংসারের একমাত্র অবলম্বন পিতাকে অনন্ত-পথযাত্রী দেখিয়া সে মূহ্যমান হইয়া পড়িল; পিতার পায়ের কাছে বসিয়া সে শুধু ব্যগ্র-কাতর-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুমূর্ষু পিতার মুখে যে এক গণ্ডূষ জল দিতে হইবে, সে সংজ্ঞাটুকু পর্য্যন্ত তাহার রহিল না।

এমনই সময়ে সত্যচরণ তথায় উপস্থিত হইল।

সত্যচরণ মুমূর্ষু বৃদ্ধের কাণের কাছে মুখ রাখিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "চক্রবর্ত্তী মশায়!"

বৃদ্ধ বহুকষ্টে চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। সত্যচরণ দেখিল, বৃদ্ধের উন্মীলিত দুই চোখ দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। সত্যচরণ তাঁহার মুখে একটু জল দিয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদছেন কেন? আপনার কি কষ্ট হচ্ছে?"

বৃদ্ধের তখন নাভিশ্বাস উপস্থিত, বাক্‌শক্তি রুদ্ধ। তিনি নীরবে শুধু কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া

প্রবল বেগে অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল। সত্যচরণ তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া তাঁহার মুখের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল, "আপনি বিমলার জন্য ভাববেন না।"

বৃদ্ধ দৃষ্টি ফিরাইয়া আশান্বিত ভাবে সত্যচরণের দিকে চাহিলেন। সত্যচরণ পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "বিমলার জন্য আপনার চিন্তা নাই, ওর ভার আমি নিলাম।"

মুমূর্ষুর মৃত্যুকালিমাচ্ছন্ন মুখে সান্ত্বনার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল, এবং সে জ্যোতিটুকু অন্তর্হিত না হইতেই তাঁহার শোকদুঃখ-পীড়িত আত্মা শোক দুঃখের অতীত দেশে চলিয়া গেল। বিমলা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সত্যচরণ বিমলাকে সান্ত্বনা দিয়া বৃদ্ধের সৎকারের জন্য লোক-সংগ্রহে বাহির হইল। লোক কিন্তু পাওয়া গেল না; সমাজচ্যুত বৃদ্ধের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সাহায্য করিয়া গ্রামের কোন ব্রাহ্মণই আপনাকে পতিত করিতে এবং সমাজের নিকট দায়ী হইতে স্বীকৃত হইল না। কেবল নীচ সমাজের কয়েকজন বাগ্দী, চাঁড়াল সত্যচরণের আহ্বানে ছুটিয়া আসিল। তাহারা কাঠ কাটিয়া চিতা প্রস্তুত করিয়া দিল। সত্যচরণ একাই ক্ষীণকায় বৃদ্ধের শবদেহ কাঁধে ফেলিয়া শ্মশানে লইয়া গেল।

বিমলা মুখাগ্নি করিল। সত্যচরণ সারা রাত ধরিয়া মড়া পোড়াইল। যখন দাহ শেষ হইল, তখন পূর্ব্বাকাশে উষার ছটা

দেখা দিয়াছে। বিমলা শ্মশানের এক পাশে সংজ্ঞাহীনার ন্যায় পড়িয়াছিল। সত্যচরণ তাহাকে টানিয়া তুলিল, এবং তাহাকে স্নান করাইয়া, নিজে স্নান করিয়া ঘরে লইয়া আসিল। তারপর হীরু বাগ্দীর মাকে তাহার কাছে রাখিয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পিতার মৃত্যুতে বিমলা খুব কাঁদিল, খুব ভাবিল। তারপর চারি দিনের দিন পিতার পারলৌকিক কার্য্য করিয়া শুদ্ধ হইল। শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইতে গ্রামের কোন ব্রাহ্মণই আসিল না। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, "একশত টাকা দণ্ড দিলে মন্ত্র পড়াতে পারি, কিন্তু ওর বাড়ীতে খাব না।"

সত্যচরণ রাগিয়া বলিল, "টাকা দিলেই কি পতিতা শুদ্ধ হ'য়ে যাবে?"

শিরোমণি মস্তক সঞ্চালন করিয়া উত্তর করিলেন, 'বাপু, ছেলে-মানুষ তুমি, এ সব সামাজিক ব্যাপারের কি বুঝবে?"

সত্যচরণ যাহা বুঝিতে পারিল না, সে কাজে হাত দিল না। সে নিজে পুঁথি ধরিয়া শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইল। তাহার ব্যবহারে গ্রামের লোক অবাক্ হইল। তবে জমিদারের ভাইপো বলিয়া সহসা কিছু বলিতে পারিল না, পরস্পর কাণাঘুষা করিতে লাগিল।

সত্যচরণের কৃপায় বিমলা পিতৃদায় হইতে উদ্ধার পাইল বটে, কিন্তু তারপর কি করিবে, কোথায় দাঁড়াইবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। ষোড়শী সুন্দরী বিধবা, সংসারের চারিদিকে প্রলোভন, পদে পদে বিপদ্; ইহার উপর সে গ্রামের লোকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত। তাহার দুঃখে কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করিবে না, বরং আনন্দ উপভোগ করিবে; বিপদে বুক দিয়া দাঁড়াইবে না, দূরে দাঁড়াইয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিবে, কৌতুক দেখিবে। সে

শুধু অনাথা বিধবা নয়; পতিতা, সমাজচ্যুতা, মানুষের স্নেহ, করুণা হইতে বঞ্চিতা। উপায়ের মধ্যে ভগবান্। কিন্তু শুধু ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবার শক্তি বিমলার ছিল না।

শুধু বিমলার কেন সত্যচরণেরও ততটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং সে বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তুমি কি কর্‌বে?"

বিমলা কোন উত্তর দিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল। সত্যচরণ বলিল, "তোমাদের আর কেউ আপনার লোক আছে?"

মৃদুস্বরে বিমলা উত্তর করিল, "না"।

সত্য। এখানে একা থাকতে পারবে?

বিম। না।

সত্য। তা হ'লে কোথায় থাকবে?

বিম। জানি না।

সত্য। তোমার তো খাওয়া পরার কোন সংস্থান নাই।

বিমলা নীরবে নতমুখে মাটীতে আঙুল ঘষিতে লাগিল। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার শ্বশুরবাড়ীতে কেউ নাই?"

বিম। আছে।

সত্য। সেখানে গেলে হয় না?

বিম। তারা আমায় ঠাঁই দেবে না।

বিমলা একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সত্যচরণ বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একটু পরে বিমলা ধীরে ধীরে বলিল, "কোথাও একটা দাসী-বৃত্তি ক'রে দিতে পারেন ?"

বিষাদগম্ভীর স্বরে সত্যচরণ বলিল, "তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, তোমাকে কে দাসী রাখবে ?"

বিম। রাঁধুনী রাখতে পারে।

ম্লান হাসি হাসিয়া সত্যচরণ বলিল, "তুমি আপনার অবস্থা ভুলে যাচ্ছ। তোমার হাতে খাবে কে ?"

বিমলা একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সত্যচর কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া উঠিল ; বিমলাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভেব না, ভগবান্ বলে একজন আছেন। তাঁর মনে যা আছে তাই হবে। আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ তোমার ভয় নাই।"

বিমলা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু—"

সত্যচরণ চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু কি ?"

বিমলা বলিল, "আপনার এ রকমে আসা যাওয়া—"

বিমলা থামিয়া গেল। সত্যচরণ তাহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল, "আমার আসা যাওয়াটা ভাল দেখায় না, লোকে নিন্দা করবে। না ?"

বিমলা ঘাড় নাড়িল। সত্যচরণ সহাস্যে বলিল, "যারা বিপদে উঁকি দিয়ে একটু উপকার করতে পারে না, তাদের নিন্দায় কিছু আসে যায় কি ?"

বিমলা মুখ তুলিয়া সতেজ কণ্ঠে বলিল, "আসে যায় বৈ কি। আমরা মেয়ে মানুষ, মরতে পারি, তবু লোকনিন্দা সইতে পারি না!"

সত্যচরণ হাত দুইটা বুকের কাছে জড় করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। একটু ভাবিয়া বলিল, "দেখছি, মরণ ছাড়া তোমার আর উপায় নাই। তবে আমাকে দুই এক দিন ভাবতে দাও, তার পর যা হয় ক'রো।"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সত্যচরণ চলিয়া গেল। বিমলা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হীরুর মা আসিয়া বলিল, "ওমা, এখনো ঠায় বসে আছ? রাঁধবে কখন্? খাবে কখন্? বেলা বাড়ছে না কমছে?"

বিমলা মুখ তুলিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার বেলা ফুরিয়ে এসেছে। আর নাই বা খেলাম হীরুর মা!"

হীরুর মা তর্জ্জন করিয়া বলিল, "বামুনের মেয়ের কথা শোন। না খেলে বাঁচবে কিসে?"

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিমলা বলিল, "আর বেঁচে কি হবে?"

হীরুর মা বিরক্ত ভাবে বলিল, "কথা দেখ, বলে বেঁচে কি হবে! বেঁচে আবার হবে কি? এই যে আমার ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী, একটা হাট বললে হয়, সব গেছে, তাই ব'লে কি

আমি বেঁচে নাই,—না খাই না? সংসারে থাকতে হলে—বাঁচতেও হবে, খেতেও হবে।"

বিমলা অশ্রুসজল দৃষ্টিতে হীরুর মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হীরুর মা বলিতে লাগিল, "সে যাহোগ বাছা, তোমাদের জাতের কেমনতর ধারা। এমন সোমত্ত বয়েস, আমাদের ঘরে হ'লে এদ্দিন তিনটে নিকে করতো, সোয়ামি নিয়ে সুখে ঘর ঘরকন্না করতো।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিমলা বলিল, "দূর মাগী, আমরা যে বামুন।"

হীরুর মা রাগে গর গর করিতে করিতে বলিল, "রেখে দাও তোমার বামুন! বামুন ব'লে জলে পড়ে গেছে নাকি? এমন সোমত্ত বয়েস, মা দুগ্‌গার মত চেহারা নিয়ে এক মুঠো ভাতের তরে হাহা ক'রে বেড়াবে, আর বলবে আমরা বামুন। ধোৎ তোর বামুনদের কেঁথায় আগুন।"

বিমলা বলিল, "আমাদের ও কথা বলতে নাই হীরুর মা, ওতে পাপ হয়।"

হীরুর মা গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তা পাপ হয় হ'লো, এখন তুমি এক মুঠো আলোচাল ফুটুবে, না বলবে আমরা বামুন।"

হীরুর মার রাগ দেখিয়া বিমলা হাসিতে হাসিতে রন্ধনের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ !

"কি ভাবছ সত্যচরণ ?

"ভাবছি হিন্দুসমাজটা কবে উচ্ছন্নে যাবে ।"

"তুমিও হিন্দু, আমিও হিন্দু, সুতরাং হিন্দুসমাজ উচ্ছন্নে গেলে তোমার আমার কোন লাভ নাই ।"

ভ্রূকুটী করিয়া সত্যচরণ বলিল, "আমাদের লাভ না থাক, অপরের আছে। অন্ততঃ কতকগুলা দুর্ব্বল, সমাজের অন্যায় উৎপীড়নের হাত হ'তে রক্ষা পাবে ।"

গম্ভীরভাবে বাচস্পতি বলিলেন, "সমাজের কাছে সবল দুর্ব্বল ভেদ নাই সত্যচরণ ।"

সত্যচরণ বলিল, "কিন্তু স্ত্রীপুরুষ ভেদ আছে ।"

বাচ। সেটা ঐশ্বরিক বিধান।

সত্য। ঈশ্বর এমন কোন্ বিধান করেন নাই, যাতে একজন পুরুষ যে অপরাধ ক'রে অনায়াসে অব্যাহতি পাবে, আর একটা স্ত্রীলোক সেই অপরাধে সমাজ হ'তে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হবে।"

বাচ। মানুষ বিচারক, মানবোচিত দুর্ব্বলতা সব সময়ে ত্যাগ করতে পারে না সত্যচরণ!

সত্য। এমন দুর্ব্বল মানুষের বিচার করতে যাওয়াই ভুল।

বাচ। তুমি কি সমাজ-বন্ধন তুলে দিতে চাও?

সত্য। যে সমাজ শুধু দুর্ব্বলকেই আষ্টে পৃষ্টে বাঁধে, সবলের কাছে অগ্রসর হ'তে পারে না, সে সমাজ-বন্ধন শুধু প্রহসন মাত্র।

বাচ। কিন্তু সমাজ-বন্ধনই লোকস্থিতির মূল। ভগবান্ ব'লেছেন—

বাধা দিয়া উগ্রকণ্ঠে সত্যচরণ বলিল, "রেখে দিন আপনাদের ভগবান্; যদি ভগবান্ বলে কেউ থাকে এবং তার যদি এরূপ বিধান হয়, তবে হিন্দু বিধবাদের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে সে ভগবান্ এতদিনে ভস্মসাৎ হয়ে গিয়েছে।")

মৃদু হাসিয়া বাচস্পতি বলিলেন, "দেখছি, তুমি বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী।"

সত্যচরণ বলিল "যা সঙ্গত, যা ন্যায্য, আমি তারই পক্ষপাতী। শিরোমণি মহাশয় যদি ষাট বৎসরে পঞ্চমপক্ষে দারপরিগ্রহ করতে পারেন, তবে একটা বার বছরের মেয়ে বিধবা হ'লে তার কি আর বিবাহ হ'তে পারে না!"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বাচস্পতি বলিলেন, "একজন যদি প্রবৃত্তির দাস হয়, তবে সকলকেই তুমি সেই পথ অবলম্বন করতে বল?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সত্যচরণ বলিল, "কাজেই, আপনারা নিবৃত্তি মার্গটা শুধু ঐ বিধবাদের জন্যই নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন।"

গম্ভীরস্বরে বাচস্পতি বলিলেন, "ভুল বুঝেছ সত্যচরণ, দুইটা পথই দুই জনের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। যে যেটা পারে বেছে নেয়। সকল পুরুষে যাট বৎসরে বিবাহ করে না, আবার সকল বিধবা নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণ করে না।"

সত্যচরণ বলিল, "অনেকে আবার শুধু নিবৃত্তিমার্গ ত্যাগ করে না, জাতি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু জানবেন, সেজন্য দায়ী আপনারা।"

বাচস্পতি বিস্মিতভাবে শিষ্যের মুখের দিকে চাহিলেন। সত্যচরণ দৃঢ় সতেজকণ্ঠে বলিল, "আপনারা সমাজের বিধাতা, ব্যবস্থাদাতা; সুতরাং সমাজের অত্যাচার উৎপীড়নের জন্য আপনারাই দায়ী।"

বাচস্পতি বলিলেন, "আমাদের ব্যবস্থায় কেহই অসৎ পথ অবলম্বনে বাধ্য হয়, তোমার এ কথাটা বুঝতে পারলাম না সত্যচরণ!"

সত্যচরণ তখন রামজীবন চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিমলার অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই অনাথা বিধবার জন্য আপনারা এখন কোন্ পথ নির্দ্দেশ করেন?"

একটু চিন্তা করিয়া বাচস্পতি বলিলেন, "আমরা যে পথই

নির্দ্দেশ করি, তুমি এখন এই অনাথার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা কর্‌তে চাও তাই বল।"

সত্য। আমার মতে এই অনাথা বিধবার পুনরায় বিবাহ দেওয়া উচিত।

বাচ। কিন্তু বিধবা বিবাহ সমাজে অপ্রচলিত।

সত্য। আপনারা চেষ্টা কর্‌লেই তা প্রচলিত হ'তে পারে।

বাচ। তা পারে। কিন্তু তাতে সমাজে একটা ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হবে।

সত্য। কিরূপ বিপ্লব ?

বাচ। এরূপ বালবিধবাগণের বিবাহ যে উচিত একথা কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তিই অস্বীকার কর্‌তে পারে না। কিন্তু সত্যচরণ, সমাজে একবার বিধবা বিবাহের স্রোত প্রবাহিত হ'লে তখন আর তা শুধু বালবিধবার বিবাহেই সংযত হ'য়ে থাকবে না। তখন বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, সকল শ্রেণীর বিধবার মধ্যেই এই স্রোত প্রবাহিত হ'তে থাকবে। হিন্দুসমাজের স্বাতন্ত্র্যটুকু বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে।

সত্যচরণ বলিল, "সে অবাধ স্রোত আপনারাই রোধ করতে পারেন।"

বাচস্পতি বলিলেন, "স্রোত একবার প্রবাহিত হ'লে আর তার রোধ করা যায় না, সত্যচরণ। তার সাক্ষী, যে সকল সমাজে

বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সেই সকল সমাজের অবস্থা দেখ। আমাদের নীচ শ্রেণীর মধ্যেও বিধবাবিবাহের প্রচলন আছে, সে দিকেও লক্ষ্য কর। কেবল বালবিধবা নয়, অসহায়া বিধবা নয়, অনেক সন্তানের জননীও তৃতীয় বার চতুর্থবার স্বামিগ্রহণে বিরত নয়। তুমি কি আমাদের হিন্দুসমাজকে এই সকল সমাজের পর্য্যায়ভুক্ত করতে ইচ্ছা কর ?"

সত্যচরণ নতমস্তকে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বাচস্পতি বলিলেন, "এখন আমরা কোন্ পথ নির্দ্দেশ করি শোন, কোন লোকের গৃহে দাসীবৃত্তি ক'রেও যদি এই বিধবা আপনার ব্রহ্মচর্য্য বজায় রাখতে পারে, তবে তার চেয়ে আর প্রকৃষ্ট পথ নাই।"

সত্যচরণ বলিল, "কিন্তু এ পথ অতি দুর্গম। তার চারিদিকে প্রলোভন।"

বাচ। প্রলোভন কোথায় নাই সত্যচরণ? বিবাহিতার নিকটেও কি প্রলোভন থাকে না ?

সত্য। থাকলেও তার সে প্রলোভনের হাত হ'তে আত্মরক্ষা করবার অনেকটা সুযোগ থাকে। সুতরাং আমি এই বিধবার পুনরায় বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি।

বাচ। ইচ্ছা হ'লেও সহজে তা পারবে না। কে বিবাহ করবে ?

সত্য। দেশে কি এমন মহাপ্রাণ লোক নাই যে বিধবা বিবাহ করতে পারে ?

বাচ। বিধবাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করবার লোক অনেক পাবে, কিন্তু বিধবা বিবাহ ক'রে সমাজের উৎপীড়ন সহ্য করবার সাহস সকলের নাই।

সত্য। বিধবা বিবাহ তো মাঝে মাঝে হয় ?

বাচ। সে কোথাও অর্থলোভে হয়, কোথাও রূপজ মোহে প'ড়ে হয়। কিন্তু এই দরিদ্র কন্যাকে বিবাহ করতে কেউ সম্মত হবে ব'লে বোধ হয় না।

সত্য। অপরে না হয় আমি নিজে হব।

বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিয়া বাচস্পতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ? পারবে ?"

সহাস্যে সত্যচরণ বলিল, "না পারবার কোন কারণ নাই।"

বাচ। কারণ অনেক আছে। প্রথমতঃ তারিণীবাবু তোমাকে বিষয় হ'তে বঞ্চিত করবেন।

সত্য। আপনি কি আমাকে এতটা অপদার্থ জ্ঞান করেন ?

বাচ। দ্বিতীয়তঃ, তুমি সমাজ-বহির্ভূত হবে।

সত্য। আমি যে সমাজের ধ্বংস কামনা করি, তা হ'তে বহির্ভূত হ'লে আমার কিছুমাত্র দুঃখ হবে না।

বাচ। তৃতীয়তঃ গৌরীর সহিত তোমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হ'য়েছে।

সত্য। এখনও বাগ্‌দান হয় নাই। তাকে অন্য পাত্রস্থা করতে পারবেন।

বাচস্পতির মুখখানা বড় গম্ভীর হইয়া আসিল। একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি জানতাম, গৌরীকে বিবাহ করবার জন্য তোমার একটু আগ্রহ আছে।"

সত্যচরণ মাথাটা নীচু করিয়া বলিল, "আপনি গুরু, আপনার কাছে গোপন করব না, আগ্রহ আমার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কর্ত্তব্যের জন্য আমি আগ্রহ দমন করতে জানি।"

বাচস্পতির গম্ভীর মুখে প্রফুল্লতার ছায়া পড়িল। তিনি হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন, "যদি তাই হয়, তবে আশীর্ব্বাদ করি সত্যচরণ, তুমি সুখী হও। কিন্তু সাবধান, কর্ত্তব্যভ্রমে রূপজ মোহ তোমায় আকর্ষণ না করে।"

সত্যচরণ গুরুর পদধূলি গ্রহণ করিল।

সত্যচরণ যখন টোল হইতে বাহির হইল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। সে টোল হইতে বাহির হইয়া চিন্তিত মনে যাইতেছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে কাপড়ে টান পড়িল। সত্যচরণ চমকিতভাবে ফিরিয়া চাহিতেই পশ্চাতে গৌরী মুখে হাত চাপা দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি গৌরি!"

গৌরী উত্তর দিল না, শুধু ঠোঁট টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে

লাগিল। আকাশের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে গোধূলির স্বর্ণচ্ছটা আসিয়া তাহার গণ্ডে ললাটে রক্তিম রাগ মাখাইয়া দিল।

সত্যচরণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে, এত হাসি কেন?"

গৌরী পূর্ব্ববৎ নীরব, শুধু তাঁহার ঠোঁটে সেই মৃদু হাসি।

বিরক্তভাবে সত্যচরণ বলিল, "ক'দিন পড়তে আসিস্ নাই যে?"

গৌরী ঘাড় দোলাইয়া, চোখ নাচাইয়া সহাস্যমুখে উত্তর করিল, "আমি তো আর পড়বো না।"

সত্য। কেন?

গৌরী। জেঠাই মা বারণ করেছে।

সত্য। তোর মাথা ক'রেছে, পড়তে বারণ ক'রেছে!

মাথা নাড়িতে নাড়িতে গৌরী বলিল, "হাঁ, বারণ করে না বৈ কি,—তুমি তো সব জান!"

রুষ্টস্বরে সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বারণ করেছে?"

পশ্চাতে পার্শ্বে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে গৌরী মৃদুস্বরে বলিল, "আমার যে বিয়ে।"

সত্যচরণের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; মুহূর্ত্তে সে ভাব সংবরণ করিয়া চড়া গলায় সত্যচরণ বলিল, "তোর মাথা।"

গৌরী বলিল, "আমার মাথা বৈ কি, জেঠাইমা বল্‌ছিলেন। মাইরি, মাইরি।"

সত্যচরণ স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "হলেই বা বিয়ে। বিয়ে হ'লে বুঝি পড়তে নাই ?"

গৌরী বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "তা থাকবে না কেন, কিন্তু তোমার কাছে কি পড়তে আছে ? তুমি যে—"

বক্তব্য অসমাপ্ত রাখিয়াই গৌরী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সত্যচরণ তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "দেখ গৌরি, তুই বড় জেঠা হ'য়ে পড়েছিস্।"

গৌরী হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছি ?"

ক্রুদ্ধস্বরে সত্যচরণ বলিল, "তোর মুণ্ডু! একরত্তি মেয়ে, বিয়ের কথায় যেন আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে পড়েছে! কে বললে বিয়ে হবে ? বিয়ে হবে না।"

সত্যচরণের রাগ দেখিয়া গৌরী ভীত হইল; তাহার হাসিভরা মুখখানা ম্লান হইয়া আসিল। সত্যচরণ মুখ ফিরাইয়া লইয়া তর্জ্জন করিয়া বলিল, "সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, ঘরে যা।"

গৌরী একবার শঙ্কিত দৃষ্টিখানি তুলিয়া সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিল। তারপর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে ফিরিল। কিছুদূর গিয়া একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, সত্যচরণ তখনও তাহার দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গৌরী ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেল। সত্যচরণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"ওগো সত্যবাবু, তোমার নাকি বিয়ে?"

সত্যচরণ গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "হুঁ।"

তরঙ্গিণী শ্লেষের মৃদু হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটী কেমন?"

সত্যচরণ বলিল, "তোমার চেয়ে ভাল।"

তরঙ্গিণীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইল; সে গম্ভীর মুখে বলিল, "আমার সঙ্গে আর কারো তুলনা চলে না। আমি এখন—"

মৃদু হাসিয়া সত্যচরণ বলিল, "তুমি এখন কি? রাজরাণী না কি?"

তরঙ্গিণী বলিল, "রাজরাণী না হ'লেও জমিদার গৃহিণী।"

সত্যচরণ দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তরঙ্গিণী গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তাই না তুমি বিয়ে করবে না?"

সত্য। এমন ভয়ানক প্রতিজ্ঞা আমি কখনো করি নাই।

তর। আমি যেন এই রকম কথাই শুনেছিলাম।

সত্য। ভুল শুনেছিলে। আমি ব'লেছিলাম—

তর। কি ব'লেছিলে?

সত্য। ব'লেছিলাম, এখন বিয়ে করবো না।

তর। কেন ব'লেছিলে?

সত্য। তখন ইচ্ছা ছিল না।

তর। এই ছ' মাসের ভিতরেই ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল?

সত্য। মানুষের মন ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়।

তর। বিশেষ, তোমার মত মানুষের মন।

সত্যচরণ মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তরঙ্গিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু এত শীগ্গীর মনের বদল হ'লো কেন?"

সত্যচরণ বলিল, "এ কেনর উত্তর নাই।"

রুক্ষস্বরে তরঙ্গিণী বলিল, "আমি কিন্তু এর উত্তর দিতে পারি।"

সত্যচরণ একটু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি উত্তর দিতে পার?"

তীব্রদৃষ্টিতে সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "খুব সহজ উত্তর। তখন তোমার ক'নে পছন্দ—"

বলিতে বলিতে তরঙ্গিণী থামিয়া গেল। মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "সে কথা যাক্, এখন কি জন্য আমার কাছে এসেছ তাই বল।"

সত্য। তোমার দ্বারা একটা কাজ উদ্ধার করতে।

তর। কি কাজ?

সত্য। কাজটা একটু শক্ত। তুমি জেঠামশায়কে একটা অনুরোধ করতে পারবে?

মুখখানাকে অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "দেখ, এখন আর তোমার আমাকে 'তুমি' 'তোমার' এসব বলা উচিত নয়।"

ঈষৎ হাসিয়া সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলা উচিত ?"

তর। গুরুজনের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয়, তাও কি শিখিয়ে দিতে হবে ?

সত্য। শেখাতে হবে না। ভাল, আপনি জেঠা মশায়কে একটা অনুরোধ করতে পারবে ?

তর। পারবে নয়—পারবেন বল।

সত্য। আচ্ছা তাই ; পারবেন ?

সত্যচরণ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। তরঙ্গিণী কিন্তু হাসিল না। সে স্থির গম্ভীর ভাবে বলিল, "খুব পারবো। তোমার জেঠা মশায় তো এখন আমার আঁচলে বাঁধা।"

সহাস্যে সত্যচরণ বলিল, "সত্যি নাকি ?"

তরঙ্গিণী বলিল, "খুব সত্যি। তোমার জেঠা মশায় তোমার মত নির্ব্বোধ নয়, গুণের আদর জানে।"

ঈষৎ শ্লেষের স্বরে সত্যচরণ বলিল, "আমিও আমার জেঠা-মশায়কে ভাল রকমই জানি।"

ঈষৎ হাসিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা, এটাও জান তো ?"

সত্যচরণ গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমার সঙ্গে এখন অন্যরূপ সম্পর্ক, সুতরাং এসব কথার আলোচনা ভাল নয়।"

তরঙ্গিণী বলিল, "আমিও তা ভালবাসি না। এখন তোমার অনুরোধটা কি বল।"

সত্য। অনুরোধ এই বিয়ের সম্বন্ধেই।

তর। কি, যাতে বিয়েটা তাড়াতাড়ি হ'য়ে যায় ?

সত্য। না, যাতে বিয়েটা বন্ধ হয়।

তরঙ্গিণী চমকিত হইয়া বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিল। সত্যচরণ মস্তক অবনত করিল। তরঙ্গিণী বলিল, "তুমি তা হ'লে বিয়ে করবে না ?"

সত্য। করবো, তবে এটা নয়।

তর। তবে আবার কোন্‌টা করবে ? কেন, এটার দোষ কি ?

সত্য। সব কৈফিয়ৎ না দিলে চলবে না ?

তর। যদি বলতে বাধা থাকে, তবে দরকার নাই।

সত্য। বাধা আছে।

তর। তবে শুনতে চাই না। কিন্তু আর কারো দ্বারা অনুরোধ করালে না কেন ?

সত্য। আর কে আছে ? এক দিদি, সে তো শুনে রেগেই আগুন। রাগ থামলো তো কান্না।

তর। কিন্তু আমিই যে অনুরোধ করবো, একথা তোমায় কে বল্‌লে ?

সত্য। আমার মন।

তর। তোমার মন মিথ্যা ব'লেছে। আমি এমন অন্যায় অনুরোধ করতে পারবো না। •

"আচ্ছা" বলিয়া সত্যচরণ প্রস্থানোদ্যত হইল। তরঙ্গিণী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "শোন, তা হ'লে এখন কি করবে ?"

সত্যচরণ স্থিরকণ্ঠে বলিল, "নিজেই জ্যেঠা মশায়কে বলবো।"

তর। বলতে পাববে ?

সত্য। তুমি কি মনে কর আমার সে সাহস নাই ?

তরঙ্গিণী একটু কঠোর হাসি হাসিয়া বলিল, "সে সাহস থাকলে আমার খোসামোদ করতে আসতে না।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সত্যচরণ উগ্রকণ্ঠে বলিল, "তোমাকে একটা অনুরোধ করা আমি খোসামোদ ব'লে মনে করি না।"

তরঙ্গিণী একটু ম্লান হাসি হাসিল। বলিল, "তা হ'লে এখন নিজেই সাহস প্রকাশ করবে ?"

সত্যচরণ দৃঢ়স্বরে বলিল, "নিশ্চয়

তর। কিন্তু সেটা দুঃসাহস ; আর সে দুঃসাহসের পরিণাম কি তা জান তো ?

সত্য। জানি, হয়তো আমায় বাড়ী ছাড়তে হবে।

তর। তাও ছাড়তে পারবে?

সত্য। না পারবার কোন কারণ নাই।

তরঙ্গিণী একটু ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার আর এক সঙ্গে এতগুলা সাহস দেখাতে হবে না। আমিই চেষ্টা দেখব।"

সত্য। দেখবে?

তর। কাজেই। পরোপকার পরম ধর্ম্ম।

"তোমার কল্যাণ হোক্" বলিয়া সত্যচরণ প্রস্থানোদ্যত হইল। তরঙ্গিণী বলিল, "গুরুজনকে আশীর্ব্বাদ করতে নাই; গুরুজনের কাছে আশীর্ব্বাদ নিতে হয়।"

সত্যচরণ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্তে বলিল, "অভ্যাসের দোষ। প্রণাম করবো?"

মৃদু হাসিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "আজ থাক্, আগে তোমার কাজ উদ্ধার করি।"

সত্যচরণ চলিয়া গেল। তরঙ্গিণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"নতুন বৌ! ওগো নতুন গিন্নী!"

কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া তরঙ্গিণী বলিল, "যাও, আমি বুঝি গিন্নী?"

সহাস্যে তারিণীবাবু বলিলেন, "তবে তুমি কি?"

তরঙ্গিণী মুখ ভার করিয়া বলিল, "কি তা তুমিই জান। কিন্তু আমি গিন্নী হতে গেলাম কেন? আমার নাকে কি কাঁদি নথ আছে? আমার চুল পেকেছে? আমি কি বুড়ী হ'য়েছি?"

তারিণী বাবু হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গিন্নী হ'লে বুঝি বুড়ী হতে হয়?"

ঘাড় দোলাইয়া, চোখ নাচাইয়া তরঙ্গিণী বলিল, "তা হয় না বৈ কি। বুড়ী হ'লেই তো তাকে গিন্নী বলে।"

তারিণীবাবু বলিলেন, "তা বলে বটে। কিন্তু নতুন বৌ, তুমি বুড়ী না হ'লেও বুড়োর স্ত্রী তো বটে।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "বোয়ে গেছে আমার বুড়োর স্ত্রী হ'তে।"

তারি। আমার বয়স যে পঞ্চাশের কাছাকাছি নতুন বৌ

তর। পঞ্চাশ হ'লেই বুঝি লোকে বুড়ো হয়?

তারি। যুবাও থাকে না।

তর। তোমায় ব'লেছে থাকে না। খুব থাকে।

তারি। যুবার চুল পাকে না।

তর। আমাদের পাড়ার হীরু দাদার তিরিশ বছর বয়সে মাথার চুল শণের নুড়ি হ'য়ে গেছে।

তারি। সে হ'য়েছে গরমে। আমার পেকেছে বয়সে।

তর। তা পাকুক, আমি তুলে দেব।

তারি। পারবে ?

তর। খুব পারবো। আমি দাদামশায়ের কত পাকা চুল তুলে দিতাম।

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "কিন্তু পাকা চুল তুলে দিলেই কি যুবা হব ?"

জোরে ঘাড় নাড়িয়া তরঙ্গিণী বলিল, "হবে গো হবে ; আমি বলছি, খুব হবে।"

একটা হাত তরঙ্গিণীর কাঁধে রাখিয়া, অপর হাতে তাহার চিবুকখানি ধরিয়া মুগ্ধকণ্ঠে তারিণীবাবু বলিলেন, "সত্যি নতুন বৌ, তোমাকে পেয়ে আমি আবার বুঝি যৌবন ফিরে পেয়েছি।"

তরঙ্গিণীর চোখের পাতা স্বভাবতই কেমন যেন ভারী হইয়া আসিল। সে কোন উত্তর না দিয়া নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। তারিণীবাবু ডাকিলেন, "নতুন বৌ!"

তরঙ্গিণী মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তারিণীবাবু

বলিলেন, "সত্যি বল দেখি নতুন বৌ, আমাকে পেয়ে তুমি সুখী হ'য়েছ কি না।"

মৃদু হাসিয়া তরঙ্গিণী উত্তর দিল, "তোমার কি মনে হয়?"

তারি। আমার মনে হয়, তুমি সম্পূর্ণ সুখী হতে পার নাই।

তর। কেন?

তারি। আমার বয়সে তোমার বয়সে অনেক তফাৎ। তোমার এই প্রথম যৌবন, আর আমি বুড়ো না হ'লেও বার্দ্ধক্যের দরজায় এসে পৌছেচি।

তারিণীবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তরঙ্গিণী সহাস্যে বলিল, "স্বামী বুড়ো হ'লেই যদি স্ত্রী অসুখী হয়, তবে থুরথুরে বুড়ো শিবকে পাবার জন্য ভগবতী এত তপস্যা ক'রেছিলেন কেন?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "সে কথা আলাদা। মহাদেব দেবতা।"

স্থিরগম্ভীরস্বরে তরঙ্গিণী বলিল, "স্ত্রীলোকের কাছে স্বামীই দেবতা, স্বামীই স্বয়ং মহাদেব। আমি মহাভারতে পড়েছি, মেয়েমানুষের স্বামীর চেয়ে বড় দেবতা আর নাই।"

তারিণীবাবু দেখিলেন, ভক্তি ও বিশ্বাসের মহিমায় তরঙ্গিণীর মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে পত্নীর সেই স্বামিপ্রেমে সমুজ্জ্বল মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তরঙ্গিণী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যর বিয়ের কি হলো ?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "সে ঠিক হয়ে গিয়েছে। আসছে বিশে তারিখে বিয়ে।"

তরঙ্গিণী বলিল, "এই বিশে ! এত তাড়াতাড়ি কেন ?"

তারি। তাড়াতাড়ি আর কি, যখন কথা উঠেছে, তখন কাজ শেষ করে ফেলাই ভাল।

তর। দু'দিন পরে হ'লে ক্ষতি কি ?

তারি। দু'দিন আগে হ'লেও কোন ক্ষতি নাই।

তর। যখন আগেও ক্ষতি নাই, পরেও ক্ষতি নাই, তখন দু'দিন থাক্ না কেন ?

তারি। থাকবার কোন দরকার আছে কি ?

তর। দরকার না থাকলে বলবো কেন ?

তারি। কি বলছো ?

তর। বলছি, বিয়েটা এখন থাক্।

তারি। কেন থাকবে, তাই বল।

তরঙ্গিণী কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইল না ; সে স্বামীর হাতের আঙুলগুলা লইয়া নাড়িতে লাগিল। তারিণীবাবু গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, "নতুন বৌ !"

তর। কি ?

তারি। এটা তোমার নিজের কথা, না আর কারো অনুরোধ?

তর। যদি আমারই অনুরোধ হয়?

তারি। তোমার এমন অন্যায় অনুরোধ করবার কোন কারণ নাই।

তরঙ্গিণী চুপ করিয়া রহিল। তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠিক বল, সত্য তোমায় এ অনুরোধ করতে ব'লেছে কি না।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "তোমার কাছে মিথ্যা কইতে পারবো না, ব'লেছে।"

তারিণীবাবুর মুখখানা অন্ধকার হইয়া আসিল। তরঙ্গিণী মৃদু শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল, "রাগ ক'রো না ছেলে মানুষ—"

গর্জ্জন করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "ছেলে মানুষ? ছেলে-মানুষ কখনো বুড়োমানুষের কথার উপর কথা কয় না। তুমি ওকে চেন না নতুন বৌ, ও হতভাগা আমায় জ্বালাতন করেছে। ঐ ছোঁড়ার জন্যই তো আমাকে এই বয়সে আবার—"

বলিতে বলিতে তারিণীবাবু থামিয়া গেলেন। তরঙ্গিণী জিজ্ঞাসা করিল, "এই বয়সে আবার কি হয়েছে?"

ক্রোধগম্ভীর কণ্ঠে তারিণীবাবু বলিলেন, "যা হবার নয় তাই হয়েছে। এটা কি আমার বিয়ে করবার বয়স, না যুবতী স্ত্রী নিয়ে আমোদ করবার সময়? শুধু ঐ হতভাগার জন্যই তো—"

তরঙ্গিণীর লজ্জানত মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই. তারিণী বাবু চুপ করিলেন। তরঙ্গিণী ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারিণীবাবু ডাকিলেন, "যশী, যশী।"

যশোদা আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। তারিণী বাবু বলিলেন, "অপিকে ডেকে দে।"

অপর্ণা আসিলে তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিল।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকছো বাবা ?"

তারিণীবাবু চড়া গলায় বলিলেন, "সত্য কোথায় ?"

অপ। কোথায় গিয়েছে !

তারি। চুলোয় যাক্। ফিরে এলে তাকে ব'লে দিও, তারিণী চৌধুরী তার হুকুমের চাকর নয়। বিষয় সব আমার, যা কিছু দিতাম তা দয়া ক'রে দিতাম। কিন্তু আমি একটা পয়সাও দেব না। এখন তার যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, আমার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই।

অপর্ণা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা !"

তারিণীবাবু শুইয়াছিলেন, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আর বাবা নয় অপি, একখানা ছুরী এনে এই বুড়োর বুকে বসিয়ে দে। একা না পারিস্, তোর খুড়ীমাকে ডাক্, সত্যকে ডাক্, আর—আর যে কেউ থাকে সকলকে ডাক্। যদি না ডাকিস্, তবে তোর বাবারই—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই তারিণীবাবু আবার শুইয়া পড়িলেন। অপর্ণা নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর অদূরে দণ্ডায়মানা তরঙ্গিণীর উপর একটা জ্বলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

তারিণীবাবু সত্যচরণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রামজীবন চক্রবর্ত্তীকে দাহ করেছ?"

সত্যচরণ বিনীতভাবে উত্তর করিল, "করেছি।"

তারি। সে পতিত বলে বোধ হয় জানতে না?

সত্য। জানতাম।

তারিণীবাবু ভ্রূকুটী করিলেন; বলিলেন, "জেনে শুনে এই অসামাজিক কাজ ক'রেছ?"

সত্যচরণ নতমস্তকে মৃদুস্বরে বলিল, "নতুবা ব্রাহ্মণের সৎকার হ'তো না।"

রুক্ষস্বরে তারিণীবাবু বলিলেন, "তারিণী চৌধুরী বেঁচে থাকতে একজন ব্রাহ্মণের সৎকার হ'তো না, এ কথা তুমি ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করতে পারে কি?"

সত্যচরণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "দেখছি, তুমি জগতের সকলকেই তোমার চেয়ে হৃদয়হীন মনে কর।"

সত্যচরণ ঘাড় হেঁট করিয়া পায়ের বুড়া আঙ্গুলটা মাটিতে ঘষিতে লাগিল। তারিণীবাবু বলিলেন, "শুনতে পাই, এখনো তোমার সে বাড়ীতে যাতায়াত আছে।"

সত্যচরণ বলিল, "ব্রাহ্মণের একটী বিধবা কন্যা আছে।"

তারি। সে পতিতা।

সত্য। বিনাদোষে।

তর্জ্জন করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "দেখ্‌ছি, দোষ গুণ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম সব তুমি আয়ত্ত ক'রে নিয়েছ। কিন্তু এক যুবতী বিধবার কাছে একজন যুবকের যাতায়াতটা ভাল কি মন্দ, সে বিবেচনাটুকু করবার শক্তি তোমার নাই।"

সত্যচরণ শঙ্কাজড়িতকণ্ঠে উত্তর করিল, "তার সহায় সম্পদ কেউ নাই।"

তীব্রস্বরে তারিণীবাবু বলিলেন, "তোমার সহায়তায় তার বোধ হয় সকল অভাবের মোচন হ'য়েছে?"

সত্যচরণ নিরুত্তর। তারিণীবাবু বলিলেন, "তুমি শুধু নির্ব্বোধ নও, কুলাঙ্গার। তোমার ব্যবহারে চৌধুরীবংশ কলঙ্কিত।"

সত্যচরণের মুখে কথা নাই। তারিণীবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে থাকিয়া বলিলেন, "তোমাকে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

মুখ তুলিয়া সত্যচরণ ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আমি কোন অন্যায় কাজ করি নাই।"

রোষগম্ভীরস্বরে তারিণীবাবু বলিলেন, "ন্যায় অন্যায় বিচারের ভার তোমার হাতে নয়।"

সত্যচরণ বলিল, "আমার বিবেকের একটা স্বাধীনতা আছে।"

তারি। উচ্ছৃঙ্খল যুবকমাত্রেরই তা থাকে।

সত্যচরণ নীরব। তারিণীবাবু বলিলেন, "তোমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হ'য়েছে বোধ হয় জান।"

সত্য। জানি।

তারি। প্রায়শ্চিত্ত না করলে তোমার বিবাহ হ'তে পারে না।

সত্য। বিবাহে আমার প্রবৃত্তি নাই।

তারি। প্রবৃত্তি আছে শুধু আমার অপমানে?

সত্য। আপনি গুরুজন, আপনাকে অপমানিত করবার ইচ্ছা বা সাহস আমার নাই।

তারি। আমি বাচস্পতিকে কথা দিয়েছি।

সত্য। আমায় ক্ষমা করুন।

রোষদীপ্ত কণ্ঠে তারিণীবাবু বলিলেন, "তোমার মত উচ্ছৃঙ্খল যুবককে ক্ষমা করবার শক্তি আমার নাই সত্যচরণ! আজ হতে আমি তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে চাই না।"

নতমুখে সত্যচরণ বলিল, "আমার দুর্ভাগ্য।"

তারিণীবাবু ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার মত দুর্ভাগা জগতে আর নাই।"

সত্যচরণ নতমস্তকে প্রস্থানোদ্যত হইল। তারিণীবাবু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শোন, সেই মেয়েটার সম্বন্ধে কি করবে?"

সত্যচরণ বলিল, "এখনো কিছু স্থির করি নাই।"

তারি। পরে কি করবে?

সত্য। যেমন প্রয়োজন বুঝবো।

তারি। তোমার সেখানে যাতায়াত অনুচিত।

সত্য। অনুচিত হ'লেও আমায় যেতে হবে। কারণ আমি ছাড়া তাকে দেখবার কেউ নাই। তার পিতার মৃত্যুশয্যায় ব'সে আমি তার ভার গ্রহণ ক'রেছি।

তারি। ক্ষমতার অতিরিক্ত ভার গ্রহণ ক'রেছ।

সত্য। যা গ্রহণ ক'রেছি তা ত্যাগ করতে পারি না।

তীব্র ভ্রূকুটী নিক্ষেপ করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "তুমি তাকে রক্ষা করতে পারবে?"

স্থিরস্বরে সত্যচরণ বলিল, "সাধ্যমত চেষ্টা করবো।"

তারি। তোমার সাধ্য কতটুকু? আমি তাকে গ্রাম হ'তে দূর ক'রে দেব।

সত্য। আপনার সে ক্ষমতা থাকলেও অকারণ একজন দুর্বলের উপর এতটা অত্যাচার করতে পারবেন না।

তারি। এ অত্যাচার অকারণ নয়, সকারণ। আমার শাসনসীমার মধ্যে একটা বিধবার সহিত একজন উচ্ছৃঙ্খল যুবকের এরূপ অবৈধ সংসর্গ ক্ষমা করতে পারবো না।

সত্যচরণ ঘাড় উঁচু করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র এতটা নীচ নয়। আমি তার সঙ্গে বৈধ সম্বন্ধ স্থাপন করবো।"

গর্জ্জন করিয়া তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করবে?"

অবিচলিত কণ্ঠে সত্যচরণ বলিল, "প্রয়োজন হয়, আমি তাকে বিবাহ করবো।"

চীৎকার করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "কুলাঙ্গার!"

সত্যচরণ ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিল। তারিণীবাবু ক্রুদ্ধ অজগরের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

সেই দিন তারিণীবাবু বাচস্পতিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "নানা কারণে সত্যচরণের সহিত আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হওয়া উচিত নয়। আপনি গৌরীকে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করুন। বিবাহের যা ব্যয়, তা আমার তহবিল হ'তে পাবেন।"

বাচস্পতি বলিলেন, "আপনার আদেশমত কার্য্য হবে। তবে বিবাহে এত ব্যস্ত হ'বার প্রয়োজন দেখি না।"

ক্রুদ্ধভাবে তারিণীবাবু বলিলেন, "আপনার প্রয়োজন না থাকে, আমার প্রয়োজন আছে। আপনি নির্দ্দিষ্ট দিনে কন্যাকে অন্য পাত্রস্থা করবেন কি না জানতে চাই।"

বাচস্পতি ভয়ে ভয়ে স্বীকার করিলেন। তখন তারিণীবাবু দেওয়ানকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, "সত্যচরণের নামে যে একটা পৃথক্ হিসাব চ'লে আসছে, তা আর রাখবার প্রয়োজন নাই।"

দেওয়ান বলিলেন, "সব হিসাব কি আপনার নামেই হবে।"

বিরক্তির সহিত তারিণীবাবু বলিলেন, "তা নয় তো কি শঙ্কর ঘোষের নামে হবে?"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

তরঙ্গিণী বড় গর্ব্ব করিয়াই সত্যচরণের হইয়া স্বামীকে অনুরোধ করিতে গিয়াছিল, কিন্তু স্বামী যে তাহার সে গর্ব্বটাকে এমন একটা নিদারুণ লজ্জার আঘাতে চূর্ণ করিয়া দিবেন ইহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। সত্যচরণ যথার্থই বলিয়াছিল, তুমি আমার জেঠা মহাশয়কে চেন না। কে জানিত যে বুড়ার মিষ্টি কথার ভিতরে এতখানি ক্রোধ লুক্কায়িত আছে। তরঙ্গিণী যে কিরূপে সত্যচরণকে মুখ দেখাইবে তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িল।

শুধু সত্যচরণ কেন, অপর্ণার নিকটেও মুখ দেখাইতে তরঙ্গিণীর লজ্জা বোধ হইল। ছি ছি, সে যে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অপমানটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা লইয়া গিয়াছে, যাহাতে স্বামীর ক্রোধের সমস্ত দায়িত্বটা তাহার ঘাড়েই চাপিয়া বসিয়াছে। সে-ই যেন সত্যচরণকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য স্বামীর চিত্তটাকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। অপর্ণা যদি আপনার এই ভ্রান্ত ধারণা অভ্রান্ত সত্য রূপে সত্যচরণের নিকট প্রতিপন্ন করিয়া দেয়? ছি ছি, সে কি লজ্জার কথা! সত্য তাহাকে কতটা হীন, কতটা নীচপ্রকৃতি ভাবিয়া লইবে! হা ভগবান্! সে সত্যচরণকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য হীন ষড়যন্ত্রের আয়োজন করিবে? সত্য

কি তাহার এতই শক্ত ? সম্পত্তির লালসাটা কি তাহার এতই প্রবল ? ধিক্ সে লালসায় ! কিন্তু কে এ কথাটা সত্যচরণকে বুঝাইয়া দিবে ? নিজে তো পারিবেই না, সত্যচরণের নিকট এতটা হীনতা স্বীকার করিতে যাওয়া তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য, অসাধ্য বলিলেই হয়। অপর্ণাকে বুঝাইয়া দিতে পারিলেও হয়। কিন্তু অপর্ণা বুঝিবে কি !

সে দিন একাদশী। অপর্ণা আহ্নিক সারিয়া মহাভারতখানি পাড়িয়া সবে মাত্র পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে তরঙ্গিণী ঘরে ঢুকিয়া এক পাশে কিছু দূরে বসিল। নতুন মাকে ঘরে আসিতে দেখিয়া অপর্ণা যেন একটু চমকিত হইল। তদপেক্ষা বিস্মিত হইল, নতুন মার মুখ দেখিয়া। সে তরঙ্গিণীর মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি অসুখ হয়েছে নতুন মা ?"

মুখ নীচু করিয়া তরঙ্গিণী উত্তর দিল, "না।

অপর্ণা নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তরঙ্গিণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার হবিষ্যি হয়ে গিয়েছে।"

অপর্ণা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া উত্তর দিল, "আজ একাদশী।"

"ওঃ" বলিয়া তরঙ্গিণী চুপ করিয়া রহিল। অপর্ণা মহাভারতের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ যে ঘুমাও নি ?"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

তরঙ্গিণী হাতের নখ দিয়া মেঝেয় আঁক কাটিতে কাটিতে বলিল, "ঘুম ধরলো না।"

অপর্ণা নীরবে পুঁথির পাতা উল্টাইতে লাগিল, তরঙ্গিণীও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল।

একটু পরে অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু বলবার আছে নতুন মা?"

তরঙ্গিণী বলিল, "না। তুমি কি পড়ছো? মহাভারত?"

অপ। হাঁ।

তর। একটু পড় না।

অপ। তুমি পড়তে পার?

লজ্জার মৃদু হাসি হাসিয়া তরঙ্গিণী উত্তর দিল, "একটু আধটু পারি। আমি রোজ দাদামশায়কে প'ড়ে শুনাতাম।"

"তবে আমাকেও একটু শুনাও" বলিয়া অপর্ণা বইখানা তরঙ্গিণীর দিকে ঠেলিয়া দিল। তরঙ্গিণী মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। অপর্ণা বলিল, "পড় না, আমার কাছে লজ্জা কি?"

নত মুখেই তরঙ্গিণী মহাভারতখানা টানিয়া লইয়া অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ খানটা পড়বো?"

অপর্ণা বলিল, "যেখানটা হয়। আমি স্ত্রীপর্ব্ব পড়ছিলাম। ঐ খানটাই পড় না।"

তরঙ্গিণী তখন পাতা উল্‌টাইয়া স্ত্রীপর্ব্ব বাহির করিয়া গান্ধারীর বিলাপ পড়িতে লাগিল। একে কবির অপূর্ব্ব ভাষায় করুণ রসের সকরুণ বর্ণনা, তাহার উপর তরঙ্গিণীর সুমিষ্ট স্বর। এই উভয়কে সম্মিলিত করিয়া তরঙ্গিণী মধুর কণ্ঠে পড়িতে থাকিল,—

"গান্ধারী পুত্রের শোকে করেন রোদন,
আহা মরি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন।
সকল সংসার শূন্য পুত্রের বিহনে,
শুন কৃষ্ণ কত দুঃখ উঠে মম মনে।
শত পুত্র যেন মম পূর্ণ শশধর,
কি হোলো কোথায় গেল কহ যদুবর।
সে হেন সুন্দর মুখ অনলে পুড়িল,
নানা আভরণ অঙ্গে কেবা কাড়ি নিল।
নানা ভোগে নানা রঙ্গে থাকিত সকলে,
হেন তনু ছারখার করিলে অনলে।
স্বপ্নবৎ দেখি আমি সকল সংসার,
কহ কোথা গেল মম শতেক কুমার।
স্মরণ করিতে মোর বিদরে পরাণ,
হস্তিনা হইল শূন্য শুন ভগবান্।
দেখ কৃষ্ণ বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে,
দেখিতে না পায় যারে কভু সূর্য্য চান্দে।

মহারাজ দুর্য্যোধন লোটায় ভূতলে,
চরণ পূজিত যার নৃপতি মণ্ডলে।
ময়ূরের পাখা যারে করিত ব্যজন,
কুক্কুর শৃগালে তারে করয়ে ভক্ষণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী ভাসে অশ্রুজলে,
হাহাকার করিয়া লোটায় ভূমিতলে।"

শুনিতে শুনিতে অপর্ণার দুই চক্ষু দিয়া করুণার অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল; পাঠিকার কণ্ঠস্বরও জড়াইয়া আসিল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া তরঙ্গিণী পুঁথি হইতে মুখ তুলিল; ধরা গলায় বলিল, "আহা! এমনি মায়ের প্রাণ!"

অপর্ণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "এমন জিনিষ স্বর্গেও নাই।"

বিষাদের ম্লান হাসি হাসিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "আমার কিন্তু এ জিনিষটার সঙ্গে আদৌ পরিচয় নাই। মিষ্টি কি তেঁতো তাও জানি না।"

অপর্ণা ব্যথিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কত বয়সে মা মারা গেছেন?"

তরঙ্গিণী বলিল, "তিন বছরের সময়।"

অপ। মাকে একটুও মনে পড়ে না?

তর। একখানা ভারি ভারি মুখ আবছায়ার মত মনে পড়ে।

অপ। তোমার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ।

তরঙ্গিণী মৃদু হাসিয়া বলিল, "মন্দই বা কিসে বলি, তোমাদের মত মেয়ের মা হওয়া, সেটাও কি কম ভাগ্যের কথা।"

কথাটা বলিয়াই তরঙ্গিণী লজ্জায় মুখ নীচু করিল। অপর্ণা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কল্যাণী আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "বেলা যায় অপু, ঠাকুর ঘরে যাবি না?"

অপর্ণা বলিল, "এই যাই খুড়ীমা, এখনো ঢের বেলা।"

কল্যাণী তরঙ্গিণীর দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আজ যে নতুন বৌ এ ঘরে? কি ভাগ্যি।"

অপর্ণা তাড়াতাড়ি বলিল, "নতুন মা বেশ মহাভারত পড়ে খুড়ী মা, একটু শুন্‌বে?"

কল্যাণী বলিলেন, "আজ আর থাক্, বেলা গেছে, আবার রান্নাবান্নার যোগাড় ক'রে দিতে হবে।"

অপর্ণা বলিল, "তুমি রান্নাবান্না আর সংসার নিয়েই গেলে খুড়ীমা, একটু হাঁফ ক'রে বসাও কি তোমার কোষ্ঠীতে লেখেনি?"

মৃদু হাসিয়া কল্যাণী বলিলেন, "লিখবে না কেন, আগে তুই গিন্নীবান্নী হ', নতুন বৌ নিজের সংসার বুঝে নিতে শিখুক, তখন আমি দিনরাত ব'সে ব'সে তোদের সেবা নেব।"

অপর্ণা সহাস্যে বলিল, "আবার সত্যর বৌ আসবে।"

কল্যাণী মুখখানাকে ভার করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সে কপাল আমার নয় মা, রাধাবল্লভের কাছে প্রার্থনা করি, সত্যর বৌয়ের সেবা যেন আমায় নিতে না হয়।"

অপর্ণা একটু বিরক্তির সহিত বলিল, "তোমার ও কি কথা খুড়ী মা?"

কল্যাণী নীরবে একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অপর্ণা বলিল, "সত্য খেতে এসেছিল?"

কল্যাণী বলিলেন, "আসবে না তো খাবে কোথায়?"

অপ। কিছু বললে?

কল্যা। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তো কিছু বলবে। এলো, মাথা হেঁট ক'রে খেয়ে চলে গেল।

অপর্ণা রাগতভাবে বলিল, "আর তুমিও মুখ ভার ক'রে রইলে। বল্লে খুড়ী মা, ভগবান্ যে কি দিয়ে তোমায় মেয়ে মানুষ তৈরী ক'রেছিলেন, তা জানি না।"

কল্যাণী সহাস্যে বলিলেন, "ইট পাথর লোহা এই সব দিয়ে আর কি। তা যা দিয়েই করুক, এখন উঠে ঠাকুর ঘরে যা, বেলা যায়।"

কল্যাণী চলিয়া গেলেন। অপর্ণা আপন মনে বলিল, "এমন মাও কখনও দেখি নাই।"

তরঙ্গিণী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল; সে মুখ তুলিয়া

অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যচরণ সত্যই কি বিধবা বিয়ে করবে ?"

অপর্ণা বলিল, "কে জানে বাছা, কি করবে। তবে শুনছি তো তাই।"

তর। তুমি বুঝিয়ে বারণ কত্তে পার না ?

অপ। বুঝলে তো বোঝাব। বুঝবার ছেলেই সে নয়। যা ধরে তা সহজে ছাড়ে না।

তরঙ্গিণী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "উনি নাকি খুব রেগে গেছেন।"

অপর্ণা বলিল, "রাগবারই কথা। এখনো যে বাড়ীতে ঢুকতে দিচ্চেন এই আশ্চর্য্য।"

তর। তা হঠাৎ ওর এমন মতি হ'লো কেন ?

অপ। ওর মতিগতি বোঝা দায়। মেয়েটা নাকি অনাথা, খেতে পরতে পায় না, এই আর কি, তাকে বিয়ে করতে হবে।

তর। তা খেতে পরতে পায় না, খেতে পরতে দিলেই তো চলে।

অপ। খেতে পরতে যেন দিলে, কিন্তু তার দেখা শোনা করে কে ? একে বিধবা, যুবতী।

তরঙ্গিণী মৃদু হাসিল; বলিল, "ঐ খানেই যত গোল। তা মেয়েটাকে দেখবার কেউ না থাকে, বাড়ীতে এনে রাখলে চলে না ?"

অপর্ণা বলিল, "তারও উপায় নাই, সে সমাজে পতিত।"

তর। তা এই পতিত মেয়েটার উপরেই ওর এত দরদ হ'লো কেন?

অপ। ঐটাই ওর রোগ। যাকে সবাই ত্যাগ করবে, তার জন্যই ওর যত মাথাব্যথা।

তর। এখন এই মাথাব্যথার জন্য বিষয় আশয় যে সব যায়?

অপর্ণা দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল, "ওর তো তাতে বড়ই ক্ষতি। বিষয়ের ওপর কি ওর দরদ আছে?"

তরঙ্গিণী বলিল, "দায়ে পড়িলেই দরদ বুঝতে পারবে।"

অপর্ণা অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী করিল। তরঙ্গিণী নীরবে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধবা বিবাহের কথা যখন উঠিল, তখন তাহা গ্রামে রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। একে জমিদারের ঘরের কথা, তাহার উপর বিধবাবিবাহ; সুতরাং চারিদিকে আন্দোলনের ধূম পড়িয়া গেল। আন্দোলনের বেগটা বেশী হইল শিরোমণি মহাশয়ের টোলে। সেখানে যুক্তিতর্করূপ মন্দর দ্বারা শাস্ত্রসমুদ্র অবিরাম মথিত হইতে লাগিল। সে মন্থনে ধর্ম্মরূপ অমৃত উঠিল, আচাররূপ উচ্চৈঃশ্রবা উঠিল, শেষে অধর্ম্মরূপ হলাহলও উত্থিত হইল। সে হলাহল গলাধঃ করিতে মহেশ্বর ছিলেন না, সুতরাং উহা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়া শীঘ্রই যে সমাজ ও ধর্ম্মকে ধ্বংসের পথে প্রেরণ করিবে সকলেই এইরূপ আশঙ্কা করিতে লাগিল। শিরোমণি মহাশয় নূতন পঞ্জিকা হইতে ভবিষ্যপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া কলির ভাবী ভীষণ অবস্থা বর্ণনে শ্রোতৃবর্গকে চমকিত করিয়া দিলেন।

মেয়ে মহলেও আন্দোলন বড় কম হইল না। সেখানে বিচার বিতর্কের পরিবর্ত্তে বিস্ময় প্রকাশ ও গালাগালিরই বেশী ছড়াছড়ি হইল। কেহ রামজীবন চক্রবর্ত্তীর মেয়েটার মুখাগ্নির ব্যবস্থা করিল, কেহ তাহাকে গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিল, কেহবা সম্মার্জ্জনী প্রহারেও গায়ের ঝাল মিটিবে না বলিয়া মাথায়

ঘোল ঢালিয়া মেয়েটাকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব করিল। বিমলার সৌভাগ্য যে তাহাদের একটা প্রস্তাবও কার্য্যে পরিণত হইল না। শুধু চারিদিকে একটা ছি ছি রব উঠিল।

কেবল একজন এই কথাটার ভিতর ছি ছি করিবার মত কিছু দেখিতে পাইল না, বরং কথাটা শুনিয়া যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিল। সে হীরুর মা। একে বাগ্দীর মেয়ে, তাহার উপর বুড়ী, সুতরাং হীরুর মা যে ধর্ম্মের কিছুই জানিত না, যাহাও জানিত, বুড়া হইয়া তাহাও যে ভুলিয়া গিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই সংশয় থাকিতে পারে না। সুতরাং বুড়ীর কথা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু ধর্তব্যের মধ্যে না হইলেও গ্রামের অনেক নবীনা প্রবীণার সহিত বুড়ীর ঝগড়া বাধিয়া গেল। তাহার সাক্ষাতে কেহ বিধবাবিবাহের নিন্দাবাদ করিলে সে রাগে জ্বলিয়া উঠিত, এবং যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিয়া নিন্দাকারিণী-দিগকে তিরস্কার করিতে ছাড়িত না।

সেদিন জমিদারবাবুদিগেরই শ্যান্ সায়রের বাঁধা ঘাটে অনেকগুলি নবীনা ও প্রবীণার সমাগম হইয়াছিল। প্রবীণারা শিবের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিতে দিতে এবং নবীনারা গাত্রমার্জ্জন দ্বারা অঙ্গরাগ বর্দ্ধন করিতে করিতে বিধবাবিবাহের সমালোচনায় একান্ত মনোনিবেশ করিয়াছিল। বিধবাবিবাহটা যে হাড়ী বাগ্দীদের সাঙ্গারই নামান্তর, বির্মল হতভাগী যে কেবল রূপের কুহকে

জমিদারের ভাইপোকে ভুলাইয়া তাহার সর্ব্বনাশের উদ্যোগ করিয়াছে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া সকলে বিমলার ছাই রূপযৌবনে অগ্নিসংযোগের ব্যবস্থা করিতেছিল। শুধু দুই একজন বালবিধবা কোন সিদ্ধান্তে মত না দিয়া শিবের উদ্দেশে ঘন ঘন অঞ্জলিভরা জল ঢালিতেছিল। এমন সময় ঘুঁটের ছাই দিয়া দাঁত ঘষিতে ঘষিতে হীরুর মা আসিয়া ঘাটের চাতালের একপাশে দাঁড়াইল।

সমালোচনা স্রোত মুহূর্ত্তের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা ক্ষণকাল মাত্র। ক্ষণকাল পরেই ঘোষগিন্নী হীরুর মার দিকে চাহিয়া শ্লেষপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও হীরুর মা, বিয়েটা হচ্চে কবে?"

হালদারদের মেজো বৌ মৃদু হাসিয়া বলিল, "বিয়েতে বাজনা হবে তো হীরুর মা?"

হীরুর মা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, "আর মা, কত লোকের মিনি বিয়েতেই বাজনা বেজে গেল, তা এ বিয়েতে বাজনা বাজতে দোষ কি?"

ঘোষগিন্নী নাসা কুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন, এবং মুখে জলের ছিটা দিয়া জপে মনোনিবেশ করিলেন। যাহারা ঘোষগিন্নীর বিধবা কন্যার চরিত্রের কথা জানিত, তাহারা মুখ মুচকাইয়া একটু হাসিল। হালদার বৌ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "শুধু বাজনা হ'লে তো চলবে না হীরুর মা, কলসীও তো চাই?"

বিংশ পরিচ্ছেদ

হীরুর মা বলিল, "শুধু কলসী নয় মা দড়িও চাই। দু'য়েরি বায়না দেওয়া হ'য়েছে, অনেক চাই কি না।"

গোবরার পিশী জিজ্ঞাসা করিল, "এত কি হবে?"

হীরুর মা শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "গাঁয়ে অনেক ঘরে বিলি কত্তে হবে। অনেকেরই যে এতে দরকার পিস্ঠাকরুণ।"

ঘোষগিন্নী জপ হইতে বিরত হইয়া উষ্মাপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আর কারো দরকার নাই লো বুড়ী, তোর একটা, আর সেই পোড়াকপালীর একটা হ'লেই চলবে।"

হীরুর মা গর্জ্জন করিয়া বলিল, "বালাই, তার কপালের মত সোণার কপাল কোন্ বেটা বেটীর আছে? সে আমার সোণার সংসার পেতে বসবে, আর যে পোড়াকপালীরা ঘরের কোণে রাসলীলে করে, তারা হিংসেয় গলায় কলসী বেঁধে এই পুকুরের জলে ডুবে মরবে।"

হীরুর মার উত্তর শুনিয়া রমণীমণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। কেহ মাথা হেঁট করিল, কেহ বা মৃদু হাসিল। ঘোষগিন্নী ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "বটে রে হারামজাদা মাগী, যত বড় মুখ তত বড় কথা, খেংরায় মুখ ভেঙ্গে দেব তা জানিস্?"

হীরুর মা হাত নাড়িয়া মাথা দোলাইয়া বলিল, "খেংরা নিয়ে সব্বাই ঘর করে গো ঠাকরুণ, চেপে যাও না। হীরুর মা আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ী, সকলেরই কুলের কথা জানে।"

ঘোষগিন্নী রাগে আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, গোবরার পিসী তাঁহাকে থামাইয়া বলিল, "চুপ কর দিদি, ও মাগীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে?"

ঘোষগিন্নী হীরুর মার উপর একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সগর্জ্জনে বলিলেন, "বেটী ছোট লোক!"

হীরুর মা বলিল, "আমরা বাগ্দীর মেয়ে, ছোট লোকই তো আছি, কিন্তু তোমাদের কায়েত বামুনের ঘরের কথা বলতে গেলে আমাদেরও পেরাচিত্তির কত্তে হয় তা জান?

ক্ষান্ত ঠাকরুণ তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "ও কি হীরুর মা, বুড়ো হ'য়ে কি তোর ভীমরতি হ'য়েছে?""

হীরুর মা বলিল, "আমাকে ঘাঁটাও কেন মা ঠাকরুণ, আমি তো কারুর গায়ে পড়ে বল্‌তে যাই না। তোমরাই বল না মা, তোমরা তো ভদ্দর নোকের মেয়ে, শাস্তর জান, জপতপ কর। একটা মেয়ে, দাঁড়াবার থলকূল নেই, সে না খেয়ে মরবে, না পাপ কাজ ক'রে দিন চালাবে? সেটা ভাল, না তার বিয়ে ক'রে সোয়ামী নিয়ে ঘর করা ভাল? তাই নিয়ে তোমরা আবার এত কথা কইচো! আঃ রে, তোমাদের কেবল মালা ঠকঠকিই সার!"

গজ গজ করিতে করিতে হীরুর মা ঘাটের এক পাশে নামিল, এবং স্নান করিয়া উঠিয়া সদর্প পদক্ষেপে চলিয়া গেল। রমণী-মণ্ডলী বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

হীরুর মা চলিয়া গেলে আবার সকলের মুখ ফুটিল। ঘোষগিন্নী গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার ভাসুরপোকে বলিয়া হীরু বাগ্দীর যে ভিটা মাটী চাটী করিবেন এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে করিতে ঘাট হইতে উত্থিত হইলেন।

এদিকে হীরুর মা ভিজা কাপড়ে ভিজা মাথায় একেবারে বিমলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "দেখ বাছা, যদি ভাল চাও তো বিয়ে কর, কোন হারামজাদীর কথা শুনো না। বিয়ে ক'রে সোণার চাঁদ সোয়ামী নিয়ে ঘর আলো কর, হিংসুটে মাগীদের মুখে চূণকালি পড়ুক। তা যদি না কর, তবে তোমার দরজায় মাথা কুটে রক্তগঙ্গা হব ; তোমার ছাঁচতলায় যদি পা দিই, তবে আমি নফরা মাজির মেয়েই নই।"

বিমলা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন হীরুর মা, হ'য়েছে কি ?"

হীরুর মা জিজ্ঞাসার কোন উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

খানিক পরে হীরুর মা ভিজা কাপড় ছাড়িয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বিমলা ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে হীরুর মা হাসিতে হাসিতে বলিল, "হবে আবার কি ? তুমিও যেমন, একটা কথা ভাবতে ভাবতে মেজাজটা রুক্ষি হ'য়ে উঠেছিল। বুড়ো মানুষ কি না।"

আসল কথা, বিমলার বিবাহের কথা লইয়া পাড়ায় পাড়ায় যে একটা নিন্দাবাদের সূত্রপাত হইয়াছে, সে কথাটা বিমলার কাছে প্রকাশ করিতে হীরুর মা অনিচ্ছুক। পাড়াপ্রতিবাসীদের সহিত বিমলার সংস্রব ছিল না, সুতরাং আন্দোলনটা যে বিমলার অজ্ঞাত রহিয়াছে ইহাই সে জানিত। তাই রাগের মাথায় যাহা বলিয়া গিয়াছিল, তাহা চাপা দিবার চেষ্টা করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

হীরুর মা বিমলার নিকট যে কথাটা লুকাইল, সে কথাটা যে অনেক আগেই বিমলার কাণে আসিয়াছিল, হীরুর মা তাহা জানিত না। কথা বাতাসের আগে যায়। সুতরাং পাড়া বেড়াইবার অভ্যাস না থাকিলেও বিমলা ঘরে বসিয়াই শুনিতে পাইয়াছিল যে, সত্যচরণ তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, এবং তাহাই লইয়া গ্রামের মেয়ে পুরুষে একটা কুৎসিত আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। কথাটা শুনিয়া বিমলার যেমন বিস্ময় হইল, তেমনই কষ্টও হইল। তাহার যে আবার বিবাহের প্রস্তাব উঠিতে পারে, এ কথাটা সে কখনও কল্পনাও করে নাই। তাহার ইচ্ছা হইল, সে সত্যচরণকে কতকগুলা তিরস্কার করে। কিন্তু সে যেদিন হইতে ইঙ্গিতে সত্যচরণকে আসিতে নিষেধ করিয়াছে, সেই দিন হইতে সত্যচরণ আর তাহার কাছে আসে না। তাহার যাহা কিছু দরকার, হীরুর মাই তাহা আনিয়া দেয়। তবে সে সকল যে সত্যচরণেরই প্রদত্ত সে বিষয়ে বিমলার কিছু মাত্র সন্দেহ ছিল না।

সত্যচরণের সহিত দেখা করিয়া কথাটা বোঝাপাড়া করিবার জন্য বিমলার বড়ই আগ্রহ হইল। সে একদিন হীরুর মাকে বলিল, "হাঁ হীরুর মা, ওঁর সঙ্গে তোর দেখা হয়?"

হীরুর মা উত্তর করিল, "কার সঙ্গে ?"

বিমলা বলিল, "কার সঙ্গে আবার ? ওঁর সঙ্গে ?"

উনি লোকটা কে তাহা বুঝিতে পারিলেও হীরুর মা একটু দুষ্টামি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার ? রাম ঠাকুরের সঙ্গে ?"

বিমলা রাগিয়া বলিল, "হাঁ, রাম ঠাকুরের সঙ্গে ?"

ঈষৎ হাসিয়া হীরুর মা বলিল, "তা কেন দেখা হবে না ? রোজ দু'বেলা বলতে গেলে দেখা হয়। আহা, রাম ঠাকুর লোকটা বড় ভাল, আমায় কত দরদ করে। বলে, হীরুর মা, তোর এই বয়েস, এ বয়সে কি আর তোর খেটে খাওয়া চলে ?"

ভ্রূকুটী করিয়া বিমলা বলিল, "তবে একটা সাঙ্গা ক'রে ফেল্।"

হীরুর মা হাত দুইটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আর দিদি, সে বয়েস কি আর আছে ? থাকতো যদি তোমাদের মত সোমত্ত বয়েস, তবে এদ্দিন সাতটা সাঙ্গা ক'রে ফেলতাম।"

বিমলা রাগিলেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে বলিল, "বলিস্ কি হীরুর মা, সাত—টা ? এক সঙ্গে নাকি ?"

মাথা দোলাইয়া হীরুর মা বলিল, "তা সাতটাই হোক, আর পাঁচটাই হোক, তোমার মত এক সন্ধ্যে এক বেলা আলোচাল ফুটিয়ে খেয়ে প'ড়ে থাকতাম না। মা গো মা, একরত্তি মেয়ে,

তার কি শাসন! একাদশীর দিন এক আঁজলা জল মুখে দেবার যো নাই।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিমলা বলিল, "চুপ্ কর্ মাগী, তুই তো একাদশীতে খুব জল খাস্?"

হীরুর মা বলিল, "কেনে খাবনা গা, আমরা কি তোমাদের মত বামুনের মেয়ে!"

বিমলা নীরবে একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। হীরুর মা বলিল, "তা রাম ঠাকুরকে কি দরকার গা?"

বিমলা বলিল, "তোর ছাদ্দ করতে।"

হীরুর মা বলিল, "আমার ছাদ্দ। তা রামঠাকুর কেন আমার ছাদ্দ করবে দিদি, ওনারা হ'লো কুলীন বামুন।"

বিমলা বলিল, "তা না ক'রে করবে, তুই মাগী আপনার কাজে যা।"

হীরুর মা বলিল, "তা যাচ্চি।"

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা হ'লে ডেকে দেব?"

বিমলা বলিল, "তাই দিস্।"

পরদিন মধ্যাহ্নে বিমলা যখন হবিষ্যান্নের উদ্যোগ করিতেছিল, তখন সত্যচরণ আসিয়া ডাকিল, "বিমলা!"

বিমলা তাড়াতাড়ি গায়ে মাথায় কাপড় দিয়া রন্ধনশালার

বাহিরে আসিল। সত্যচরণ উঠানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় ডেকেছ বিমলা?"

বিমলা ঘাড় নাড়িল। সত্যচরণ বলিল, "কেন ডেকেছ?"

বিমলা কোন উত্তর না দিয়া দাবার উপর আসন পাতিয়া দিল। মৃদু হাসিয়া সত্যচরণ বলিল, "বসবো আবার?"

বিমলা মাথা নীচু করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। সত্যচরণ আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন বিশেষ কথা আছে কি?"

বিমলা চুপ করিয়া রহিল। সত্যচরণ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার কোন কষ্ট হচ্চে কি?"

বিমলা মৃদুস্বরে বলিল, "আমার মত বিধবার আবার কষ্টই কি, আর সুখই কি?"

সহাস্যে সত্যচরণ বলিল, "জীব মাত্রেরই সুখ দুঃখ আছে। তবে তুমি জোর ক'রে সে কথাটা অস্বীকার করতে পার।"

বিমলা একবার সত্যচরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। সত্যচরণ বলিল, "তোমার কোন কথা থাকে বলতে পার।"

বিমলা একটু ইতস্তত: করিয়া বলিল, "আপনি আর এদিকে আসেন না।"

সত্যচরণ বলিল, "এলে পাছে দোষ হয় তাই আসি না।"

বি। আপনি যখন আমার রোজ মাপছেন, তখন আসাতেই আর দোষ কি?

স। তুমি দোষ মনে না করলেও পাঁচজনে দোষ ধরতে পারে।

বি। আপনি কি পাচ জনকে ভয় করেন?

স। নিজের জন্য না করলেও তোমার জন্য ভয় করি।

ঈষৎ রুক্ষস্বরে বিমলা বলিল, "সেই জন্যই বুঝি আপনি—"

শেষ কথাটা বিমলার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সত্যচরণ একটু অপেক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি করেছি বিমলা?"

বিমলা কোন উত্তর দিল না, শুধু সত্যচরণের মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিল। সত্যচরণও নীরবে বসিয়া রহিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া সত্যচরণ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কথাটা কি আমাকেই বলতে হবে?"

বিমলা মাথাটা আরও নীচু করিল। সত্যচরণ দৃষ্টি ফিরাইয়া মাথাটা একবার চুলকাইয়া লইয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই, না?

সত্যচরণ দেখিল, বিমলার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সত্যচরণ তাহার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "এটা কি নিন্দা বা দোষের কাজ বিমলা?"

বিমলা রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল, "ছিঃ !"

সত্যচরণ বলিল, "ছি নয় বিমলা, মনে ক'রো না, আমি তোমাকে পাপ কাজে প্রবৃত্তি দিচ্ছি। বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-সম্মত, শুধু শাস্ত্রসম্মত নয়, ধর্ম্মসঙ্গত, তোমার অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী।"

বিমলার মুখে কোন কথা নাই, সে নীরব নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মান। সত্যচরণ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "লোকে নিন্দা করবে, করে করুক, লোকের কথায় কাণ দিও না। ধর্ম্মের কাছে ঈশ্বরের কাছে, আপনার মনের কাছে খাঁটী থাকবে।"

বিমলা দুই হাতে খুঁটাটা জড়াইয়া ধরিয়া নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। সত্যচরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ আমি চললাম। তুমি তোমার মনের সঙ্গে, অবস্থার সঙ্গে বোঝাপাড়া ক'রে দেখ; তার পরে আমার কথার উত্তর দিও। শুধু লোকনিন্দার ভয় ক'রে আপনাকে লোকের কাছে আরো হীন—আরো ঘৃণ্য ক'রে রেখো না এইটুকু আমার অনুরোধ।"

সত্যচরণ চলিয়া গেল। বিমলা সেইখানে বসিয়া পড়িল।

বিমলা কতক্ষণ যে বসিয়াছিল, তাহা সে জানে না, হীরুর মার ডাকে তাহার চৈতন্য হইল। হীরুর মা তিরস্কার করিয় বলিতেছিল, "মা গো মা, এমন মেয়েও দেখি নি, ভাতগুলোর ধরা গন্ধে ভূত পেরেত যে বাড়ী ছেড়ে পালায়।"

বিমলা উঠিয়া ধীরে ধীরে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায় সকল স্থানেই দুইটা দল থাকে; একটা প্রাচীনের দল, অপরটা নবীনের দল। প্রাচীনের দল প্রায়ই রক্ষণশীল, আর নব্যের দল পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী। 'প্রাচীনেরা ভাঙ্গা ঘরে গোঁজা দিয়া কোন রকমে দিন কয়টা কাটাইয়া যাইতে ইচ্ছুক, কিন্তু উৎসাহশীল নব্যদল ভাঙ্গা ঘরকে নূতন করিয়া গড়িয়া আপনাদের বাসোপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করে। প্রাচীনেরা বলেন, যাহা চিরাচরিত, তাহাই ধর্ম্ম; নব্যেরা বলেন, যাহা বিবেকবুদ্ধির অননু-মোদিত, তাহা ধর্ম্ম নামের যোগ্য নহে। এজন্য প্রাচীনেরা নব্য-দিগকে নাস্তিক বলেন, নব্যেরা প্রাচীনদিগকে অন্ধ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। নব্য-প্রাচীনের এই বিসংবাদ আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

মথুরাবাটীতেও বিধবাবিবাহ লইয়া নব্য ও প্রাচীন দলে এইরূপ একটা বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাচীনেরা সত্যচরণকে নিন্দা ও তিরস্কার করিতেছিলেন, নব্যদল তাহাকে উৎসাহ ও আশ্বাস দিতেছিল। প্রাচীনেরা সমাজধর্ম্মের বিলোপ আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, আর নব্যগণ দেশের ও সমাজের অসাধারণ উন্নতির কল্পনায় বিভোর হইয়াছিল। প্রাচীনেরা বলিতেছিলেন, "হতভাগা মেয়েটাকে গ্রাম হ'তে দূর ক'রে দাও।"

নব্যেরা বলিতেছিল, "এই দম্পতীর নামে একটা স্মৃতিমন্দির স্থাপন কর।"

প্রাচীনেরা বলিতেছিলেন, "আমরা এ বিবাহ কিছুতেই হইতে দিব না।"

নব্যেরা উত্তর দিতেছিল, "আমরা পুলিস খাড়া করিয়া বিবাহ দিব।"

প্রাচীনেরা বলিলেন, "আমরা পুরোহিত ও শালগ্রাম আটক করিয়া রাখিব।"

নব্যেরা বলিল, "আমরা কলিকাতা হইতে মহা মহা পণ্ডিত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগ্রাম আনাইব।"

প্রা। আমরা এ বিবাহ বাটীতে যাইব না, জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করিব না।

ন। তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিব না, তোমাদের জলযোগের যোগাড়ও করিব না। আমরা কলিকাতার "হিন্দু-আশ্রম" হইতে রসনাতৃপ্তিকর সুখাদ্য আনয়ন করিব।

শুনিয়া প্রাচীনেরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন; ভাবিলেন, এবার জাতি, ধর্ম্ম সকলই বুঝি যায়। ঘোষজা মহাশয়, গাঙ্গুলী মহাশয়কে ইহার সুযুক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন। গাঙ্গুলী মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বিপত্তে মধুসূদন ছাড়া উপায় নাই। ছোঁড়ার দলকে ঠেকিয়ে রাখা দায়। আবার বলে খানা খাব।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

চাটুজ্যে মহাশয় ক্রোধে ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "খেলেই হ'লো আর কি? সমাজচ্যুত করবো।"

বোসজা সহাস্যে বলিল, "ঠিক বাছতে গাঁ উজোড় হবে যে দাদা ঠাকুর! কা'কে রহিত করবেন?"

চাটু। যে খাবে, তাকেই।

বোসজা। আপনার ভাইপো, ঘোষজার ছেলে, গাঙ্গুলী মশায়ের জামাই, দত্তজার নাতি, এদের সমাজে রহিত করতে পারবেন?

চাটুজ্যে মহাশয় হুঁকায় টান দিয়া ঘন ঘন কাশিতে লাগিলেন। তখন সকলে গিয়া শিরোমণি মহাশয়কে ধরিলেন। শিরোমণি তাঁহাদিগকে ভরসা দিয়া তারিণী বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

সমস্ত শুনিয়া তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ের সব ঠিক হয়েছে কি?"

শিরোমণি বলিলেন, "সব ঠিক, দিন পর্য্যন্ত স্থির হ'য়ে গিয়েছে। আবার ছোঁড়ারা বলে, গোরার বাজনা, হোটেলের খানা আসবে।"

তারিণী বাবু মৃদু হাসিলেন; বলিলেন, "ওসব বাজে কথায় আপনার মত লোকের কাণ দেওয়া উচিত নয়।"

শিরোমণি সপ্রতিভ ভাবে উত্তর করিলেন, "তা নাই আসুক, বিয়েটা তো হবে। সেইটাই বন্ধ করা চাই।"

তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে তারিণী বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া শিরোমণি বলিলেন, "কেন? আপনি থাকতে গাঁয়ের মাঝে এমন অধর্ম্মটা হবে?"

তারিণী। কোন্‌টা অধর্ম্ম?

শিরো। বিধবা বিবাহটা।

তারিণী বাবুর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া আসিল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখুন শিরোমণি মশায়, আপনার ষাট বৎসর বয়সে চতুর্থ পক্ষ গ্রহণে যদি অধর্ম্ম না হয়, আমার পঞ্চাশ বৎসর বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহে যদি অধর্ম্ম না থাকে, তা হ'লে এই পনরো বছরের মেয়েটার বিবাহে কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই, অন্ততঃ আমার এইরূপ বিশ্বাস।"

শিরোমণি মহাশয় স্তম্ভিতভাবে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন; তার পর সলজ্জ কণ্ঠে বলিলেন, 'আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না, অন্য হ'লে আমি এত উৎকণ্ঠিত হতাম না, কিন্তু আপনার ভাইপো ব'লেই—"

মেঘগম্ভীর কণ্ঠে তারিণী বাবু বলিলেন, "আমার ভাইপোরই এ রকম সাহস, এতটা বুকের পাটা হ'তে পারে, অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার ছেলে, পঞ্চাশ বছরে তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করতে পারবে, কিন্তু একটা দশ বছরের বিধবা মেয়ের বিবাহসভায় উপস্থিত হ'তে সাহসী হবে না।"

শিরোমণি মহাশয় লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া উঠিয়া গেলেন।

যাইতে যাইতে তারিণী বাবুর ভীমরথী হইয়াছে কিনা ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়া পড়িল।

বীরেন মুখুজ্যের ছেলে স্থরেন মুখুজ্যের সহিত গৌরীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। বাচস্পতি মহাশয়ের এত তাড়াতাড়ি ছিল না, সত্যচরণের হস্তেই গৌরীকে দান করিবার আগ্রহ ও ইচ্ছা তাঁহার সম্পূর্ণ ছিল। সত্যচরণের বিধবাবিবাহে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়াও তিনি একেবারে হতাশ্বাস হন নাই। ভাবিয়াছিলেন, এটা যৌবনস্থলভ সাময়িক উত্তেজনা মাত্র, কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই এ উত্তেজনার নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। কিন্তু তারিণী বাবু বড় গোল বাধাইলেন; তিনি যত শীঘ্র হয়, গৌরীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তাড়া দিতে লাগিলেন, বিবাহের ব্যয় দিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। মেয়েও নিতান্ত ছোট নাই। এ অবস্থায় বাচস্পতি তারিণী বাবুর সাহায্য ও সন্তোষ পরিত্যাগ করিয়া সত্যচরণের মুখ চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি আজি কালি করিয়া কয়েকদিন বিলম্ব করিলেন, সত্যচরণকেও আর একবার বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফল কিছুই হইল না, সত্যচরণ আপন প্রতিজ্ঞা ছাড়িল না। এদিকে তারিণী বাবুর ক্রোধোদ্রেকের সম্ভাবনা দেখিয়া বাচস্পতি মহাশয় গৌরীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতে বাধ্য হইলেন।

বিবাহের দিন ঠিক হইয়া গেল। আর সাত দিন পরে বিবাহ।

সত্যচরণ সে দিন গৌরীকে সম্মুখে পাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এবারে গৌরী, সত্যই তোর বিয়ে।"

গৌরী মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "তোমারও তো সাঙ্গা।"

সত্যচরণ বলিল, "সাঙ্গা নয়, আমারও বিয়ে।"

গৌরী বলিল, "সে তোমার বিধানে।"

সত্য। আর তোর বিধানে?

গৌরী। নিকে।

সত্য। কেন বল্ দেখি?

গৌরী। সে যে বিধবা।

সত্য। হ'লেই বা বিধবা? বিধবারও বিয়ে হয়।

গৌরী। বিয়ে হয় না, নিকে হয়। মেয়ে মানুষের আবার দু'বার বিয়ে! মুখে আগুন!

সত্যচরণ বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই একরত্তি মেয়ে, এত কথা শিখলি কোথা হ'তে?"

গৌরী মাথা নাড়িয়া ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলিল, "আর তুমিও একরত্তি ছোঁড়া, জেঠা মশায়ের বিধানের উপর এত বিধান শিখলে কোথা হ'তে বল দেখি?"

সত্যচরণ গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক্ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গৌরী বলিল, "হাঁ সত্য দা!"

"কেন গৌরি!"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

"তোমাদের কি একটু লজ্জা হবে না ?"

"কিসের লজ্জা ?"

"তা তুমি বেটা ছেলে, তোমার না হোক, তার তো লজ্জা হওয়া উচিত।"

"অন্যায় কাজ করলে লজ্জা হ'তো।"

রাগে চোখ কপালে তুলিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে গৌরী বলিল, "অন্যায় কাজ ! এর চেয়ে আবার অন্যায় কাজ আছে ?"

গম্ভীর ভাবে সত্যচরণ বলিল, "একটুও অন্যায় নয় গৌরী, শাস্ত্রে বিধবার বিবাহের বিধান আছে।"

ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে গৌরী বলিল, "রেখে দাও তোমার শাস্ত্র, রেখে দাও তোমার বিধান। যে মেয়ে মানুষ বিধবা হ'য়ে আবার বিয়ে করতে চায়, তার অসাধ্য কাজ কি আছে ? তার গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত।"

সত্যচরণ সহাস্যে বলিল, "তোর বড় রাগ হ'য়েছে, না গৌরী ?"

গৌরী বলিল, "রাগ ! আমার এমন ইচ্ছা হচ্চে—"

সত্য। কি ইচ্ছা হচ্চে ?

গৌরী। ইচ্ছা হয়, মাগীকে একগাছা দড়ি আর একটা কলসী পাঠিয়ে দিই।"

গৌরী রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

"অপি!"

"কেন বাবা?"

তারিণীবাবুর জ্বর হইয়াছিল। তিনি শুইয়াছিলেন, অপর্ণা কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতেছিল। তারিণী বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়াছিলেন। সহসা চোখ মেলিয়া ডাকিলেন, "অপি!"

অপর্ণা উত্তর দিল, "কেন বাবা?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "ভাবছি, একখানা উইল করবো।"

অপর্ণা শঙ্কিত স্বরে বলিল, "উইল কেন বাবা?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "বিষয়ের তো একটা বন্দোবস্ত করা দরকার। আগে হ'তে যদি তার বন্দোবস্ত না ক'রে যাই, এর পর—"

বাধা দিয়া অপর্ণা বলিল, "না না, বিষয়ের বন্দোবস্তে দরকার নাই। তুমি থাম বাবা।"

তারিণীবাবু মৃদু হাসিলেন; বলিলেন, "ভয় নাই অপি, তোর বাবা আজই মচ্চে না। কিন্তু মানুষ আজ আছে কাল নাই, চিরকাল কি তোর বাবাকে ধ'রে রাখতে পারবি?"

মুখ ভার করিয়া অপর্ণা বলিল, "হাঁ, পারবো! তুমি চুপ ক'রে একটু শুয়ে থাক।"

তারিণীবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পাগল মেয়ে!"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তারিণীবাবু বিষাদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "শোন্ অপি, আমার যা কিছু যুক্তি পরামর্শ, সব তোর সঙ্গে; আর যে পরামর্শের লোক ছিল সে চ'লে গেছে।"

তারিণীবাবু একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পিতার অন্তরের বেদনার গুরুত্ব অনুভব করিয়া অপর্ণা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। তারিণীবাবু বলিলেন, "আগে হ'তে যদি বিষয়ের একটা বন্দোবস্ত না করি, তবে এর পর এই বিষয় নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি হবে। যা এতদিন বুক দিয়ে রেখে আসছি, সেই জমিদারীর এক একটা মহাল নীলামে উঠবে; মহাল চুলোয় যাক, এই বাড়ীর এক এক খানা ইট দিয়ে উকীল মোক্তারদের বাড়ীর ভিত গাঁথা হবে। সেটা কি দেখতে শুনতে ভাল হবে অপি?"

অপর্ণা শিহরিয়া বলিল, "তুমি কি কর্‌তে চাও বাবা?"

তারি। আমি একখানা উইল ক'রে রাখতে চাই।

অপ। উইলে যদি ভাল হয়, তাই কর।

তারি। শুধু উইল করলেই হবে না, উইলে কার কি ব্যবস্থা করা যাবে, সেইটাই হচ্চে আসল কথা।

অপ। তোমার যাকে যা দিলে ভাল হয় তাই করবে।

তারি। কা'কে কি দেব সেইটাই তো হচ্চে ভাবনার কথা। ধর তুই, তুই এ সম্পত্তির একজন ওয়ারিশ।

অপ। আমার কথা ছেড়ে দাও বাবা।

একটু উত্তেজিত স্বরে তারিণীবাবু বলিলেন, "তোর কথা ছাড়বো, ওর কথা ছাড়বো, তবে কার কথাটা ধরবো ?"

অপর্ণা নিরুত্তরে রহিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "শোন্, ছাড়লে চলবে না। যতদিন আমি আছি, ততদিন তুই জমিদারের মেয়ে, কিন্তু আমি গেলে ঐ যশী চাকরাণীও যা তুইও তাই। বুঝেছিস্ ?"

অপর্ণার চোখ ছল্ ছল করিতে লাগিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া তারিণীবাবু সহাস্যে বলিলেন, "তুই বুঝি ভাবছিস, তোর বাবা আজই চ'লে যাচ্চে।"

অপর্ণা রাগিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; বলিল, "তোমার কাছে আর কোন্ বেটী আসবে।"

ঈষৎ হাসিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "ঐ কথাটী বলিস্ না অপি, তা হ'লে তোর এই বুড়ো ছেলে আর দু'দিনও বাঁচবে না।"

অপর্ণাও একটু হাসিয়া বসিয়া পড়িল। তারিণীবাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "শোন, আমি কি রকম ব্যবস্থা করবো ইচ্ছা কচ্চি। বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছি, তার তো একটা সংস্থান চাই, সুতরাং নতুন বোয়ের চার আনা। রাধাবল্লভজীর

সেবার জন্য থাকবে চার আনা। ছোট বৌমা, অনাথা বিধবা, দাসী বাঁদীর মত খাট্‌ছে, তার রকম দু' আনা। বাকী ছ'আনা তোর।"

অপর্ণা নীরবে বসিয়া রহিল। তারিণীবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি বলিস্‌?"

অপর্ণা মৃদুস্বরে বলিল, "আর কা'কেও কিছু—"

তারিণীবাবু বলিলেন, "আর কে? চাকর বাকর, তাদের নগদ কিছু কিছু ব্যবস্থা করে রাখব।"

অপর্ণা বলিল, "আমি চাকর বাকরদের কথা বলছি না।"

তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আর কে আছে?"

অপর্ণা কোন উত্তর করিল না, বাপের পায়ের আঙ্গুলগুলা লইয়া নাড়িতে লাগিল। তারিণীবাবু একটু অপেক্ষা করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বুঝেছি অপি, কিন্তু যে কুলাঙ্গার আমার অপমান করে, চৌধুরীবংশের নাম ডুবাতে চায়, তাকে কি আমি কিছু দিয়ে যেতে পারি?"

অপর্ণা ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি মনে করলেই পার বাবা।"

ক্রুদ্ধস্বরে তারিণী বাবু বলিলেন, "কিছুতেই না, সে হতভাগাকে আমি বিষয়ের এক পয়সা দেব না।"

অপর্ণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারিণীবাবু মুখ ফিরাইয়া শুইলেন।

একটু পরে অপর্ণা ধীরে ধীরে ডাকিল, "বাবা!"

তারিণীবাবু মুখ ফিরাইয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। অপর্ণা নত মুখে বলিল, "আমি বিধবা, এক মুঠো আলো চাল হ'লে দিন চ'লে যায়। আমার এত বিষয়ে দরকার কি?"

ভ্রূকুটী করিয়া তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "দরকার নাই?"

অপর্ণা বলিল, "না।"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "উত্তম, যার দরকার আছে, তাকে দিয়ে যাব।"

পিতা পুত্রীতে আর কোন কথা হইল না। কিছুক্ষণ পরে পিতাকে নিদ্রিত দেখিয়া অপর্ণা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

সে দিন সন্ধ্যার পর অপর্ণা পিতাকে যখন ঔষধ খাওয়াইতে গেল, তখন তারিণীবাবু ঔষধটা লইয়া পিকদানীতে ঢালিয়া দিলেন। অপর্ণা কিয়ৎক্ষণ গালে হাত দিয়া গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিল; তার পর নত মুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

তরঙ্গিণী ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে গা?"

তারিণীবাবু একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই নতুন বৌ, তোমার ভাগে আট আনা।"

তরঙ্গিণী পাশে বসিয়া স্বামীর কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "পাগল হ'লে নাকি? ওমা, কপালটা যে গরম দেখছি।"

তারিণীবাবু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "হুঁ।"

তরঙ্গিণী সভয়ে বলিল, "আজ আবার জ্বর এলো কেন?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "সেটা জ্বরের দোষ, আমার তাতে কোন হাত নাই।"

তরঙ্গিণী নীরবে বসিয়া স্বামীর কপালে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। একটু পরে তারিণীবাবু চোখ না মেলিয়াই ডাকিলেন, "নতুন বৌ!"

তরঙ্গিণী উত্তর দিল, "কেন?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "কাল তাকে স্বপ্নে দেখেছি।"

তর। কাকে? দিদিকে?

তারি। হাঁ, সে যেন এসে বল্‌ছে, আর কেন, এসো না; আমি কত দিন একা থাকবো?

তরঙ্গিণীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। একটু থামিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "সত্যি নতুন বৌ, বিয়ে হ'য়ে অবধি সে এক দিনের জন্য আমাকে ছেড়ে থাকে নি। এতদিন যে কি রকমে ছেড়ে আছে তাই ভাবছি।"

তারিণীবাবু জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। তরঙ্গিণী নীরব নিশ্চল ভাবে বসিয়া রহিল। তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবচো নতুন বৌ!"

ধরা গলায় তরঙ্গিণী বলিল, "জ্বর হ'লে মানুষ কি বাঁচে না?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "বাচবে না কেন। জ্বর হ'লে মানুষ বাঁচে, তবে কালের ডাক পড়লে বাঁচে না।"

তরঙ্গিণী চোখে হাত চাপা দিল। তারিণীবাবু সহাস্যে বলিলেন, "ভয় নাই নতুন বৌ, আমি এত শীগ্গীর মরলো না। আর যদিই মরি, তোমার জন্য যা রেখে যাব, তাতে তোমাকে কোন কষ্ট পেতে হবে না।"

তরঙ্গিণী রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রেখে যাবে?"

তারি। এই জমিদারীর অর্দ্ধেক।

তর। আমি মেয়ে মানুষ, জমিদারী নিয়ে কি করবো?

তারি। তোমায় কিছুই করতে হবে না, শুধু উপস্বত্ব ভোগ করবে।

তরঙ্গিণী স্বামীর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো, আমি তোমার জমিদারী চাই না, উপস্বত্ব চাই না, আমি শুধু তোমাকে চাই।"

স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া তরঙ্গিণী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তারিণীবাবু তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কোমল কণ্ঠে বলিলেন; "তুমি জমিদারী চাও না নতুন বৌ?"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে তরঙ্গিণী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "না গো না, আমি চাই না।"

"সত্যি?"

"আমি তোমাকে ছুঁয়ে কি মিথ্যা বলছি ?"

"এই সম্পত্তি যদি অন্য কারেও দিই ?"

"স্বচ্ছন্দে দিতে পার।"

"তাতে তোমার মনে কষ্ট হবে না ?"

তরঙ্গিণী ত্বরিতবেগে মাথা তুলিল; ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সতেজ কণ্ঠে বলিল, "আমি দেবেন গাঙ্গুলীর মেয়ে, ভুবন গাঙ্গুলীর নাতনি, আমাকে তুমি এতটা ছোটলোক মনে কর !"

তারিণীবাবু মৃদু হাস্য করিলেন, এবং তরঙ্গিণীর হাতখানা নিজের হাতের উপর রাখিয়া সহাস্য দৃষ্টিতে তাহার অভিমানক্ষুব্ধ মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তারিণীবাবু বলিলেন, "একবার অপিকে ডেকে দাও নতুন বৌ, সে রাগ ক'রে গিয়েছে।"

তরঙ্গিণী উঠিয়া গেল। একটু পরে অপর্ণা আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইল।

তারিণীবাবু স্নিগ্ধ সজলদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে ডাকিলেন, "অপি !"

অপর্ণা মুখ নীচু করিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "তুই রাগ ক'রেছিস্ অপি ?"

অপর্ণা নিরুত্তরে দণ্ডায়মান। তারিণীবাবু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি বুড়ো হ'য়েছি, কথায় কথায় রাগ হয়; তাই ব'লে

তোরাও যদি আমার উপর রাগ করিস্, তবে আমি আর কোথায় দাঁড়াব অপি ?"

অপর্ণার চক্ষু দুইটা সজল হইয়া আসিল। তারিণীবাবু বলিলেন, "শান্ত শিষ্ট মেয়েটীর মত দাঁড়িয়ে রইলি যে, একটু ওষুধ ঢেলে দে না।"

অপর্ণা ব্যস্ত হস্তে ঔষধ ঢালিয়া পিতার হাতে দিল। তারিণী-বাবু ঔষধ খাইয়া কন্যাকে পাশে বসিতে বলিলেন। অপর্ণা পাশে বসিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। তারিণীবাবু স্নিগ্ধ সজল কণ্ঠে ডাকিলেন, "অপি।"

অপর্ণা উত্তর দিল, "বাবা!"

তারিণীবাবু বলিলেন, "আমি তোর বড় নিষ্ঠুর বাবা, না ?"

অপর্ণা বাষ্পজড়িত স্বরে বলিল, "তা কেন, তুমি শুধু বাবা।"

তারিণীবাবু তাহার হাতখানা লইয়া আপনার বুকের উপর রাখিলেন। অপর্ণা চমকিত হইয়া বলিল, "এ কি, আজ আবার যে জ্বর এসেছে, বুকটা গরম আগুন!"

তারিণীবাবু বলিলেন, "তোর হাতটা বুকে থাক অপি, ও আগুন ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

তারিণীবাবুর অসুখটা যে খুব সাঙ্ঘাতিক হইয়াছিল তাহা নয়, সামান্য জ্বর মাত্র। কিন্তু সেই জ্বরটুকু সাত দিনের মধ্যে ছাড়িল না; জ্বরের উপর জ্বর আসিতে লাগিল। ঔষধ চলিল, কিন্তু জ্বর গেল না। জ্বরের সঙ্গে আবার একটু কাশি আসিল। ডাক্তার ভীত হইলেন। অপর্ণা দাসী দ্বারা ডাক্তারকে বলিয়া পাঠাইল, "আপনি যদি রোগ বুঝতে না পারেন, তবে বলুন, কলকেতা থেকে ভাল ডাক্তার নিয়ে আসি।"

ডাক্তার উত্তর দিল, "বেশী বয়সের রোগ, ব্যস্ত হবার দরকার নাই, তেমন বুঝলে আমি আপনিই নিয়ে আসব।"

অপর্ণা কিন্তু সে আশ্বাসে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না, বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে তারিণীবাবুকে বলিল, "এ ডাক্তার কোন কাজের নয় বাবা, আমি দাওয়ানকে ব'লে কল্‌কাতা হ'তে ভাল ডাক্তার আনাই।"

তারিণীবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কল্‌কাতার ডাক্তারের হাতে কি পরমায়ু আছে অপি? হরিশবাবু একজন বিচক্ষণ ডাক্তার, এই কাজে চুল পাকিয়েছেন।"

অপর্ণা বলিল, "ছাই ক'রেছেন, আট দশ দিনেও জ্বরটুকু ছাড়াতে পারছেন না।"

তারিণীবাবু সহাস্যে বলিলেন, "ডাক্তার জ্বর ছাড়াবার জন্য চেষ্টা কচ্চে, কিন্তু জ্বর না ছাড়লে সে কি করবে।"

অপ। কিছু যদি করতে না পারবে, তবে কিসের ডাক্তার?

তারি। ডাক্তার ঔষধ দিতে পারে, আয়ু দিতে পারে না।

অপ। আমি শুনেছি, কল্‌কাতার ডাক্তারেরা মরা মানুষের জীবন দেয়।

তারি। ভগবান্ ছাড়া আর কারো জীবন দেবার ক্ষমতা নাই অপি।

অপর্ণার মুখ খানা বড় বিষণ্ণ হইল, চোখ দু'টা ছল ছল করিতে লাগিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "এত ব্যস্ত হবার দরকার নাই অপি, আমি নিজেই বুঝছি, আমার রোগ তেমন কঠিন নয়। বোধ হয় ম্যালেরিয়ায় ধ'রেছে।"

পিতার কথায় অপর্ণা কতকটা আশ্বস্ত হইল।

তারিণীবাবু কন্যাকে আশ্বাস দিলেন বটে, কিন্তু সেই দিন কাসির সঙ্গে যখন একটু রক্ত দেখা দিল, তখন তিনি বুঝিলেন, এ রোগ সামান্য নয়। যে রোগ কালের আহ্বানরূপে আসিয়া আক্রমণ করে, যাহার আক্রমণে সংসারের খেলাধূলা সব ফেলিয়া অজ্ঞাত অনন্তের পথে যাত্রা করিতে হয়, এ সেই রোগ। রোগের আক্রমণ হইতে মানুষ আত্মরক্ষা করিতে পারে, কিন্তু এই কালের আহ্বান উপেক্ষা করিবার মত কোন কৌশল মানুষ এ পর্য্যন্ত

আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। এ আহ্বান একদিন সকলেরই আসে, এবং ক্ষমতা, প্রভাব, অর্থবল, লোকবল সকলকে উপেক্ষা করিয়া মানুষকে চির গন্তব্যপথে টানিয়া লইয়া যায়। কি ভয়ানক, কি কঠোর এই আহ্বান!

তারিণীবাবু যেন প্রতি মুহূর্ত্তে কালের এই কঠোর আহ্বান শুনিতে লাগিলেন। এই সংসার—কত দিনের পরিচিত সংসার, এই সযত্নে রক্ষিত জমিদারী, এই রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, এই দেশ-বিখ্যাত প্রতাপ, সকলই পড়িয়া থাকিবে, শুধু তাঁহাকে একা চলিয়া যাইতে হইবে। সঙ্গে কিছুই যাইবে না, যাইবে শুধু কর্ম্মফল। সেই শুভাশুভ কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া কোন্ এক অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে যাত্রা করিতে হইবে। এই স্নিগ্ধশ্যামলা ধরণী নিত্য প্রভাত-সূর্য্যকিরণে অনুরঞ্জিত হইবে, শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর নিদাঘ আসিয়া ধরণীর অঙ্গ নিত্য নবীন বেশে সজ্জিত করিবে, কিন্তু ধরণীর সে বেশ, প্রকৃতির সে নিত্য নবীন সৌন্দর্য্য তিনি আর দেখিতে পাইবেন না। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি চির নিমীলিত, ইন্দ্রিয়দ্বার চিররুদ্ধ হইয়া যাইবে। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—ইহাদের সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধই থাকিবে না। উঃ, মনুষ্যজীবনের এ কি ভীষণ অবস্থা!

তার পর আত্মীয় স্বজন। যাহাদের তিনি ভালবাসেন, তাহারা আর ভালবাসা পাইবে না; যাহাদের স্নেহ করেন তাহারা স্নেহহারা

হইবে; যাহাদের শাসন করিতে চান, তাহারা নিরাতঙ্ক হইবে। যাহারা শত্রু তাহারা হাসিবে, যাহারা আত্মীয় তাহারা কাঁদিবে। এই বিশাল জমিদারী রক্ষকবিহীন, অপর্ণা পিতৃহীনা, দাস দাসী প্রভুহারা হইবে। আর তরঙ্গিণী? হায়, কেন এই বয়সে—এই মহাযাত্রার প্রাক্‌কালে বিবাহ করিলাম? এই নবোদ্গত-যৌবনা বালিকা যৌবনে যোগিনী সাজিবে, ফুটিবার আগেই কমল কোরক বহ্নিস্তূপে নিক্ষিপ্ত হইবে। হায়, কেন ইহাকে বিবাহ করিলাম, এই বয়সে রূপ দেখিয়া কেন মজিলাম! আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, কিন্তু এ পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নাই! এ অপরাধ যে ইহলোকে পরলোকে অমার্জ্জনীয়!

"তরু!"

তরঙ্গিণী পাশে বসিয়া ঢুলিতেছিল; স্বামীর আহ্বানে চমকিত হইয়া উত্তর দিল, "কেন?"

"সত্য কি বলে জান?"

"কি বলে?"

"বলে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।"

"ও ছেলে মানুষ, কি জানে।"

"না নতুন বৌ, সত্য ছেলেমানুষ নয়।"

"ও পাগল, ওর কথা ছেড়ে দাও।"

তারিণীবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "এতদিন তো ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্চে, ওর কথাই ঠিক।"

তর। কোন্ কথা ?

তারি। বিধবার বিয়ের কথাটা।

তর। ও আবার একটা কথা। বিধবার আবার বিয়ে হয় ?

তারি। হ'লে দোষ কি ?

তর। দোষ সবটাই। স্বামী, স্ত্রীর সম্বন্ধ কি কেবল ইহকালে ? এ সম্বন্ধ যে জন্মজন্মান্তরের।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তরঙ্গিণীর মুখের দিকে চাহিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "এ সব কথা তুমি কোথা হতে শিখলে নতুন বৌ ?"

তরঙ্গিণী মুখ নীচু করিয়া মৃদুগম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "এ সব কথা মেয়ে মানুষকে কারো কাছে শিখতে হয় না, তারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিখে।"

তারি। তবুও তো অনেক মেয়ে মানুষ বিধবা হ'য়ে আবার বিবাহ করে ?

তর। অনেক মেয়ে বেশ্যাবৃত্তি করে।

তারিণীবাবু বিস্মিত, মুগ্ধ হইলেন। বুঝিতে পারিলেন, যে দেশের মেয়েরা স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরিতে পারে, সে দেশে বিধবা বিবাহের চেষ্টা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। বিধবার বিবাহ যে অন্যায়, অসঙ্গত, ইহাই ইহাদের সহজ বিশ্বাস, এ বিশ্বাসের নিকট শাস্ত্রের দোহাই, জ্ঞানীর যুক্তি, সকলই পরাভূত, নিষ্ফল।

তারিণীবাবু উকীলকে ডাকাইবার জন্য দেওয়ানকে আদেশ করিলেন।

সত্যচরণ মধ্যে মধ্যে জেঠামশায়কে দেখিতে আসিত। কোন কথাবার্ত্তা হইত না, এক পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া যাইত। সে দিন কিন্তু সত্যচরণ দেখা করিতে আসিলে তারিণীবাবু তাহাকে ডাকিলেন। ঘরে তখন আর কেহ ছিল না, সত্যচরণ নতমস্তকে ধীরে ধীরে গিয়া জ্যেষ্ঠতাতের পাশে দাঁড়াইলেন। তারিণীবাবু তাহাকে বসিতে বলিলেন। সত্যচরণ তাঁহার পায়ের কাছে গিয়া বসিল। তারিণীবাবু কিন্তু কোন কথা কহিলেন না, সত্যচরণও নীরবে বসিয়া রহিল।

সহসা গম্ভীরকণ্ঠে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তারিণীবাবু ডাকিলেন; "সত্যচরণ!"

সত্যচরণ চমকিত হইয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে।"

তারিণীবাবু বলিলেন, "আমি উইল কর্চ্ছি।"

সত্যচরণ নিরুত্তর। তারিণীবাবু বলিলেন, "এই সম্পত্তিতে তোমার কি কোন দাবী আছে?"

সত্যচরণ মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "না।"

তারিণীবাবু বক্রদৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাহার মুখ ভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। একটু পরে তারিণীবাবু

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সেই বদ্ খেয়ালটা এখনো বোধ হয় সমানই আছে।"

সত্য। আমি আমার সঙ্কল্পকে বদ্ খেয়াল মনে করি না।

তারি। তোমার মত নির্ব্বোধ বালক তা মনে করতেই পারে না।

তারিণীবাবু দেখিলেন, সত্যচরণের ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। তিনি ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলিলেন, "আর সেই মেয়েটা—সে পাপিষ্ঠাও কি তোমারই মত—"

সত্যচরণ সতেজ কণ্ঠে বলিল, "সে পাপিষ্ঠা নয়—পবিত্রা।"

তারি। পবিত্রা কখন আবার বিবাহ করে না।

সত্য। তার এ বিবাহে সম্মতি নাই।

তারি। তথাপি তুমি তাকে বিবাহ করবার জন্য লালায়িত?

সত্যচরণ নিরুত্তর। তারিণীবাবু বলিলেন, "কিন্তু জেনো আমি যতদিন আছি। তার পর তোমার আর এ বাড়ীতে প্রবেশের অধিকার থাকবে না।"

সহাস্যমুখে সত্যচরণ বলিল, "আমিও অনধিকার প্রবেশে ইচ্ছুক নই।"

"ইচ্ছুক নও?" গর্জ্জন করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, ই নও? উত্তম, আমার হুকুম, আজ হতেই—"

দ্বারপ্রান্ত হইতে অপর্ণা ডাকিল, "বাবা!"

তারিণীবাবু সে আহ্বানে কর্ণপাত না করিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন, ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "আজ হতেই তুমি এ বাড়ীর ছায়া স্পর্শ করবে না।"

শান্ত স্থির স্বরে সত্যচরণ বলিল, "আপনি গুরু, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু—"

গর্জ্জন সহকারে তারণীবাবু বলিলেন, "আমার হুকুমের উপর আর কিন্তু নাই।"

সত্যচরণ বিনীতভাবে বলিল, "কিন্তু যে কয় দিন আপনি শয্যাগত থাকেন, অন্ততঃ সে কয়দিন আপনার কাছে আসবার অনুমতি—"

চীৎকার করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "নাঃ, তোমার মত কুলাঙ্গারের সেবা আমি চাই না, তোমার মুখ দেখাও মহাপাপ।"

সত্যচরণ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং জ্যেষ্ঠতাতের পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। অত্যধিক উত্তেজনায় তারিণীবাবুর জোরে কাসি আসিল। কাসির সঙ্গে খানিকটা রক্ত উঠিল। অপর্ণা ব্যস্তভাবে পিতাকে শোয়াইয়া দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পার তারিণীবাবু একটু সুস্থ হইলেন। তিনি দেওয়ানকে ডাকাইয়া আদেশ দিলেন, "আজ হ'তে সত্যচরণ যেন

এ বাড়ীর দরজায় পা না দেয়। আর এখনই রামজীবন চক্রবর্ত্তীর মেয়েটাকে বাড়ীতে এনে তার থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

অপর্ণা গিয়া কল্যাণীকে বলিল, "সর্ব্বনাশ হ'লো খুড়ী মা, বাবা হুকুম দিয়েছেন, সত্য আর এ বাড়ীতে ঢুকতে পারবে না।"

কল্যাণী বলিলেন, "ঠাকুর ঠিক হুকুমই দিয়েছেন অপি, যে হতভাগা গুরুজনের আদেশ অমান্য ক'রে বিধবাকে বিয়ে করতে চায়, এটা তার পক্ষে খুব লঘু শাস্তি।"

অপর্ণা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সত্য যথার্থই হতভাগা খুড়ী মা, কেন না সে তোমার মত মা পেয়েছে।"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া কল্যাণী বলিলেন, "তার চেয়েও আমি হতভাগী অপু, কেন না আমি এখনো ভুলতে পাচ্চি না যে সত্য আমার ছেলে, আমি তার মা।"

কল্যাণীর চোখের কোলে জল টল টল করিতে লাগিল। মৃদু হাসিয়া অপর্ণা বলিল, "আমারই ভুল হ'য়েছে খুড়ী মা, সত্য হতভাগা নয়।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিমলা বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছিল। সে বিধবা—বাল-বিধবা। স্বামীকে চিনিবার পূর্ব্বেই সে স্বামিসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। স্বামীর ছায়াটুকু পর্য্যন্ত তখনও তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। যে দিন শুনিয়াছিল, সে বিধবা হইয়াছে, সে দিন সে বুঝিতে পারে নাই তাহার কি ছিল, কি হারাইয়া গেল। শুধু বুঝিল, সে বিধবা হইয়াছে। শুধু জানিল, তাহার আর সুখভোগে কিছুমাত্র অধিকার নাই, সংসারের সকল সুখের দ্বার তাহার নিকট চিররুদ্ধ হইয়াছে। বিমলা বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে সেই রুদ্ধ দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া দুঃখের আর্ত্তচীৎকার শুনিতে লাগিল; চারিদিকে সুখের—বিলাসের শত শত উপকরণ অট্টহাসি হাসিয়া তাহাকে উপহাস করিতে থাকিল।

এ উপহাস বিমলা সারা জীবন উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারিত, যদি সত্যচরণ আসিয়া তাহাকে বুঝাইয়া না দিত যে, সে যাহাকে চিররুদ্ধ জ্ঞান করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছে, বাস্তবিক সে দ্বার তাহার পক্ষে চিররুদ্ধ নয়, সে ইচ্ছা করিলেই এই দ্বার ঠেলিয়া সংসারের সুখের হাটে প্রবেশ করিতে পারে, এই লোকাচারের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারিলেই জীবনব্যাপী দুঃখের কঠোর প্রাচীর অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। সে যাহাকে অধর্ম্ম বলিয়া

ভাবিয়াছে, তাহা বস্তুতঃ নির্ম্মম লোকাচার, যাহাকে জীবনের কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছে, তাহা জীবনের একটা ঘোরতর বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কিন্তু এই লোকাচারের গণ্ডী কি কঠিন, কি দুর্লঙ্ঘ্য! ইচ্ছা করিলেই ইহাকে অতিক্রম করা যায় না, অসার বুঝিলেও ইহাকে ভাঙ্গিতে সাহস হয় না। এ গণ্ডী সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে, ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র হিমাচলের তুঙ্গ শৃঙ্গ লইয়া দণ্ডায়মান, বিরাটকায় অজগরের ন্যায় ইহার বিশাল বপু সর্ব্বত্র বিজড়িত। ইহার নিকট শাস্ত্র লাঞ্ছিত, যুক্তি তর্ক পরাভূত, মানবীয় সর্ব্ববিধ চেষ্টা নিষ্ফল। হায় সত্যচরণ, অনাথা বিধবার দুর্ব্বল হৃদয়ে কেন তুমি এই দুর্ভেদ্য গণ্ডী ভেদ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা জাগাইয়া দিলে; যে দুঃখকেই আপনার সারসর্ব্বস্ব বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল, কেন তাহাকে বৃথা সুখের আশ্বাসে বিমুগ্ধ করিলে; নৈরাশ্যের তমোময় গর্ভে চিরনিমগ্ন ব্যক্তির সম্মুখে কেন আশার আলোক আনিয়া ধরিলে! ক্ষুদ্র বিমলা-পতঙ্গ যে এই আলোকরশ্মির প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না, ইহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আপনাকে ভস্মীভূত করিতেও যে সে সাহসী হয় না!

বিমলা হিন্দু রমণী। হিন্দু রমণী যে উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করিয়া লইতে পারে, বিমলাও সেই উপায় অবলম্বন করিতে পারিত, যদি তাহার ধরিয়া দাঁড়াইবার কিছু থাকিত। কিন্তু

বিমলা অন্তরে বাহিরে, সংসারের সর্ব্বত্র নেত্রপাত করিয়া দেখিল, সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কোথাও একটু তৃণখণ্ডের অবলম্বনও পাইল না; অন্তর বাহির সব শূন্য, সর্ব্বত্র মরুভূমির বিকট শূন্যতা ধূ ধূ করিতেছে। কোথাও স্মৃতির একটু ছায়া মাত্র নাই; সব শূন্য, সব অন্ধকার। বিমলা আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, "ওগো, কোথায় তুমি, কেমন তুমি, জাগ্রতে না হয় স্বপ্নে এস, শুধু স্বপ্নে একবার দেখা দাও, আমি সেই স্বপ্নের ছায়াটুকু লইয়া এই দুর্ব্বহ জীবনভার বহনের শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইব।"

কেহ আসিল না, কেহ তাহার কাতর আহ্বানের উত্তর দিল না।

সত্যচরণ আসিয়া বলিল, "বিমলা, বিবাহের দিন স্থির।"

বিমলা কাঁদিয়া বলিল, "আপনি কি বিধবার সর্ব্বনাশ না ক'রে ছাড়বেন না?"

সত্যচরণ হাসিয়া উত্তর দিল, "যদি সর্ব্বনাশ মনে কর, বিবাহের প্রয়োজন নাই।"

বিমলা একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে ভাবিয়াছিল, সত্যচরণ তাহার রূপে উন্মাদ হইয়াই বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু সত্যচরণের মুখে তাহার বিপরীত উত্তর শুনিয়া একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল, "প্রয়োজন নাই যদি তবে এতটা করলেন কেন?"

সত্য। সেটা আমার নির্ব্বুদ্ধিতা।

বিম। এটা কি আপনার রাগের কথা নয়?

সত্য। আমি একটুও রাগি নাই বিমলা, রেগেছ তুমি।

বিম। অন্যায় কথা বল্‌লেই মানুষের রাগ হয়।

সত্য। আমি একটুও অন্যায় কথা বলি নাই।

বিম। বিধবাকে বিয়ে করতে বলা কি অন্যায় নয়?

সত্য। অন্যায় মনে হ'লে ও কথা মুখেও আনতাম না।

বিম। আপনি অন্যায় মনে করতে না পারেন, কিন্তু আমি অন্যায় মনে করি। আমি বিধবা—আবার বিয়ে করলে আমার ধর্ম্মনাশ হবে।

সত্যচরণ মৃদু হাসিল; বলিল, "ধর্ম্ম জিনিষটা এত ভঙ্গুর নয় বিমলা, যে বিয়ে কর্‌লেই সেটা ভেঙ্গে যাবে। ও জিনিষটা কিসে ভাঙ্গে, কিসে ভাঙ্গে না, তা বড় বড় মুনি ঋষিরাও ঠিক ক'রে যেতে পারেন নি। তুমি আমাদের শিরোমণি মশায়কে জিজ্ঞাসা কর, তিনি উত্তর দিবেন—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।" সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে ও জিনিষটা কোথায় কোন্ গুহায় যে চাপা পড়ে আছে, তা এ পর্য্যন্ত কেহ খুঁজে বের কত্তে পারে নি।"

বিমলা ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলিল,—"আমরা মেয়ে মানুষ, আমাদের এত খোঁজা খুজির দরকার নাই। আমরা বেদ পুরাণে যা শুনে আসছি তাকেই ধর্ম্ম ব'লে মানি"

সত্যচরণ বলিল, "সে শুধু তুমি কেন, শিরোমণি চূড়ামণি

মহাশায়রাও তাই মেনে চলেছেন। তবে শুনতে পাই নাকি, বেদে গরু খাবার ব্যবস্থা আছে।"

বিমলা নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ছি ছি, আপনি ঘোর নাস্তিক।"

সত্যচরণ হাসিয়া বলিল, "শুধু ঘোর নয়, ঘোরতর—তম পর্য্যন্ত। তা না হ'লে কি বিধবা-বিবাহ করতে চাই?"

বিমলা বলিল, "বিধবা বিবাহ করতে চান, স্বচ্ছন্দে করুন গে, আমার কাছে কিন্তু আর ও ছাই কথা বলবেন না।"

সত্য। উত্তম, তা হ'লে তুমি হবিষ্য ক'রেই কাটাবে?

বিম। আমার তাই ইচ্ছা।

সত্য। মন্দ ইচ্ছা নয়। তা হ'লে আবার মণ খানেক আলো চাল পাঠিয়ে দিই?

বিমলা ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "আপনার পাঠাতে হবে না।"

সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কে পাঠাবে?"

বিমলা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, "ভগবান্।"

সত্যচরণ মৃদু হাসিল। তারপর স্থির প্রশান্ত কণ্ঠে বলিল, "বেশ, ভগবানের উপর এই দৃঢ় বিশ্বাসটুকু যদি রাখতে পার বিমলা, তা হ'লে তোমার বিবাহের আর প্রয়োজন নাই। আমি চললাম।"

সত্যচরণ চলিয়া গেল, বিমলা নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া

রহিল। হায় এই যুবককে লোকে উচ্ছৃঙ্খল, অধার্ম্মিক, পাষণ্ড বলে? এই পরোপকারী, এই সংযমী যুবক—বিমলা কি ইহার পদরেণুরও যোগ্য! যে ইহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, সেই ধন্য, তাহারই নারীজন্ম সার্থক! এই উচ্ছৃঙ্খল যুবকের ইন্দ্রিয় বিজয়ে যে শক্তি, সে শক্তির একাংশও কি বিমলার আছে?

বিমলা দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া সজলকণ্ঠে ডাকিল, "ভগবান! আমি দুর্ব্বলহৃদয়া রমণী, আমায় ক্ষমা কর, রক্ষা কর!"

জমিদারবাড়ীর দাসী বাড়ী ঢুকিয়া বলিল, "ওগো ঠাকরোণ, তোমারই নাম কি, ঐ যে গো কি বলেক তাই? তুমিই তো বিয়ে করতে চেয়েছিলেক?"

বিমলা বিস্মিত দৃষ্টিতে দাসীর মুখের দিকে চাহিল। দাসী বলিল, "নাও, এস, পাল্কী এসেছেক, আমার দাঁড়িয়ে থাকবার সময় নেই, চল।"

বিমলা আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাব?"

দাসী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "কোথায় আবার! কত্তা বাবু নিয়ে যেতে পাল্কী পাঠিয়েছেক্, কোথায় আবার? কত্তা বাবুর কাছে।"

শঙ্কিত স্বরে বিমলা বলিল, "কেন?"

দাসী বলিল, "কেনে তা গেলেই বুঝতে পারবেক। তেনার ভাইপোর সঙ্গে তোমার নিকে দিবেক। কাপড় চোপড় কিছু লিতে হয় তো লিয়ে পাল্কীতে উঠে পড়।"

বিমলা বলিল, "আমি যাব না।"

দাসী মুখ ঘুরাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল, "হিস্, যাবেক না বল্লেই হ'লো আর কি। মগের মুল্লুক কি না! কর্ত্তা বাবুর হুকুম, দেওয়ান বাবু বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেক্।"

সদর দরজা হইতে দেওয়ান উচ্চকণ্ঠে বলিল, "ওগো বাছা, বাবু তোমাকে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন। তোমার কোন ভয় নাই, এস।"

"নিকে হবেক্ তার আবার ভয় কিসের লেগে" বলিয়া দাসী মুখ মুচ্‌কাইয়া হাসিল। দেওয়ান বাহির হইতে তাহাকে ধমক দিলেন। বিমলা দাঁড়াইয়া একটু ভাবিল; তারপর ঘরে চাবী বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে গিয়া পাল্কীতে উঠিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

হীরুর মা জানিত না যে, বিমলা জমিদারবাটীতে গিয়াছে। সে আপনার ঘরের কাজ কর্ম্ম সারিয়া সন্ধ্যার একটু আগে বিমলার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। আসিয়া দেখিল, ঘরের দরজায় চাবী। ভাবিল, বিমলা গা ধুইতে গিয়াছে। বিমলার পাড়া বেড়ান অভ্যাস ছিল না, কখনো কাহারও বাড়ী বেড়াইতে যাইত না। সুতরাং হীরুর মা তাহার গা ধুইতে যাওয়াই স্থির করিয়া দাবায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, এবং যতই বিমলার ফিরিতে বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই সে বিরক্ত হইয়া আপন মনে গজ গজ করিতে থাকিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আকাশে দুই একটা নক্ষত্র ফুটিল, ধীরে ধীরে অন্ধকার আসিয়া গাছের মাথা কালো করিয়া দিল, তথাপি বিমলা ফিরিল না। হীরুর মা অধীর হইয়া উঠিল; সে একবার সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়, আবার গিয়া দাবার উপর বসে; আর ভর সন্ধ্যে বেলায় গা ধুইতে যাওয়ায় বামুনের মেয়ের উদ্দেশে অজস্র তিরস্কার করিতে থাকে। শুনিবার কেহ সেখানে না থাকিলেও বিমলা যেন তাহার সম্মুখেই আছে এমনই ভাবে সে বিমলার উপর তিরস্কার, শেষে কটু বাক্য পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল;

গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইয়া নীরব হইল, তথাপি বিমলা ফিরিয়া আসিল না। হীরুর মা আর থাকিতে পারিল না, সে ছুটিয়া পুকুর ঘাটে গেল। চীৎকার করিয়া ডাকিল, "দিদি ঠাকরোণ, ও দিদি ঠাকরোণ।"

পুষ্করিণীর স্তব্ধ জলরাশি অন্ধকারে কালো হইয়া গিয়াছিল, জলের ভিতর দপ্‌দপ করিয়া তারা জ্বলিতেছিল। গাছের ডালে, ঘাসের ঝোপে ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতেছিল। হীরুর মা চীৎকার করিয়া ডাকিল, "দিদি ঠাকরোণ গো, ওগো দিদি ঠাকরোণ!"

কেহ উত্তর দিল না, শুধু স্তব্ধ অন্ধকারের ভিতর হইতে একটা গম্ভীর প্রতিধ্বনি উঠিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। হীরুর মা গালে হাত দিয়া স্তম্ভিত ভাবে ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। তাই তো, মেয়েটা গেল কোথায়? কেউ ভুলিয়ে নিয়ে যায় নি তো? না, না, সে ভুলবার মেয়ে নয়। কেউ কি তবে ধরে নিয়ে গেল? তা হ'লে সে চীৎকার করতো, আর এমন সন্ধ্যে বেলা গাঁয়ের ভিতর দিয়ে কি কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারে? তবে—তবে জলে ডুবে মরে নি তো?

হীরুর মার বুকটা দুর্‌ দুর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে শঙ্কিত দৃষ্টিতে পুষ্করিণীর জলরাশির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; কালো জলের বুকে তারাগুলা জ্বল্‌ জ্বল্‌ করিয়া নাচিয়া উঠিল হীরুর মা ভয়ে ভয়ে দৃষ্টি ফিরাইয়া ঘাট হইতে ছুটিয়া পলাইল।

বাড়ী ঢুকিয়া হীরুর মা চীৎকার করিয়া ডাকিল, "দিদি-ঠাকরোণ, ওগো দিদি ঠাকরোণ!"

শূন্য বাড়ীখানা অন্ধকারে খাঁ খাঁ করিতেছিল; প্রতিধ্বনিতে যেন হো হো শব্দে উপহাসের অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।

হীরুর মা বাড়ীর বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী প্রতিবাসীর গৃহে গেল, এবং তাহারা বিমলার কোন সংবাদ জানে কি না ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি হাসিয়াই অস্থির হইল; তারপর হাসিতে হাসিতে বলিল, "শ্বশুরবাড়ী গেছে গো বুড়ী, সে শ্বশুড়বাড়ী গেছে!

হীরুর মা আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "শ্বশুরবাড়ী!"

প্রতিবাসী হাসিয়া উত্তর দিল, "আসল শ্বশুরবাড়ী না হ'লেও নকল শ্বশুরবাড়ী, হবু শ্বশুরবাড়ী।"

হীরুর মা কিছু বুঝিতে পারিল না। সে অপর এক প্রতিবাসীর কাছে গেল। কিন্তু সেখানেও ইহা অপেক্ষা কঠোর উপহাস ছাড়া আর কোন সদুত্তর পাইল না। হীরুর মা রাস্তায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। অন্ধকারের ভিতর দাঁড়াইয়া গাছগুলা সর্ সর্ শব্দ করিতেছিল, আশে পাশে জোনাকী উড়িতেছিল; ঝোপের ভিতর শৃগাল ডাকিতেছিল। সহসা হীরুর মার মাথায় একটা বুদ্ধি যোগাইল; সে ছুটিয়া জমিদারবাড়ীর দিকে চলিল। একে বুড়া মানুষ, তাহাতে অন্ধকার। ছুটিতে ছুটিতে সে

কতবার পড়িল, কতবার উঠিল; উঠিয়াই বিমলাকে গালি দিতে দিতে আবার ছুটিতে লাগিল।

জমিদারের কাছারীতে আমলারা তখন আলো জ্বালিয়া হিসাব নিকাশ করিতেছিল। হীরুর মা ছুটিয়া একেবারে কাছারীতে উঠিল, এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা, খোকা-বাবু কোথায় গা?"

আমলারা মুখ তুলিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল; হীরুর মা ব্যস্তভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "খোকাবাবু কোথায় গা বাবা?"

একজন আমলা চোখের চশমা খুলিয়া কর্কশ কণ্ঠে উত্তর দিল, "খোকা বাবুকে কেন? খোকাবাবু নাই!"

খোকাবাবু নাই? বিস্মিত কণ্ঠে হীরুর মা বলিয়া উঠিল, "নাই!"

আমলা বলিল, "না, নাই। হতভাগা মাগী, এখানে এসেছে খোকাবাবুর খোঁজ নিতে।"

হীরুর মা ভয়ে ভয়ে কাছারী হইতে পলাইয়া আসিল। বাড়ী ঢুকিতে গেল, কিন্তু দরোয়ান বাধা দিল। হীরুর মা তাহাকে খোকাবাবুর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে দরোয়ান বলিল, "খোকা বাবু এ বাড়ীতে নাই, তার বাড়ী ঢোকবার হুকুম নাই, কাল হ'তে সে বাড়ী আসে না।"

অগত্যা হীরুর মা জমিদারবাড়ী ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া চলিল। এবারে আর সে দ্রুত চলিল না, ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে চলিল। সারা পথ ভাবিয়া ভাবিয়া সে বিমলার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হ'ল, তখন স্থির সিদ্ধান্ত করিল, "আর কিছু নয়, ছুঁড়ীকে নিয়ে ছোঁড়া উধাও হয়েছে। বিয়ের কথা সব মিছে, দু'জনে এত দিন পালাবার মতলব আঁটছিলো। তা নৈলে ভদ্দর ঘরের ছেলে কি নিকে করে? কি দমবাজ এই ছোঁড়াটা! আর ছুঁড়ীটারও পেটে পেটে এত বুদ্ধি! চুলোয় যাক্, তবে শেষে ছুঁড়ীটা অকূলে না ভাসে।"

বাড়ী ঢুকিয়া হীরুর মা অন্ধকারে দাবার উপর বসিয়া পড়িল, এবং গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে আপন মনে বলিয়া উঠিল, "মর ছুঁড়ী, গেলি গেলি, তা আমাকে একটা কথা ব'লে গেলি না? আমি কি তোর এতই মন্দকারী!"

বুড়ীর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। সে আঁচল বিছাইয়া দাবার উপর শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া আপন মনে বলিল, "যদি অক্ষুণেও একটু জানতে পাত্তাম, তা হ'লে এমন তো শুনিয়ে দিতাম না! হয় না কেন বামুনের মেয়ে, মুড়ো খেংরায় তার পীরিতের বিষ ঝেড়ে দিতাম। এমন হীরুর মা নই আমি, হ্যাঁ।"

আপন মনে গজ গজ করিতে করিতে বুড়ী ঘুমাইয়া পড়িল।

উত্তরাধিকারী

সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই হীরুর মা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, এবং অভ্যাসমত ডাকিল, "দিদি ঠাক্‌রোণ!"

সহসা ঘরের তালার দিকে নজর পড়িতেই হীরুর মা চমকিয়া উঠিল, সে দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইল।

পথে ক্ষান্তর পিসী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও হীরুর মা, তোর দিদি ঠাক্‌রুণকে খুঁজে পেলি?"

হীরুর মা ক্ষুব্ধস্বরে উত্তর দিল, "হাঁ গো মা, তাকে আবার খুঁজে পাব!"

ক্ষান্তর পিসী হাসিয়া বলিল, "গেল কোথায়?"

হীরুর মা সগর্জ্জনে বলিল, "চুলোয়, যমের বাড়ী।"

ক্ষান্তর পিশী আস্তে আস্তে ডান হাতটী নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "সেখানে যায় নি হীরুর মা, শ্বশুরবাড়ী গেছে।"

"যমের বাড়ী গেছে" বলিয়া হীরুর মা গোঁ ভরে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। পথে সত্যচরণের সহিত তাহার দেখা হইল। সত্যকে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল; ভাবিল, ছোঁড়া যদি রইল, তবে ছুঁড়ী কোথায় গেল? কিন্তু এসব বিষয়ে বুড়ীর অভিজ্ঞতা খুব বেশী। সে জানিত, এরূপ স্থলে যুগলে এক সঙ্গে যায় না, যাইলে লোকের মনে সন্দেহ হয়। এজন্য লোক দিয়া বামাল আগে সরাইয়া দেয়, তারপর বাবু সাধু পুরুষের মত আস্তে আস্তে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হয়। সুতরাং সত্যচরণকে দেখিয়াও তাহার রাগের কিছু

মাত্র নিবৃত্তি হইল না, বরং রাগ একটু বাড়িল। সে চড়া গলায় সত্যচরণকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা বাছা, তোমার এই কাজ?"

সত্যচরণ বলিল, "কি কাজ হীরুর মা?"

হীরুর মা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিল। তারপর হাত নাড়িতে নাড়িতে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "দেখ বাছা, মনে ক'রো না, তুমি বামুন, তায় জমিদারের ছেলে ব'লে হীরুর মা ডরিয়ে কথা কইবে। হীরুর মা সে মেয়েই নয়।"

একটু বিস্ময়ের সহিত সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "নয় তা তো জানি। কিন্তু হ'য়েছে কি?"

সত্যচরণের এই ন্যাকামী দেখিয়া হীরুর মা আরও চটিয়া গেল। সত্যচরণের মুখের কাছে হাত দুইটা নাড়িয়া বলিল, "ওগো বাবু, আর তোমার সাধুগিরি ফলাতে হবে না। গলায় দড়ি দাও গে। শুধু তুমি নয়, ছুঁড়ীকেও দিতে ব'লো।"

হীরুর মা গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছিল; সত্যচরণ ডাকিল, "হীরুর মা!"

হীরুর মা দাঁড়াইল। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোর এত রাগ কেন হীরুর মা?"

"কেন?" আহতা ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া হীরুর মা বলিল, "কেন? তুমি ভদ্দর ঘরের ছেলে, তুমি কি বুঝবে আমার রাগ কেন। আমি যে এত কাল তাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলাম

আর আজ কিনা সে আমাকে একটা কথা না ব'লে চ'লে গেল। বাগ্দীর মেয়ে ব'লে আমার কি মায়া মমত্বি কিছু নেই ?"

কথা কহিতে কহিতে হীরুর মার গলা ক্রমেই ভারী হইয়া আসিল। সে সত্য চরণের মুখের উপর একটা ক্ষুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বিমলা চলিয়া গেল ? কোথায় ? সত্যচরণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একটু ভাবিল ; তারপর পাগলের মত ছুটিয়া চলিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

"তোমারই নাম বিমলা ?"

বিমলা নতমুখে মস্তক সঞ্চালন করিল। তরঙ্গিণী বলিল, "এই তোমার রূপ ? এই রূপের জন্য সত্যবাবু উন্মাদ ?"

বিমলা লজ্জারক্ত মুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তরঙ্গিণী বলিল, "আমার চেয়েও কি তুমি নিজেকে সুন্দরী মনে কর ?"

বিমলা মৃদুস্বরে সবিনয়ে বলিল, "আমি আপনার পায়ের ধূলার যোগ্য নই।"

ঈষৎ গর্ব্বের হাসি হাসিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "অতটা বাড়িয়ে ব'লো না। আমার মত না হ'লেও তোমাকে সুন্দরী বলা যায়।"

বিমলা বলিল, "আপনি রাজরাণী, আমি ভিখারিণী।"

তরঙ্গিণী বলিল, "রূপ রাজরাণী ভিখারিণী বিচার করে না। অনেক ভিখারিণীর কাছে রাজরাণী কালপেঁচা।"

বিমলা নিরুত্তরে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তরঙ্গিণী বলিল, "তা বাছা, একটু রূপ আছে ব'লেই যে বিধবা মেয়েকে আবার বিয়ে করতে হবে, এমন বিধান কোন শাস্ত্রে নাই।"

বিমলা নীরবে মৃদু হাস্য করিল। তরঙ্গিণী বলিল, "পুরুষমানুষ যেন অবুঝ, কিন্তু মেয়ে মানুষ হ'য়ে তুমি কি রকমে এমন কাজ

করতে চেয়েছিলে বাছা? বিয়ে করলে কি তোমার ভাল হ'তো?"

বিমলা বলিল, "কি জানি।"

তরঙ্গিণী ঈষৎ রুষ্টকণ্ঠে বলিল, "কি জানি কি। তুমি কি জাননা যে, মেয়ে মানুষের স্বামীই সর্ব্বস্ব, ইহকাল পরকাল। সেই স্বামীকে ছেড়ে তুমি আবার বিয়ে করতে গেলে?"

বিমলা বলিল, "আমার স্বামী নাই"

ক্রুদ্ধ স্বরে তরঙ্গিণী বলিল, "তোমার এই চামড়ার চোখের সামনে নাই, কিন্তু মনের ভিতর যে চোখ আছে, সেই চোখ মেলে চাইলেই দেখতে পাবে।"

বিম। স্বামীকে আমার মনে পড়ে না, কখন তাঁর মুখ দেখি নাই।

তর। দেবতাকে কেউ কখন দেখে নাই; তবে লোকে দেবতার রূপ ধ্যান করে কিরূপে?

বিম। কল্পনায়।

তর। তুমিও কি কল্পনায় স্বামীর একটা রূপ খাড়া ক'রে তার ধ্যান কত্তে পার না?

বিম। কল্পনায় সেরূপ ধারণা কত্তে পারি না।

তর। বিয়ের ধারণা কত্তে পার, আর স্বামীর রূপ ধারণা কত্তে পার না?

বিমলা নীরব। তরঙ্গিণী তিরস্কারপূর্ণস্বরে বলিল, "তুমি কি হিঁদুর মেয়ে নও? তোমার কি নরকের ভয় নাই?"

বিমলা বলিল, "আমার জীবনই যে নরক।"

তরঙ্গিণী বলিল, "এ নরক তুচ্ছ, এর চেয়েও ভীষণ নরক আছে।"

বিমলা বলিল, "আগুণের আর অল্প বা বেশীতে কি তফাৎ। আগুণ মাত্রেই পুড়িয়ে মারে।"

গর্জ্জন করিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "দেখছি পুড়ে মরাই তোমার অদৃষ্টে আছে।"

বিমলা বলিল, "অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাতে পারে।"

রাগে চক্ষু কপালে তুলিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "যম পারে।"

বিমলা সহাস্যে বলিল, "সত্য?"

তরঙ্গিণী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বিমলার মুখের দিকে চাহিতেই ক্রোধের পরিবর্ত্তে তাহার মনে বিস্ময়ের ভাব জাগিয়া উঠিল। সে বিমলার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমার সঙ্গে পরিহাস ক'চ্চো?"

বিমলা উত্তর করিল, "কি পরিহাস?"

তরঙ্গিণী বলিল, "এই বিয়ের কথা? সত্যই কি এই বিবাহে তোমার মত আছে?"

বিমলা মুহূর্ত্তকাল নীরব নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর

কাঁপিতে কাঁপিতে তরঙ্গিণীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "না মা, আমি হিঁদুর মেয়ে, বামুনের মেয়ে, বিধবা, আমি কেন বিয়ে ক'রে ইহকাল পরকাল নষ্ট করবো মা।"

বিমলার দুই চোখ দিয়া হুহু করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। তরঙ্গিণী হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিল; স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিল, "অমি না বুঝে তোমাকে অনেক রূঢ় কথা বলেছি, আমায় মাপ কর বাছা।"

রোদনবিজড়িত কণ্ঠে বিমলা বলিল, "তুমিই আমাকে মাপ কর মা, আমি তোমার সঙ্গে পরিহাস ক'রেছি।"

তরঙ্গিণী আপনার আঁচল দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিল। বিমলা ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। তরঙ্গিণী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "থাক্ বাছা, আমাকে আর গড় কত্তে হবে না। তোমার সঙ্গে আমার বয়সের বেশী তফাৎ নাই।"

বিমলা বলিল, "বয়সে তফাৎ না থাকলেও আপনি মানে বড়।"

তরঙ্গিণী মৃদুহাস্যে বলিল, "ছাই মান! আমি কিন্তু বাছা তোমার উপর খুব রেগেছিলাম। মনে মনে তোমাকে কত গালও দিয়েছি।"

বিমলা মৃদু হাসিল; বলিল, "আমার মত পোড়ারমুখীকে কে গাল না দেয় মা!"

তরঙ্গিণী বলিল, "বালাই, যে তোমাকে না চিনে, সেই গাল দেয়।"

বিমলা একটু ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। যশী আসিয়া তরঙ্গিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হ্যাদে মা, তুমি এনার সাথে গপ্পে মেতেছ, ও দিকে যে কত্তা বাবু তোমাকে ডাকতি নেগেচে।"

তরঙ্গিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

যশী ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "কেনে আবার কি গা? অসুখ মানুষ, একটু কাছে বসবে, গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দেবে, দুটো ভাল মন্দ বাক্যি কইবে, তা নয়, তুমি বাঁয়ে বাঁয়ে বেড়াচ্চ।"

সহাস্যে তরঙ্গিণী বলিল, "তুই তো ডাইনে আছিস্, একটু কাছে বসলে তো পারিস্?"

যশী গালে হাত দিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে বলিল, "হ্যাদে মা, তুমি কেমনতর মেয়ে মানুষ গা? আমরা কাছে বসলে হয়? হাজার হোক আমরা দাসী বাঁদী।"

তরঙ্গিণী বলিল, "আর আমিই সত্যপীর নাকি, যে কাছে বসলেই অসুখ সেরে যাবে।"

যশী বলিল, "ধন্যি মা, তোমাতে আর আমাতে? তুমি হ'লে ইস্তিরি। আমাদের কত্তার যখন অসুখ বিসুখ করতো, এক তিল ঘর ছাড়বার যো ছিল না। শাউড়ী ননদ সব ছিল, কিন্তু কেউ কাছে গেলে পছন্দ হ'তো না, রাগে চেচিয়ে বাড়ী ফাটিয়ে দিত।

আমি যদি বলতুম, হাগা, ঠাকরুণ তো কাছে ছিল, তবে এত রাগ কচ্ছিলে কেন? তা হ'লে বলতো কি জান, দেখ যশোদা, তোমার হাতখানা বুকে রাখলে বুকটা যেন ঠাণ্ডা হয়, মা-ই বল আর বোনই বল, ওদের হাত কি এমন নরম! যেন আধপোড়া বেঁথারির মত।"

বিমলা মুখে আঁচল চাপা দিল। তরঙ্গিণী হাসি চাপিয়া বলিল, "তোর হাতটা যখন এত নরম, তখন সেটা একবার তোর বাবুর বুকে বুলিয়ে দিলি না কেন?"

যশোদা বলিল, "ওকি কথা মা, আমি দিলে কি হবে? বলে—যার যে তার সে। আর আমারই কি সে হাত আর আছে, বাসন মেজে, ঝাঁটা ধ'রে বেঁথারি হয়ে গেছে।"

তরঙ্গিণী বলিল, "তোর কত্তা নাকি তোকে খুব ভাল বাসতো?"

যশোদা জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভালবাসা! সে কথা আর কইও নি মা, উঠে বসতে দিত না। একটা কাজ কম্ম কত্তে গেলে বলতো, কেন যশোদা, মা আছে, দিদি আছে, কাজ করবে তারা, পরের মেয়ে তুমি তোমাকে কি গতর খাটিয়ে খেতে এনেছি? হায় মা, এমন মানুষ ছিল যে, এক দিনের তরে একটা উঁচু কথা কয় নি, সদাই যেন তটস্থ। তবে এক দিনের কথা বলি, শোন।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

অপর্ণা ডাকিল, "নতুন মা!"

"যাই মা" বলিয়া তরঙ্গিণী ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল। শ্রোত্রীর এরূপ আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে যশোদা কিছু দুঃখিত হইল। কিন্তু বিমলা ছিল। সুতরাং সে জাঁকিয়া বসিয়া বিমলার নিকটেই স্বামীর অগাধ ভালবাসার কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল; বলিতে বলিতে যশোদা এক একবার আঁচল দিয়া শুষ্ক চক্ষু মুছিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেশের ডাক্তার কবিরাজ সব আসিয়া জড় হইল, কিন্তু তারিণী-বাবুর রোগের কিছুমাত্র প্রতিকার হইল না। অপর্ণা কলিকাতা হইতে সাহেব ডাক্তার আনাইল, দেশ বিদেশের নামজাদা বড় বড় কবিরাজদের ডাকাইল, কিন্তু পিতার রোগশান্তির লক্ষণ কিছু দেখিল না। অপর্ণা বড় অস্থির হইয়া পড়িল, এবং গ্রামের বুড়া কবিরাজ মৃত্যুঞ্জয় বিশারদকে ডাকাইয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ ডাক্তার বা কবিরাজকে আনা উচিত। বুড়া কবিরাজ বলিলেন, "বৃথা চেষ্টা মা, জীব মাত্রেই যে ব্যাধির অধীন, এবং যে ব্যাধির কোন ঔষধ এ পর্যান্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, এ সেই ব্যাধি। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরিও এ ব্যাধির হাত এড়াতে পারেন নি।"

অপর্ণা রাগিয়া ধন্বন্তরিকে গালি দিল, বুড়াকে তিরস্কার করিল; বুড়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। অপর্ণা ঠাকুর ঘরে গিয়া রাধাবল্লভের সম্মুখে মাথা কুটিতে কুটিতে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "ঠাকুর, শুনেছি তোমার নামে যমও ভয়ে পলায়। তুমি বাবাকে বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর, আমি বুক চিরে তোমার পায়ে রক্ত দেব!"

পাষাণ বিগ্রহ নীরবে রহিল। শুধু অদৃষ্ট দেবতা অলক্ষ্যে খল্ খল্ হাসিয়া উঠিল।

তারিণীবাবু আপনার অবস্থা বেশ বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়া-

ছিলেন বলিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। উইল হইয়া গেল, জমীদারীর ব্যবস্থা হইল, যাহাকে যাহা দিবার দিলেন, কর্ম্মচারীদিগকে যথাযথ উপদেশ প্রদান করিলেন। এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া তিনি আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তারিণীবাবু ভাবিয়াছিলেন, এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া তিনি শান্ত চিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন। কিন্তু তাহা ঘটিল না, মনে শান্তি তো আসিল না। অশান্তির প্রধান কারণ জমিদারী। যে জমিদারীকে তিনি এতকাল বুক দিয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, যাহার চিন্তায় তিনি সময়ে সময়ে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতেন, অন্যায়কে ন্যায় করিতেও ইতস্ততঃকরিতেন না; সেই সযত্নরক্ষিত বিপুল সম্পত্তি তাঁহার অবর্ত্তমানে কে রক্ষা করিবে! তরঙ্গিণী, অপর্ণা উভয়েই স্ত্রীলোক, শুধু স্ত্রীলোক নহে, বালিকা বলিলেই হয়। কর্ম্মচারীরা বিশ্বাসী বটে, কিন্তু লোভের নিকট বিশ্বাস কতক্ষণ স্থায়ী হয়? এতকাল তিনি স্বয়ং সকল দিক দেখিয়া আসিতেছিলেন, কাজেই অন্ততঃ ভয়ে ভয়েও সকলে বিশ্বাসী হইয়াছিল। কিন্তু সুযোগ পাইলে তাহারা যে বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে না, এ কথা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? তখন টাকাকড়ি সকলে ভাগ বাঁটরা করিয়া লইবে, মহালের পর মহাল নীলামে উঠিবে! শেষে যে স্ত্রীকন্যাকে তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়া যাইতেছেন, তাহারা হয় তো কপর্দক

বিহীন হইয়া পথে দাঁড়াইবে। চৌধুরীবংশের মান সম্ভ্রম, নাম যশ সব লোপ পাইবে। সে কি ভয়ানক দুর্দ্দিন! সে দিনের কথা মনে করিতেও তারিণীবাবু শিহরিয়া উঠিলেন।

কিন্তু উপায় কি! এমন আর কে আছে, যাহার হাতে তিনি আপনার সকল মমতার আধার এই জমিদারীর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে ইহলোক ত্যাগ করিতে পারেন? কে এমন তাঁহার বিশ্বাসের পাত্র, সম্পত্তির যোগ্য অধিকারী আছে, যে তাঁহার সকল কীর্ত্তি সকল গৌরব, সকল প্রভাব বজায় রাখিতে পারিবে? কেহই নাই। তারিণীবাবু উদ্বেগকাতর চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেন, এমন কেহই নাই। তাঁহার অস্থির চিত্ত যেন আরও অস্থির হইয়া উঠিল। হায়, তবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই কি তাঁহার সকল কীর্ত্তিই বিলুপ্ত হইবে? একবার ভাবিলেন হয় হউক; যখন নিজেই যাইতেছি, তখন আর এ সকল থাক্ যাক্ তাহাতে আমার কি? মানুষের জীবনই যখন অস্থায়ী, তখন তুচ্ছ বিষয় যে স্থায়ী হইবে ইহা কখনও হইতে পারে না। সুতরাং এখন এই তুচ্ছ জমিদারীর মায়া ত্যাগ করিয়া মহামায়ার চরণ চিন্তা করাই কর্ত্তব্য।

তারিণীবাবু কিন্তু সে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিলেন না; মন কিছুতেই বশে আসিল না। তিনি ক্রমেই অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন; মৃত্যুশয্যা যেন কণ্টকশয্যা হইল। হায় ঐশ্বর্য্য! তুমি জীবনে মরণে সমান অশান্তি!

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক ভাবিয়া শেষে তারিণীবাবু দেওয়ানকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যচরণ, এ বাড়ীতে আসে না কি ?"

দেওয়ান বলিল, "না।"

তারি। কেন ?

দেও। তাঁকে বাড়ী ঢুকতে দেওয়া আপনার নিষেধ ছিল।

ভ্রূকুটী করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "হাঁ, সে বাড়ী ঢুকলে দরোয়ান দ্বারা গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেবার হুকুম দিয়েছিলাম বটে।"

দেওয়ান কোন উত্তর করিতে পারিল না। তারিণীবাবু বলিলেন, "আগে দেখতাম, অনেক কাজের কথাও তোমার মনে থাকতো না, কিন্তু এখন দেখছি, যত বয়স হচ্ছে তত তোমার স্মরণ শক্তিটা বেড়ে উঠছে।"

দেওয়ান নীরবে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল। তারিণীবাবু বলিলেন, "যাক্, এখন তাকে এখানে আনতে পারবে ?"

দেওয়ান বলিল, "আপনার হুকুম হ'লেই পারি।"

তারিণীবাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "হাঁ হাঁ, হুকুমই হ'য়েছে। এর জন্য আবার হুকুমনামা লিখে দিতে হবে নাকি ?"

দেওয়ান ত্রস্তভাবে উঠিয়া গমনোদ্যত হইল। তারিণীবাবু বলিলেন, "শোন, কি ব'লে আনবে ?"

দেওয়ান বলিল, "আপনি ডাকছেন এই ব'লে।"

বিরক্ত কণ্ঠে তারিণীবাবু বলিলেন, "আমি ডাকছি? কেন, তাকে ডাকিয়ে এনে আমার কি স্বর্গলাভ হবে? সে হতভাগা ছোঁড়া কি আমার পরকালের মুক্তির রাস্তা দেখিয়ে দেবে?"

প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া দেওয়ান ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তারিণীবাবু বলিলেন, "এই বুদ্ধি নিয়ে তোমরা জমিদারী চালাবে? শোন, হাজার হ'ক ভাইপো, এ সময়ে যদি একবার আসে, তবে তাকে বিষয়ের কিছু দিয়ে যেতে পারি, ভাবটা এই, বুঝলে?"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া দেওয়ান চলিয়া গেল। তারিণীবাবু আপন মনে হাসিয়া বলিলেন, "ও ছোঁড়াকে তাড়াতে পারলে তোমাদেরই পোয়া বার, তা কি আমি বুঝতে পারি না?"

দেওয়ান চলিয়া গেলে তরঙ্গিণী ঘরে ঢুকিল। তারিণীবাবু ডাকিলেন, "নতুন বৌ!"

তরঙ্গিণী স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে উত্তর দিল, "কি?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "তুমি অর্দ্ধেক বিষয়ের মালিক।"

তরঙ্গিণী নীরবে নত নেত্রে বসিয়া রহিল। তারিণীবাবু বলিলেন, "কিন্তু নতুন বৌ, বিষয় রাখতে পারবে?"

তরঙ্গিণী নিরুত্তর। একটু স্থির থাকিয়া তারিণী বাবু ডাকিলেন, "আচ্ছা নতুন বৌ!"

তরঙ্গিণী মুখ তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিল। তারিণীবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, বিষয়টা—এই জমিদারী, টাকাকড়ি যা কিছু সব যদি সত্যকে দিয়ে যাই ?"

তরঙ্গিণী বলিল, "খুব ভাল হয়।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "ভাল যে খুব হয় এমন কথা বলা যায় না, তবে সম্পত্তিটা বজায় থাকতে পারে।"

তরঙ্গিণী বলিল, "সেটা কি ভাল নয় ?"

তারিণীবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, "এক দিকে ভাল বটে, কিন্তু অন্য দিকে—তোমাকে যদি ফাঁকি দেয় ?"

তরঙ্গিণী বলিল, "ফাঁকি—আমাকে আর কি ফাঁকি দেবে ? বিষয় ? বিষয় নিয়ে আমার কি হবে ?"

একটু বিস্ময়ের সহিত তারিণীবাবু বলিলেন, "বিষয় নিয়ে কি হবে ? বিষয় তুমি চাও না ?"

সহসা তরঙ্গিণী মুখ তুলিয়া দৃঢ় সতেজ কণ্ঠে বলিল, "চাই। কিন্তু এ রকম আধাআধি চাই না।"

তারিণী বাবু মুহূর্ত্তকাল হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "সব চাও ?"

জোর গলায় তরঙ্গিণী উত্তর দিল, "হাঁ, সব।"

একটু ভাবিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "কিন্তু রাখতে পারবে ? তর। সে পরের কথা। অনেক পুরুষেও তো বিষয় রাখতে

পারে না। আবার অনেক মেয়ে মানুষের বিষয় বুদ্ধির কাছে পুরুষকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

তারি। যেমন রাণী রাসমণী, মহারাণী স্বর্ণময়ী। কিন্তু তুমি কি আপনাকে তাদেরই একজনের মত মনে কর?

তরঙ্গিণী কোন উত্তর করিল না। তারিণী বাবু তাহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া শুইয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরে তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে বলিল, "তবে এক কাজ কর সত্যচরণকে সব সম্পত্তি দিয়ে যাও।"

সহসা মর্ম্মস্থলে সূচী বিদ্ধ হইলে লোকে যেরূপ শিহরিয়া উঠে, তারিণী বাবু সেইরূপ শিহরিয়া উঠিয়া ঘাড় ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাকে দেব কেন?"

তরঙ্গিণী বলিল, "তা হ'লে সম্পত্তিটা নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে না।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে বিদ্রূপের এমন একটু কঠোর হাসি হাসিল, যাহা তারিণী বাবুর অন্তরে গিয়া বিদ্ধ হইল। তারিণী বাবু দ্রুত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া উগ্র বিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, "সম্পূর্ণ আশঙ্কা আছে। ও হতভাগা ছোঁড়ার উপর আমার একটুও বিশ্বাস নাই। ও যদি মানুষ হ'তো—"

তর। তা হলে কি হতো?

তারি। কি হ'তো? তা হ'লে মরবার সময় আজ আমাকে রাবণের চিতা বুকে নিয়ে মর্‌তে হ'তো না। তুমি জান না নতুন বৌ, ও ছোঁড়া আমার সর্ব্বনাশ করেছে, তোমার সর্ব্বনাশ করেছে, নিজের, সর্ব্বনাশ করেছে। আমি ওকে একটী পয়সাও দিয়ে যাব না।"

তারিণীবাবু পাশ ফিরিয়া অবসন্নভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; তরঙ্গিণী সন্তর্পণে একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ান ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, সত্যচরণ আসিতে সম্মত নহে। ভ্রূকুটী করিয়া তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, সমস্ত বিষয়টা পাবে না সেই রাগে বুঝি?"

দেওয়ান বলিল, "না। তিনি বলেন, জেঠা মশায়ের কাছে স্নেহ ভিক্ষা করতে যেতে পারি, কিন্তু বিষয় ভিক্ষা করতে যাব না।"

মৃদু হাসিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "হুঁ, খুব উঁচু মেজাজের কথা বটে। তা আমি কি তাঁকে বিষয় দেবার জন্য হাত ধুয়ে ব'সে আছি যে, তিনি একবার এসে দর্শন দিলেই জমিদারীটা তাঁকে দিয়ে দেব?"

দেও। বলেন—এখন গেলে সকলেই মনে করবে, জেঠা-মশায়ও ভাবতে পারেন, বিষয়ের লোভেই এসেছে। সম্পত্তির বন্দোবস্ত আগে হ'য়ে যাক্, তারপর গিয়ে জেঠা মশায়ের পায়ে ধ'রে মাপ চাইব।

গম্ভীর কণ্ঠে "হুঁ" বলিয়া তারিণীবাবু চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। একটু অপেক্ষা করিয়া দেওয়ান ধীরে ধীরে বলিল, "বাচস্পতি মশায় এসেছেন।"

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চক্ষু মেলিয়া তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

দেওয়ান উত্তর করিল, "তাঁর ভাইঝির বিবাহ। বিবাহের খরচ দিবার কথা ছিল।"

চমকিত হইয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "বিবাহ ? কবে ?"

দেওয়ান বলিল, "আজ।"

তারিণীবাবু বিকৃত মুখভঙ্গী করিলেন। একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।"

দেওয়ান চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরে বাচস্পতিকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। তারিণীবাবু বাচস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌরীর বিবাহ কবে ?"

বাচস্পতি বলিলেন, "আজ।"

তারি। একেবারে আজ ? বেশ সুপাত্র পেয়েছেন ?

বাচ। সুপাত্র না হ'লেও নিতান্ত কুপাত্র নয়।

তারি। সত্যচরণের চেয়ে বোধ হয় ভাল ?

বাচ। সত্যচরণকে স্বামিরূপে লাভ করবার অদৃষ্ট গৌরীর নাই।

তারি। সেটাকে কি আপনি তার শুভাদৃষ্ট মনে করেন না ?

বাচ। আমি তার নিতান্ত দুরদৃষ্ট ব'লেই বোধ করি।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "ও ছোঁড়ার বিধবা বিবাহের পরিণামটা শুনেছেন বোধ হয়।"

বাচস্পতি বলিলেন, "শুনেছি, আপনি সেই অনাথা বিধবাকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছেন।"

তারি। কাজেই। কেউ যখন তাকে আশ্রয় দিলে না, একটা উচ্ছৃঙ্খল যুবক তার ইহকাল পরকাল নষ্ট করতে উদ্যত হ'ল, তখন অগত্যা বাড়ীতে একটু ঠাঁই দিতে বাধ্য হ'লাম।

বাচ। আপনি মহত্তের কাজই ক'রেছেন।

তারি। মহত্তের কাজ না হ'লেও মানুষ হয়ে এত বড় অন্যায়টা কেউ কখন সহ্য করতে পারে না। কাজেই সত্যর মনে কষ্ট হ'লেও—

বাধা দিয়া বাচস্পতি বলিলেন, "তার মনে একটুও কষ্ট হ'বে ব'লে বোধ হয় না, এজন্য সে বরং আনন্দিত হবে।"

ঈষৎ হাসিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "মানুষের মন দেবতার অগোচর। তবে সঙ্কল্পে বাধা পেলে লোকে যে আনন্দিত হয় এ কথাটা যেন নূতন শুনলাম।"

বাচস্পতি বলিলেন. "তার যদি শুধু বিধবা বিবাহের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প থাকতো, তা হ'লে কথাটায় নূতনত্ব বোধ হতো। কিন্তু সে শুধু সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। সে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র।"

মুহূর্ত্তের জন্য তারিণীবাবুর মুখখানা গর্ব্বে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই তাহা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। একটু নীরবে

থাকিয়া তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হলে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর আজই বিবাহ?"

বাচস্পতি বলিলেন, "হাঁ।"

"উত্তম" বলিয়া তারিণীবাবু চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় চক্ষু উন্মীলিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার আর কোন বক্তব্য আছে?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বাচস্পতি বলিলেন, "এই বিবাহের সমগ্র ব্যয় দিতে—"

তারিণীবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম। কিন্তু মাপ করবেন বাচস্পতি মশায়, আমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলাম না।"

বাচস্পতি শিহরিয়া উঠিলেন; দেওয়ান বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। তারিণীবাবু পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ভাবছেন কি? ইহাও কি সম্ভব? তারিণী চৌধুরী কি এমন কাজ করতে পারে? কিন্তু মানুষের এমন একটা সময় আসে, যখন তার জীবনের সকল ঘটনাই ওলট পালট হ'য়ে যায়, যা সম্পূর্ণ অসম্ভব এমন কাজকেও খুব সহজ ভাবেই সম্ভব ক'রে ফেলে। আমারও এখন সেই অবস্থা। আমি এ বিবাহে একটী পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারব না।"

শঙ্কাজড়িত কণ্ঠে বাচস্পতি বলিলেন, "রক্ষা করুন, মেয়ের

গাত্রহরিদ্রা, অধিবাস পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছে। আজ তাকে সম্প্রদান করতে না পারলে—"

বাধা দিয়া তারিণীবাবু কঠোর স্বরে বলিলেন, "আপনার জাতি ধর্ম্ম সব যাবে, এই তো? কিন্তু আমার—আমার কি যাবে জানেন? যাক্, যাকে টাকা দিতে হবে না, এমন একটী পাত্র দেখে আপনি গৌরীকে সম্প্রদান করুন, আমি একটী পয়সাও দেব না।"

তারপর দেওয়ানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কাল একখানা নূতন উইল লিখতে হবে, প্রস্তুত হ'য়ে এসো।"

বাচষ্পতি ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দেওয়ানের সহিত বাহিরে চলিয়া গেলেন। তারিণীবাবু দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া স্থিরভাবে পড়িয়া রহিলেন।

অপর্ণা ঘরে ঢুকিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "কি করলে বাবা?"

তারিণীবাবু স্থির দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া গাঢ় স্বরে বলিলেন, "কি ক'রেছি অপি, ব্রাহ্মণকে আশা দিয়ে নিরাশ করেছি? কিন্তু নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা আছে অপি, আমি পাষাণ নই, মানুষ, আমার এই বুকটা লোহা দিয়ে তৈরী নয়, এর ভেতরেও—"

তারিণীবাবু আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার দুই চোখ দিয়া হু হু জল গড়াইয়া পড়িল। অপর্ণা বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টিতে পিতার অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

হীরুর মার কথা শুনিয়া সত্যচরণ প্রথমে খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তারপর অনুসন্ধানে যখন জানিতে পারিল, বিমলা তারিণীবাবুর নিকট আশ্রয় পাইয়াছে, তখন সে বিমলার সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু এই নিশ্চিন্ততা টুকুর মধ্যেও তাহার মনের ভিতর কোথায় যেন একটু বাধিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়াও সত্যচরণ তাহার কারণটুকু স্থির করিতে পারিল না। সে যে বিমলার রূপের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বা তাহাকে ভালবাসিয়া বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এ কথাটা সে কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিল না। অনাথা বিধবার উপর সহানুভূতির প্রাবল্যেই যে তাহার এই আগ্রহ ইহাই সে জানিত। সেই বিধবা যখন উপযুক্ত স্থানে আশ্রয় পাইল, তখন তাহার জন্য দুঃখ করিবার আর কি থাকিতে পারে? তথাপি কেন যে একটু দুঃখ—একটু বেদনা আসে, তাহা সত্যচরণ বুঝিতে পারিল না।

ভাবিতে ভাবিতে সত্যচরণ বাচস্পতি মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইল। সে দিন গৌরীর বিবাহ; বাড়ীতে উৎসবের কোলাহল চলিতেছিল। গৌরী হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া হাতে সূতা বাঁধিয়া সহাস্যমুখে ঘুরিতে ফিরিতেছিল। সত্যচরণ

বাড়ী ঢুকিতে যাইতেছিল, কিন্তু গৌরীকে দেখিয়াই ফিরিবার উপক্রম করিল। গৌরী ডাকিল, "সত্য দা"!

সত্যচরণ ফিরিয়া দাঁড়াইল। গৌরী উচ্চহাসি হাসিয়া বলিল, "চলে যাচ্চ যে?"

বাচস্পতি মহাশয়ের গৃহিণী ঘরের ভিতর হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে গৌরী?"

গৌরী বলিল, "সত্য দা। ঐ দেখ না, পালিয়ে যাচ্চে।"

অগত্যা সত্যচরণকে বাড়ী ঢুকিতে হইল। বাড়ী ঢুকিয়া, গৌরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হাঁ পালিয়ে যাচ্চি, তোর ভয়ে।"

গৃহিণী ঘরের বাহিরে আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "এস বাবা এস।"

তার পর গৌরীকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্য তিরস্কারের সহিত বলিলেন, "পালাবে কেন লা, ও তো ঘরের ছেলে।"

মৃদু হাসিয়া গৌরী বলিল, "ঘরের ছেলেও মাঝে মাঝে পর হয় কি না।"

সত্যচরণ ভ্রূকুটী করিল; গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখুন, গৌরী বড় জেঠা হ'য়ে পড়েছে।"

গৌরী হাসিতে হাসিতে বলিল, "এত পড়াশুনা ক'রে ব্যাকরণ ভুল ক'রো না সত্য দা, জেঠা নয়, জেঠী বল।"

গৃহিণী হাসিয়া উঠিলেন। সত্যচরণও হাসিল, কিন্তু সে হাসি যেন প্রাণশূন্য কাষ্ঠহাসি মাত্র। গৌরী তাহা লক্ষ্য করিয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া একবার বক্র কটাক্ষে সত্যচরণের দিকে চাহিল। তার পর সহাস্যে বলিল, "তোমার নেমন্তন্ন সত্য দা।"

গৃহিণী বলিলেন, "ভাগ্যে তুই নেমন্তন্ন করলি, নয় তো সত্য আসতো না।"

ঘাড় দোলাইয়া ঠোঁট ফুলাইয়া গৌরী বলিল, "হাঁ আসতো বৈকি, কক্ষনো না।"

গৃহিণী তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "না, আসতো না! হতভাগা মেয়ে!"

গৌরী জোরে মাথা নাড়িয়া, মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য আনিয়া জোর গলায় বলিল, "আমি হতভাগা মেয়ে বৈকি। কে হতভাগা তা জিজ্ঞাসা কর।"

গৌরী দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। গৃহিণী তাহার গমন পথের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মেয়েটা যেন কি! পাগলও নয়, মানুষও নয়। মা বাপমরা মেয়ে ব'লে উনি কখনো একটা চড়া কথা পর্য্যন্ত বলতে দেন নি। কিন্তু এর পর পরের ঘরে গিয়ে কি যে করবে তাই ভাবি।"

সত্যচরণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহিণী বলিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবা, ব'স না।"

সত্যচরণ বলিল, "এখন আসি মা, এর পর আসবো।"

সত্যচরণ বাটীর বাহির হইয়া ধীরে ধীরে চলিল। টোল ঘরের কাছে যাইতেই দেখিল, গৌরী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সত্যচরণ একবার তাহার দিকে চাহিয়াই নতমুখে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। গৌরী মৃদুস্বরে ডাকিয়া বলিল, "শোন।"

সত্যচরণ দাঁড়াইল। গৌরী বলিল, "সে বিয়েটার কি হ'লো?"

সত্য। কোন্ বিয়ে?

গৌরী। কোন্ বিয়ে আবার? সেই নিকে।

সত্যচরণ তীব্র ভ্রূকুটী করিল। মৃদু হাসিয়া গৌরী বলিল, "ভাল, না হয় বিয়েই হ'লো, তার কি হলো?"

সত্য। কিছুই হয় নি।

গৌরী। বিয়ে হবে?

সত্য। বোধ হয় না।

গৌরী। বেশ হ'য়েছে।

সত্য। কিসে বেশ হ'লো?

গৌরী। সর্ব্বরকমে। তুমি একটা ভয়ানক দুর্নামের হাত থেকে বেঁচে গেলে।

সত্য। আমি দুর্নামের ভয় করি না।

গম্ভীর স্বরে গৌরী বলিল, "তুমি ভয় কর না তা জানি, কিন্তু তোমার যারা আপনার লোক, তাদের শুনলে কষ্ট হয়।"

সত্যচরণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার তেমন আপনার লোক তো দেখতে পাই না।"

গৌরী। তুমি না দেখতে পেলেই'যে থাকবে না এমন কোন কথা নাই।

গৌরীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এত কথা কোথা হ'তে শিখ্‌লি গৌরী?"

গৌরী উপর দিকে একটা আঙ্গুল বাড়াইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, "আকাশ থেকে।"

সত্যচরণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কোমল কণ্ঠে ডাকিল, "গৌরী!"

গৌরী। কি?

সত্য। আজ তোর বিয়ে।

গৌরী। তাই তো শুনছি।

সত্য। তোর আজ খুব আহ্লাদ, না?

সত্যচরণের মুখের উপর তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ ক বলিল, "তোমার চেয়ে বোধ হয় বেশী নয়।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই গৌরী বিদ্যুদ্বেগে অন্তর্হিত হইল। সত্যচরণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ ফিরেতেই দেখিল, সম্মুখে বাচস্পতি মহাশয়।

বাচস্পতি মহাশয়ের মুখ চোখের ভাব দেখিয়া সত্যচরণ ভীত হইল। সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, শুধু ভীতি ও বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার বিষাদ ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাচস্পতি মেঘগম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, "সত্যচরণ!"

সত্যচরণ কোন উত্তর করিতে পারিল না। বাচস্পতি বলিলেন, "গৌরীর কোষ্ঠীর ফল মিথ্যা হ'লো।"

বিস্ময়ের সহিত সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি ফল?"

বাচ। কোষ্ঠীর ফলে তার রাজরাণী বা তদ্রূপ সৌভাগ্যবতী হ'বার কথা। কিন্তু আজ হয় তাকে, যে কোন কুপাত্রের হাতে অর্পণ ক'রে তার কুমারীত্ব খণ্ডন করতে হবে, নয় তাকে চির-কৌমার্য্য ব্রতে দীক্ষিত করাতে হবে।

সত্য। কারণ?

বাচ। কারণ আজ হিমাচল-শৃঙ্গ বিচলিত হ'য়েছে, তারিণী চৌধুরী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে।

তারিণী চৌধুরী প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছে! সত্যচরণের হৃৎ-স্পন্দন যেন স্তব্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাচস্পতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাচস্পতি তখন কিরূপে তারিণীবাবুর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "সুরেশের বাপ প্রার্থিত

অর্থ ব্যতীত পুত্রের বিবাহ দিবেন না, আমাকে স্থির জানিয়েছেন। সুতরাং গৌরীর অদৃষ্টে—"

রুদ্ধ অভিমানে বাচস্পতির কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সত্যচরণ বলিল, "তা হ'লে উপায় ?"

গভীর নৈরাশ্যপূর্ণ স্বরে বাচস্পতি বলিলেন, "নিরুপায়। আমার এমন কোন সঙ্গতি নাই, যাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেড় হাজার টাকার সংগ্রহ করি। আমি নিরুপায়।"

সত্যচরণ নতমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। বাচস্পতি প্রস্থানোদ্যত হইলেন। কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই সত্যচরণ ডাকিয়া বলিল, "শুনুন।"

বাচস্পতি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সত্যচরণ বলিল, "জেঠামশায় কেন এমন কাজ করলেন বলতে পারেন ?"

বাচস্পতি বলিলেন, "পারি, কিন্তু সেটা আমার অনুমান মাত্র।"

সত্য। আপনার কি অনুমান হয় ?

বাচ। সম্ভবত স্নেহ। মানুষ যতই কঠোরতা অবলম্বন করুক, স্নেহের নিকট তার সকল পৌরুষ দুর্ব্বলতায় পরিণত হয়। আমার অনুমান, এই দুর্ব্বলতার বশেই তিনি আপনার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেছেন।

সত্যচরণের মুখখানা মুহূর্তে গর্ব্বপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে দৃঢ় স্বরে বলিল, "উত্তম, আমি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবো।"

আশাপূর্ণ স্বরে বাচস্পতি বলিয়া উঠিলেন, "করবে?"

সত্যচরণ বলিল, "নিশ্চয়।"

বাচ। অর্থ দিয়ে?

সত্য। আমি নিঃস্ব।

বাচস্পতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিলেন; সত্যচরণ মস্তক নত করিল। দেখিতে দেখিতে বাচস্পতির বিষাদ-গম্ভীর মুখমণ্ডল আনন্দের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি অগ্রসর হইয়া সত্যচরণের হাত ধরিলেন; স্নিগ্ধ প্রশান্ত স্বরে বলিলেন, "তবে এস।"

সত্যচরণ নতমুখে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

একত্রিংশং পরিচ্ছেদ।

ছোট খাঁচার পাখীকে আনিয়া সহসা বড় খাঁচার মধ্যে ছাড়িয়া দিলে সে যেমন খানিকটা খুব অস্থিরতা প্রকাশ করে, কোন্ দিকে যাইবে, কোন্খান্টায় বসিবে ঠিক করিতে পারে না, বিমলাও তদ্রূপ আপনার ক্ষুদ্র গৃহখানি হইতে সহসা এত বড় বাড়ীটার মধ্যে পড়িয়া বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। এত বড় বাড়ী, এত লোকজন, তাহাদের সহিত উপযুক্ত ব্যবহার, ইহার কোনটাই তাহার অভ্যাসের মধ্যে ছিল না। সুতরাং উঠিতে বসিতে, ঘুরিতে ফিরিতে প্রত্যেক কার্য্যেই সে যেন একটা দারুণ অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিল। এক জনের সহিত কথা কহিতে গেলে পাঁচ জন আসিয়া গোল বাধাইয়া দেয়, একটু চুপ করিয়া থাকিলে জনে জনে আসিয়া কৈফিয়ৎ লইতে চায়, চলা বলার আদব কায়দার তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইলে উপদেশের বিদ্রূপ-বাণ আসিয়া পড়ে। বিমলা বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল।

তা ছাড়া তাহার একটা নিদারুণ লজ্জা ছিল। সে যে পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এই কথা লইয়া বাড়ীতে একটা মৃদু আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল। সে আন্দোলনে বিমলা নিজেই নিজের কাছে এতটা লজ্জা অনুভব করিত যে,

উপায় থাকিলে সে লোকের স্মৃতি হইতে এই কথাটা মুছিয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে উপায় ছিল না, কাজেই সে মর্ম্মে মর্ম্মে গুমরিয়া উঠিত। কেহ মুখের দিকে চাহিলেই বিমলা তাহার দৃষ্টির মধ্যে বিদ্রূপপূর্ণ তিরস্কারের তীব্রতা অনুভব করিয়া মাথা নীচু করিত, কেহ দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিলে সে সহানুভূতির সীমা ছাড়াইয়া তাহার পলাইতে ইচ্ছা হইত। কেহ রূপের কথা তুলিলে বিমলার ইচ্ছা হইত, আগুন জ্বালিয়া রূপটাকে পোড়াইয়া দেয়। বিমলা, সর্ব্বদাই আপনাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু এই চেষ্টার ফলেই যেন শত শত চক্ষু নিয়ত তাহার অনুসরণ করিতে থাকিত। তা ছাড়া অপর্ণা তাহাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিত। ইহাতে বিমলা যেন আপনাকে বন্দিনী ভাবিয়া আরও আকুল হইয়া পড়িত।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। শুক্লা দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্র পশ্চিমাকাশে উদিত হইয়াই চক্রবালপ্রান্তে মিলাইয়া যাইতেছিল; সারি সারি নক্ষত্র ফুটিয়া আকাশের নীলিমাকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিতেছিল। নিদাঘ বায়ু চম্পকের তীব্র গন্ধ লইয়া কখনও মৃদু কখনও দ্রুত বহিয়া যাইতেছিল। দূর হইতে কে জানে কাহার মিলনবাসরে সানায়ের প্রাণঢালা সুরে, ইমনের মধুর তান ভাসিয়া আসিতেছিল। বিমলা ছাদের আলিসায় ভর দিয়া চক্রবালপ্রান্তে অস্তোন্মুখ চন্দ্রের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

অন্ধকারের ধূসর আবরণ আসিয়া ধীরে ধীরে ধরণীর মুখ ঢাকিয়া দিতেছিল।

বিধবার জীবন, সেও ঠিক এই ক্ষীণ চন্দ্রকলার মত নয় কি? এমনই ক্ষণদীপ্তি, এমনই উদিত হইয়াই অস্তগামী। তারপর—অন্ধকার, নিশ্ছিদ্র নিবিড় বিরাট্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সে অন্ধকারের পার নাই, সীমা নাই; তাহা অসীম, অনন্ত, অপার। এই বিশ্বগ্রাসী বিরাট্ অন্ধকারের স্তূপে নিমগ্ন হইয়া, ব্যর্থ জীবনের বিরামবিহীন করুণ ক্রন্দন কে শুনিতে চায়? বাহিরে বিশ্ব সজীব, প্রকৃতি চঞ্চল, ক্রীড়াশীল; জগৎ আনন্দের কল-কোলাহলে মুখরিত। সেই আলোকময় আনন্দময় সজীব বিশ্বের মাঝে এমন নির্জীব নিরানন্দ জীবনভার বহনের প্রয়োজন কি? যাহার বর্ত্তমান নাই, ভবিষ্যৎ নাই, লক্ষ্য নাই, আশ্রয় নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই, সে কেন এই সুখসৌন্দর্য্যময়ী ধরণীর ক্রোড়ে, প্রকৃতির পরিত্যক্ত অনাদৃত সন্তানের মত বিশ্বের কঠোর বিদ্রূপ সহ্য করিয়া এক পাশে পড়িয়া থাকিবে? অনন্ত অন্ধকারের বুকে এই উদ্দেশ্যহীন আলোকশূন্য জীবনটাকে ডুবাইয়া দিতে ক্ষতি কি?

চাঁদ ডুবিয়া গেল; অন্ধকার আসিয়া আকাশ পৃথিবী, বৃক্ষলতা, পথ ঘাট সব ঢাকিয়া ফেলিল। একটা নিশাচর পক্ষী তীব্র চীৎকারে চমকিত করিয়া মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। বিমলা ভয়ে ভয়ে আলিসা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। পল্লী তখন নিস্তব্ধ

হইয়াছে; শুধু দূর প্রান্ত হইতে সানায়ের করুণ রাগিণী উত্থিত হইয়া বুকের ভিতর একটা অব্যক্ত বেদনা জাগাইয়া তুলিতেছে। বিমলা আর দাঁড়াইতে পারিল না। ছাদের উপর বসিয়া পড়িল।

তরল অন্ধকারাবৃত ছাদের উপর বসিয়া বিমলা কত কথাই ভাবিতে লাগিল। মায়ের কথা, বাপের কথা মনে পড়িল; বিবাহ রজনীর উৎসবের কথা মনে করিতে শিহরিয়া উঠিল; পিতার মৃত্যুশয্যার বিকট দৃশ্য স্মরণে কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর সত্য-চরণের অযাচিত করুণার কথা মনে পড়িতেই একটা অপূর্ব্ব পুলকোচ্ছ্বাসে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। হায়, সে সত্যচরণকে কেন প্রত্যাখ্যান করিল? কোন্ সুখের প্রত্যাশায় সে সত্যচরণের প্রাণঢালা ভালবাসা অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারিল? সংসারে তাহার কি আছে, সংসার তাহাকে কি দিতে পারে? যাহার হৃদয় শূন্য, তাহাকে বাহিরে কি দিয়া সেই শূন্যতা পূর্ণ করিবে! যাহার অন্তরে রাবণের চিতা জ্বলিতেছে, বাহিরে সপ্ত সমুদ্রের জল ঢালিয়া দিলেও কি তাহার অন্তরের চিতা নির্ব্বাপিত হইবে! সে যে বাহিরে কিছু চায় না, অন্তরে এমন একটা কিছু চায়, যাহাতে তাহার হৃদয়ের এই বিরাট শূন্যতা পূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু কে তাহা দিবে? যে দিতে চাহিয়াছিল, বিমলা নিতান্ত রুক্ষ ভাবে তাহার দান ফিরাইয়া দিয়াছে। হতভাগিনী আপনার প্রাণঘাতী তৃষ্ণার শেষ জলবিন্দু তপ্ত বালুকাক্ষেত্রে ঢালিয়া দিয়া আজি

পিপাসার মর্ম্মন্তুদ যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। ওগো, তোমরা তাহার বাহিরের সব লইয়া তাহাকে অন্তরের একটা অবলম্বন দাও! কিন্তু কে তাহা দিবে?

বিমলা ছাদের উপর লুটাইয়া পড়িয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সহসা কাহার স্পর্শে চমকিত হইয়া বিমলা ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিল। অপর্ণা শান্ত মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদছ বিমলা!"

বিমলা আবেগবিহ্বল প্রাণে উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলিল, "ওগো, আমি তোমাদের কিছুই চাই না; আমাকে শুধু এমন একটা কিছু দাও, যাকে দিয়ে আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করতে পারি।"

সেই তরল অন্ধকারের মধ্যেও অপর্ণা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া বিমলার মুখে এমন একটা অভাবজনিত কাতরতা দেখিতে পাইল, যাহাতে সকল বিদ্বেষ, সকল ঘৃণা বিস্মৃত হইয়া এই অনাথা বিধবার প্রতি সমবেদনায় তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর বিমলাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া করুণ স্বরে বলিল, "এস।"

বিমলার হাত ধরিয়া অপর্ণা ঠাকুরঘরের সম্মুখে আসিল, এবং দরজা খুলিয়া বিমলাকে লইয়া ঘরে ঢুকিল। সম্মুখে সুগঠিত সিংহাসনের উপর রাধাবল্লভের কৃষ্ণপ্রস্তরখচিত বিগ্রহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। দুই পাশে দুই ঘৃতপ্রদীপ দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতে-

ছিল। তাহাদের স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল আলোকসম্পাতে বিগ্রহের মুখমণ্ডল যেন এক অপূর্ব্ব মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল ; স্থির শান্ত নয়নযুগল হইতে যেন কোন্ দেবলোকের অক্ষয় শান্তির ধারা ক্ষরিত হইতেছিল ; গলদেশে লম্বিত পুষ্পমাল্য হইতে স্বর্গীয় সৌরভ বিকীর্ণ হইয়া গৃহ আমোদিত করিতেছিল। বিমলা সহসা যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হইল ; সে ভীতি-বিকম্পিত হৃদয়ে বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, সেই স্নিগ্ধ দীপালোকসমুজ্জ্বল কুসুম-সুবাসিত কক্ষমধ্যে অঙ্গে বিশ্বের সমগ্র সৌন্দর্য্য, নয়নে অনন্ত প্রীতি, মৃদুহাস্যরঞ্জিত ওষ্ঠে সুগভীর শান্তির আশ্বাস লইয়া বিশ্বেশ্বরের বিশ্ববিমোহন মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে বিরাজিত। বিমলা পুলকাঞ্চিত শরীরে মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে বিগ্রহের শান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিল।

অপর্ণা বিগ্রহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "কোন্ ছার মানুষ বিমলা! এই অনন্তসুন্দরের পদে আত্মসমর্পণ কর, এই বিরাট্ পুরুষকে ক্ষুদ্র হৃদয়ের শূন্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবন যৌবন সার্থক করিয়া লও।"

বিমলা ভক্তিবিহ্বল হৃদয়ে বিগ্রহের পদে আপনার মস্তক লুণ্ঠিত করিল।

বাহির হইতে সত্যচরণ ডাকিল, "দিদি!"

"কে রে, সত্য এসেছিস্?"

"হাঁ দিদি।"

সত্যচরণ আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। একটু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "এমন সময় ঠাকুর ঘরে? একি, বিমলা?"

বিমলা উঠিয়া দরজার কাছে আসিল, এবং হাস্যপ্রফুল্ল মুখে শান্তস্বরে বলিল, "হাঁ সত্যবাবু, আমি। আমার আর কোন অভাব নাই সত্যবাবু, আমি আজ আমার জীবনের অবলম্বন পেয়েছি, আমার শূন্য হৃদয় কূলে কূলে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে।"

সত্যচরণ বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টিতে বিমলার হর্ষ-সমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিল। তার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "চল্লি যে?"

সত্যচরণ পশ্চাতে না ফিরিয়াই উত্তর দিল, "এখন আসি।"

অপ। কি বলতে এসেছিলি?

সত্য। কিছু বল্‌তে নয়, যা জান্‌তে এসেছিলাম, তা জানা হ'য়েছে।

সত্যচরণ অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। অপর্ণা ও বিমলা বিস্মিত ভাবে পরস্পর মুখের দিকে চাহিল।

তরঙ্গিণী আপনার ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল। সত্যচরণকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া ডাকিল, "ওগো সত্যবাবু!"

চমকিত ভাবে সত্যচরণ ফিরিয়া দাঁড়াইল। ঈষৎ হাসিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "ভয় নাই, আমি শ্রীমতী তরঙ্গিণী, ওরফে তরু।"

সত্যচরণ ধীরে ধীরে বলিল, "কেন, নতুন মা!"

এই নূতন সম্বোধনে তরঙ্গিণীর বুকটা যেন সবলে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সে জোরে এই ভাবটাকে চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় এসেছিলে?"

সত্যচরণ নতমস্তকে উত্তর দিল, "বিমলার কাছে।"

তর। বিয়ের কথা বলতে বুঝি?

সত্য। না, তার কোন অভাব আছে কি না জানতে।

তর। কিছু জানতে পারলে?

সত্য। জেনেছি, তার কোন অভাব নাই।

তর। না থাকবারই কথা। বাবু উইলে তাকে অনেক টাকা দিয়ে যাচ্চেন।

সত্যচরণ মৃদু হাসিয়া বলিল, "টাকার অভাব ছাড়া মানুষের আরও অনেক অভাব থাকে না কি নতুন মা?"

ভ্রূভঙ্গি করিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "থাকতে পারে। কিন্তু মানুষের সকল অভাব কি পূরণ হয়?"

সত্য। না হ'লেও লোকে পূরণ করবার চেষ্টা করে।

তর। অনেকে আবার চেষ্টা করেও না; যেমন তুমি।

সত্যচরণ একটু গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হাস্য করিল। তরঙ্গিণী বলিল, "তুমি তো দিন রাত পরের অভাব পূরণের চেষ্টায় ছুটে বেড়াচ্ছ, কিন্তু নিজের অভাব পূরণের চেষ্টা কখনো করেছ কি?"

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

সত্যচরণ মুখ তুলিয়া স্থির গম্ভীর স্বরে বলিল, "নিজের অভাব পূরণের জন্যই পরের অভাব পূরণের চেষ্টা, নতুন মা। যে দিন নিজের অভাব পূর্ণ হবে, সে দিন আর পরের জন্য কোন চেষ্টা থাকবে না, এটা স্থির জেনো।"

তরঙ্গিণী বলিল, "ভাল বুঝতে পারলাম না।"

সত্যচরণ বলিল, "এখন বোঝাবার সময়ও নাই।"

তর। এত ব্যস্ত হ'য়ে কোথায় চলেছ?

সত্য। নিজের অভাব পূরণের চেষ্টায়।

সত্যচরণ দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। তরঙ্গিণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

পরদিন দেওয়ান আসিয়া উইল লিখিতে বসিলে, তারিণীবাবু বলিলেন, "লেখ, আমার নগদ সম্পত্তি এক লক্ষ টাকার মধ্যে বিশ হাজার টাকা আমার বিধবা কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দেবী এবং বিশ হাজার টাকা আমার বিধবা পত্নী শ্রীমতী তরঙ্গিণী দেবী পাইবে। বিশ হাজার টাকা আমার পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত ৺রাধাবল্লভ জীউর নামে ব্যাঙ্কে জমা থাকিবে। উহার সুদ হইতে ৺ বিগ্রহদেবের নিয়মিত নিত্য পূজা ও দোলযাত্রা রাসযাত্রা প্রভৃতি নৈমিত্তিক উৎসবের ব্যয়াদি নির্ব্বাহিত হইবে। অত্র গ্রামবাসী ৺ রামজীবন চক্রবর্ত্তীর বিধবা কন্যা শ্রীমত্যা বিমলা দেবী একান্ত অসহায় বিধায় উহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ব্যাঙ্কে জমা থাকিবে; ঐ টাকার সুদ হইতে উহার গ্রাসাচ্ছাদন ও বার ব্রতাদির আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। উহার অবর্ত্তমানে ঐ টাকা আমার উত্তরাধিকারীর ইচ্ছামত কোনও লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। পাঁচ হাজার টাকা আমার কর্ম্মচারী ও বিশ্বস্ত দাসদাসীগণের মধ্যে যোগ্যতানুসারে বিতরিত হইবে। অবশিষ্ট পঁচিশ হাজার টাকায় আমার বিধবা কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দেবীর নামে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে। উক্ত আশ্রম হইতে অনাথা বিধবাগণ গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত সাহায্য প্রাপ্ত

হইবে। আমার ভাবী উত্তরাধিকারী ঐ আশ্রমের একমাত্র ট্রাষ্টি হইবেন।"

দেওয়ান আদেশমত সমস্ত লিখিয়া প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। তারিণীবাবু বালিশটা বুকে চাপিয়া মাথা তুলিয়া বলিলেন, "তারপর লেখ, আমার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি, মায় জমিদারী আমার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী শ্রীমান্ সত্যচরণ চৌধুরী পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিবে।"

দেওয়ান হাতের কলমটা উচু করিয়া ধরিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। দেওয়ানের বিস্ময়ভাব দেখিয়া তারিণীবাবু ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবচো দেওয়ান?"

দেওয়ান নিরুত্তরে মস্তক নত করিল। তারিণীবাবু ধীর প্রশান্ত স্বরে বলিলেন, "যে সত্যচরণ চিরদিন আমার অবাধ্যতাচরণ ক'রেছে, যাঁকে আমি চিরকাল অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল হতভাগ্য ব'লে জানি, সেই সত্যচরণকে আমার সমগ্র জমিদারীর অধিকার দিয়ে যাচ্চি। এর চেয়ে আমার আর কি বুদ্ধিভ্রংশ হ'তে পারে। কেমন না?"

দেওয়ান আমতা আমতা করিয়া বলিল, "আপনার বিষয়, আপনি ইচ্ছামত—"

বাধা দিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "বিষয় আমার হ'লেও এবং

যাহাকে ইচ্ছা দেবার ক্ষমতা আমার থাকলেও আমার কর্ত্তব্য ব'লে যে একটা জিনিষ আছে, তার কাছে আমি বাঁধা। সে কর্ত্তব্য পৈতৃক সম্মান রক্ষা। সে সম্মান রক্ষা করবার উপযুক্ত সত্যচরণ ছাড়া আর কেউ নাই। স্নেহের বশে বা আত্মীয়তার অনুরোধে আমি এ কথা বলছি না। এখানে তার কাজ দেখেই তার বিচার করেছি। ঠিক জেনো দেওয়ান, কেউ যদি আমার এই বিস্তৃত জমিদারী রক্ষা করতে পারে, আমার এই প্রতাপ, এই মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে পারে, সে সত্যচরণ। তা ছাড়া—"

একটু থামিয়া একবার দম লইয়া তারিণীবাবু গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "তা ছাড়া এটা ঠিক আমার স্বেচ্ছাকৃত দান নয়, এটা তার মহান্ আত্মত্যাগের পুরস্কার, আর আমার ঘৃণ্য লালসা ও নির্ব্বুদ্ধিতার প্রায়শ্চিত্ত।"

তারিণীবাবু শুইয়া পড়িলেন। দেওয়ান লিখিতে লাগিল। তারিণীবাবু বলিলেন, "তারপর লেখ, এই উইল দ্বারা আমার পূর্ব্বকৃত উইল সম্পূর্ণ অসিদ্ধ হইল, এবং ইহাই আমার চরম উইল, বলিয়া গণ্য ও আইন অনুসারে গ্রাহ্য হইবে।"

দেওয়ান লেখা শেষ করিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিল। তারিণীবাবু বালিশ বুকে দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া নাম স্বাক্ষর করিলেন, এবং স্বাক্ষরিত অংশটা চোখের খুব কাছে আনিয়া বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেওয়ান বলিল, "সাক্ষী।"

তারিণীবাবু বলিলেন, "বাইরের কোন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে না। তুমি এখন যেতে পার।"

দেওয়ান চলিয়া গেল। তারিণীবাবু শুইয়া পড়িয়া উইল খানাকে বুকের উপর রাখিয়া আকুলকণ্ঠে বলিলেন, "রাধাবল্লভ! জীবনে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য অনেক ক'রেছি। কিন্তু রূপের মোহে তরঙ্গিণীর পাণিগ্রহণের মত অকর্ত্তব্য, আর সত্যচরণকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী করার মত মহৎ কর্ত্তব্য বোধ হয় একটাও করি নাই। এই শেষ কর্ত্তব্যটুকু পালন ক'রে পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য তোমার কাছে মার্জ্জনা পাব না কি দয়াময়!"

বৃদ্ধের শীর্ণ পাণ্ডুর গণ্ডে দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

তারিণীবাবু চোখের জল মুছিয়া অপর্ণা ও তরঙ্গিণীকে ডাকাইলেন এবং তাহারা আসিলে উইলে সাক্ষীর স্থলে তাহাদিগকে নাম স্বাক্ষর করিতে বলিলেন। অপর্ণা কলম লইয়া স্বাক্ষর করিতে উদ্যত হইলে তারিণীবাবু বলিলেন, "আগে প'ড়ে দেখ্।"

অপর্ণা উইল পড়িতে আরম্ভ করিল, তরঙ্গিণী পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে অপর্ণা বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল; এবং পিতার দিকে ফিরিয়া অতিমাত্র বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!"

তারিণীবাবু বলিলেন, "কি অপি!"

অপর্ণা বলিল, "সত্যচরণ।"

তারিণীবাবু স্থির স্বরে বলিলেন, "হাঁ, সত্যচরণই আমার জমিদারীর একমাত্র মালিক।"

অপর্ণা ফিরিয়া তরঙ্গিণীর মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, তাহার মুখখানা যেন সাদা হইয়া গিয়াছে। অপর্ণা ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু বাবা—"

তারিণীবাবু বালিশ হইতে মাথাটা তুলিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "এর আর কিন্তু নাই অপি, এটা আমার প্রবৃত্তির দান নয়, বিবেকের দান; আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, আর সত্যচরণের ত্যাগের পুরস্কার।"

অপর্ণা পিতার মুখের উপর বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। উত্তেজিত কণ্ঠে তারিণীবাবু বলিলেন, "তবে শোন্ অপি, সত্যচরণের যে মহত্ত্বের কথা এতদিন মনের ভিতর চেপে রেখে বাইরে তার উপর ক্রোধ প্রকাশ ক'রে আসছি, আজ আর তা চেপে রাখতে পাচ্চি না। তবে শোন্, সে তরঙ্গিণীকে যে রকম ভালবাসে, জগতে সে রকম ভালবাসতে কেউ পারে কি না জানি না। তবু সে তরঙ্গিণীকে বিবাহ করতে অস্বীকৃত হ'য়েছিল কেন; তা জানিস্?"

অপর্ণার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তারিণীবাবু বলিতে লাগিলেন, "সে শুধু আমার জন্য। সে বুঝতে পেরেছিল, আমি এই বয়সে তরঙ্গিণীর রূপে মুগ্ধ হ'য়েছি। তাই সে আমার লালসা-

রাক্ষসীর তৃপ্তির জন্য নিজের প্রাণ বলি দিয়েছিল। কিন্তু এই খানেই তার ত্যাগের—ভালবাসার শেষ নয়। পাছে তরঙ্গিণীর পরিবর্ত্তে আমি তাকে সম্পত্তির অধিকারী করি, এই আশঙ্কায় সে নিজের বিবেকের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছে, পদে পদে স্বেচ্ছায় আমার বিরুদ্ধাচরণ ক'রে আমার বিরাগভাজন হবার চেষ্টা করেছে। পুরাণে ভীষ্মের আত্মত্যাগের কথা প'ড়েছিস্, কিন্তু সত্যচরণের আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য তার চেয়ে কম না বেশী, অপি ?"

অপর্ণা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্। তরঙ্গিণী বাতাভিহতা লতার ন্যায় একবার কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই কাঠের মত শক্ত হইয়া অপর্ণার হাত হইতে উইল ও কলমটা কাড়িয়া লইয়া অকম্পিত হস্তে নিজের নাম স্বাক্ষর করিল। অতঃপর অপর্ণাও ধীরে ধীরে স্বাক্ষর করিয়া তারিণীবাবুকে উইল ফিরাইয়া দিল। তারিণীবাবু কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "জানি না অপি, এইতেই আমার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হ'লো কি না। কিন্তু আমার আর একটা প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। জীবনে যা কখন করি নাই, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তা করেছি, আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছি—"

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই অপর্ণা বলিয়া উঠিল, "এই যে সত্য !"

সত্যচরণ কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি আমার সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রেছি জেঠা মশায়।"

উত্তরাধিকারী

তারিণীবাবু সত্যচরণের মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সত্যচরণ ধীর নম্র স্বরে বলিল, "আপনার অনুমতির অপেক্ষা না ক'রেই গত রাত্রে আমি গৌরীর পাণিগ্রহণ করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন!"

সত্যচরণ অগ্রসর হইয়া জ্যেষ্ঠতাতের পদধূলি গ্রহণ করিল। তারিণীবাবুর দুই চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুকালিমাচ্ছন্ন মুখমণ্ডলে আনন্দের দিব্য জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

দ্বারপ্রান্ত হইতে কল্যাণী মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঠাকুরকে বল্ অপু, অবোধ সন্তানের অবাধ্যতা যেন ক্ষমা করেন।"

তারিণীবাবুর ওষ্ঠে হাস্যরেখা দেখা দিল। তিনি হর্ষ-গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "বুড়াদের যে কেবল ক্ষমা করবারই অধিকার আছে, তা নয় মা, অনেক সময় তাদের ক্ষমা চাইবারও দরকার হয়। কিন্তু সে কথা যাক্, এখন যে এই জমিদারীর একমাত্র মালিক, তার বিবাহে সকলে আনন্দোৎসব কর। আমার অনন্ত যাত্রার পথ উৎসব-শঙ্খ-নাদে মুখরিত হ'য়ে উঠুক।"

বিশালভবন কম্পিত করিয়া মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। সত্যচরণ বিস্ময়-স্তব্ধনেত্রে জ্যেষ্ঠতাতের হর্ষ-সমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সমাপ্ত। ৮